লেভ তলস্তয়

কসাক

লেভ তলস্তয় · কসাক

‘তলস্তয় হলেন সমগ্র একটি জগৎ। এই মানুষটি যথার্থই সম্পাদন করেছেন এক বিপুল কর্ম — অতিবাহিত সমগ্র একটি যুগের ফলাফল তিনি নির্ণয় করেছেন, পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা, শক্তি ও সৌন্দর্যবোধের।’

মাক্সিম গোর্কি

ISBN 5-05-000105-6

লেভ তলস্তয়

কসাক

Левъ Толстой

চিরায়ত
রুশ
সাহিত্য
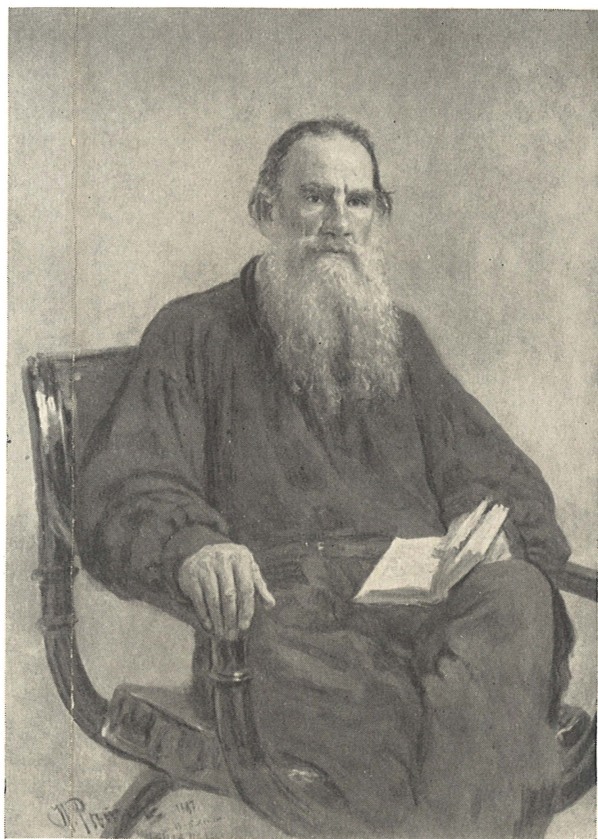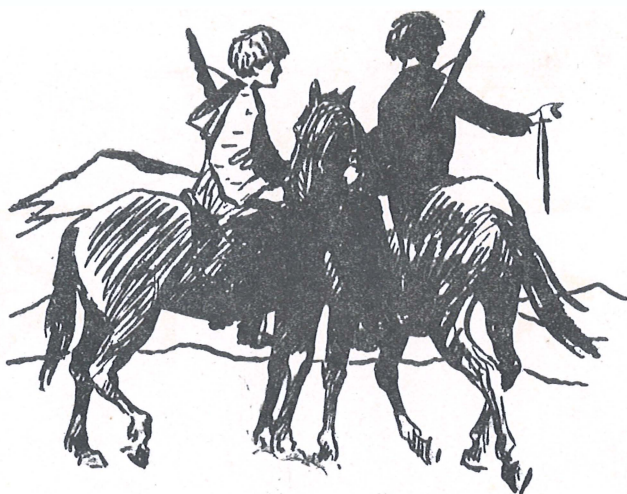
Л. ТОЛСТОЙ

КАЗАКИ

Кавказская повесть

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва

লেভ তলস্তয়

কসাক

ককেশীয় একটি গল্প

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: সমর সেন

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: দ· বিস্তি

১

মস্কো এখন চুপচাপ। শীতের রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়। জানলায় জানলায় আলো আর নেই, রাস্তার আলোও গিয়েছে নিভে। গির্জার গম্বুজ থেকে ঘণ্টার শব্দ ঘুমন্ত সহরের উপরে ভাসছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে আসন্ন প্রভাতের কথা। পথঘাট জনশূন্য। মাঝে মাঝে একটি শ্লেজ বরফ আর বালি ঠেলে আসছে, মোড় ঘুরে সোয়ারীর অপেক্ষা করতে করতে চালক ঘুমিয়ে পড়ছে।

একটি বৃদ্ধা চলে গেল গির্জার অভিমুখে, সেখানে এলোমেলো ভাবে বসানো মোমবাতি ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে, তাদের লাল আলো পড়েছে আইকনগুলির সোনালী ফ্রেমে। শীতের দীর্ঘ রাত্রির শেষে শ্রমিকেরা ঘুম থেকে উঠে কাজে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকদের সন্ধ্যা কিন্তু তখনো শেষ হয়নি।

শেভালিয়ের রেস্তরাঁর খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে, এত রাত্রে আলো জ্বালিয়ে রাখা যদিও অস্বাভাবিক। প্রবেশ পথের সামনে একটি গাড়ী ও কয়েকটি শ্লেজ ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। আর একটি তিন-ঘোড়ার ডাক-শ্লেজ। আঙিনা-রক্ষক শীতে হিম হয়ে গিয়ে মুড়িশুড়ি দিয়ে রেস্তরাঁর কোণে দাঁড়িয়ে, যেন লুকিয়ে আছে।

হলে বসে ওয়েটার ক্লিষ্টমুখে ভাবছে,—'এত গল্পগুজবের মানে ছাই বুঝি না। আমার পালা থাকলেই সব সময় এ রকম হয়।' পাশের উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে শোনা যাচ্ছে তিনটি যুবকের কণ্ঠস্বর। টেবিলে শেষ রাতের পান-আহারাদির অবশিষ্ট। তিনজনের মধ্যে একজন কুশ্রী, রোগা, ছোটখাটো, সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত, ক্লান্ত কোমল চোখে তাকিয়ে আছে বিদায়োন্মুখ বন্ধুটির দিকে। যে টেবিলে খালি বোতল তার কাছের সোফায় শুয়ে আর একজন, সে দীর্ঘাকৃতি, ঘড়ির চাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তৃতীয়টির গায়ে ভেড়ার লোমের নূতন কোট, সে পায়চারী করছে। মাঝে মাঝে থেমে আঙুলের চাপে বাদাম ভাঙ্গছে, আঙুলগুলি মোটা আর শক্ত কিন্তু নখগুলি সযত্নে পরিষ্কার করা। চোখেমুখে উজ্জ্বল আভা, কিছু না কিছু ভেবে প্রায়ই হাসছে। হাত পা নেড়ে দরদের সঙ্গে সে কথা বলছে, কিন্তু যা বলতে চাইছে তার ভাষা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না, আর যা বলছে সেটা তার হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয় মনে হচ্ছে।

'এখন সব খুলে বলতে পারি,' যাত্রীটি বলল। 'নিজের হয়ে ওকালতী করছি না, কিন্তু এইটুকু চাই, আমি যেভাবে নিজেকে দেখি সেইভাবে অন্তত তুমি আমাকে দেখবে, ইতরজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপারটা দেখবে না। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি বলছ?' —প্রশ্নটি করল তাকে যে তার দিকে সহৃদয় চোখে তাকিয়ে ছিল।

'হ্যাঁ, দোষ তোমারই,' সে বলল, তার দৃষ্টিতে আরো করুণা আর ক্লান্তি যেন প্রকাশ পেল।

'কেন এ রকম বলছ জানি,' যাত্রীটি বলল। 'তুমি ভাবো যে কারোর ভালোবাসা পাওয়া আর কাউকে ভালোবাসা সমান আনন্দের বিষয় এবং সে আনন্দ জীবনে একবার এলে চিরকালের জন্য যথেষ্ট।'

কুশ্রী ছোটখাটো মানুষটি চোখ বুজে, আবার খুলে জোর দিয়ে বলল: 'হ্যাঁ বন্ধুবর; যথেষ্ট কেন, যথেষ্টর চেয়েও বেশী'।

যেন করুণার সঙ্গে বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিতভাবে যাত্রীটি বলল: 'কিন্তু মানুষ ভালোবাসবে না কেন? কেন ভালোবাসবে না? প্রেম যেচে আসে না··· সত্যি বলছি কারোর ভালোবাসার পাত্র হওয়াটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। নিজে যখন ভালোবাসো না এবং প্রতিদান দিতে পারবে না জানো, তখন নিজেকে অপরাধী লাগে, তাই বলছি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। হায় ভগবান!'—হাত নেড়ে সে বলল। 'যদি এ সমস্ত ব্যাপার যুক্তিসঙ্গতভাবে হত। কিন্তু আমাদের উপরে সব নির্ভর করে না, এরা সব ওলটপালট্ করে যখন খুসী তখন আসে। আমি যেন তার ভালোবাসা চুরি করেছি। তুমিও তাই ভাবো, অস্বীকার কোরো না, তোমার ত তাই মনে করা উচিত। বিশ্বাস কর, জীবনে অনেক নির্বোধ ও ঘৃণ্য জিনিষ করার সময় পেয়েছি, কিন্তু এই ব্যাপারে আমি কখনো অনুতাপ করিনি, করতে পারি না। শুরুতে কিম্বা পরে সজ্ঞানে আমি কখনো নিজেকে কিম্বা তাকে ঠকাইনি। মনে হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি প্রেমে

পড়েছি, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম আমি অজ্ঞানে নিজেকে ঠকাচ্ছি, এরকম ভাবে ভালোবাসা যায় না, এ ভাবে আমি আর চলতে পারলাম না, কিন্তু সে জের টেনেই চলল। আমি যে পারলাম না সেটা কি আমার দোষ? আর কী করতে পারতাম?'

জেগে থাকার জন্য একটি সিগার ধরিয়ে বন্ধুটি বলল: 'যা হোক, এখন তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে! তবে, তুমি কখনো ভালোবাসোনি, প্রেম কাকে বলে তুমি জান না।'

ভেড়ার লোমের কোট-পরা লোকটি আবার কী বলতে গিয়ে মাথায় হাত দিল, কিন্তু যা বলতে চায় প্রকাশ করতে পারল না।

'কখনো ভালোবাসিনি! সত্যি কথাই, কখনোই আমি ভালোবাসিনি। কিন্তু তবুও ভালোবাসবার বাসনা আমার আছে, এবং সে বাসনার চেয়ে তীব্র আর কিছু হতে পারে না। আচ্ছা, এ রকম ভালোবাসার অস্তিত্ব কি আছে? সব সময়ই ত অসম্পূর্ণ কিছু থেকে যায়। যা হোক, কথা বলে কী লাভ? আমার জীবনকে আমি তছনছ করেছি। সব এখন শেষ হয়ে গিয়েছে এই যা, সত্যিই বলেছো। মনে হচ্ছে নতুন জীবন শুরু করেছি।'

'সেটাও তুমি আবার তছনছ করবে,' সোফার উপরে শায়িত লোকটি ঘড়ির চাবি নাড়াচাড়া করতে করতে বলল। কিন্তু যাত্রীটি তার কথা শুনতে পেল না।

'আমি বিষণ্ন, তবুও যেতে ভালো লাগছে,' সে বলল। 'কেন বিষণ্ন লাগছে জানি না।'

নিজের বিষয়ে কথা বলে সে চলল, তাতে তার যত উৎসাহ অন্যদের তত নেই সেটা লক্ষ্য না করে। মানসিক উদ্দীপনার মুহূর্তে লোকে সবচেয়ে বেশী আত্মানুরাগী হয়। তখন মনে হয় পৃথিবীতে তার চেয়ে সুন্দর ও কৌতূহলের বস্তু আর কিছু নেই।

ঘরের ভিতরে এল একটি ছোকরা ক্রীতদাস, গায়ে ভেড়ার

লোমের কোট, মাথায় রুমাল বাঁধা। বলল: 'দ্‌মিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ্‌, কোচওয়ান আর অপেক্ষা করবে না। ঘোড়াগুলো এগারোটা থেকে একঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখন চারটে বাজে।'

দ্‌মিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ্‌ তার ক্রীতদাস ভান্যুশার দিকে তাকাল। তার মাথায় জড়ানো রুমাল, ফেল্টের জুতো, নিদ্রালস মুখ যেন কর্তাকে ডাকছে কঠোর পরিশ্রম ও কাজের কোন নূতন জীবনে।

'ঠিক বলেছো। বিদায়,' কোটের খোলা হুক হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলল।

কোচওয়ানকে আবার বখশিষ দিয়ে তুষ্ট করার উপদেশ অগ্রাহ্য করে সে টুপি পরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। বন্ধুরা পরস্পরকে একবার, দুবার এবং একটু থেমে তৃতীয়বার বিদায় চুম্বন করল। টেবিলে এগিয়ে গিয়ে যাত্রীটি একটি পাত্র শেষ করল, তারপর কুশ্রী ছোটখাটো মানুষটির হাত হাতে নিল, মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'শোনো, তোমাকে বলি··· তোমাকে আমার ভালো লাগে, সেজন্য তোমাকে খোলাখুলিভাবে বলতে পারি, আর বলাও দরকার। তুমি তাকে ভালোবাসো? বরাবরই আমি তাই ভেবেছি, ভালোবাসো না?'

'হ্যাঁ,' বন্ধুটি জবাব দিল, তার মুখে আরো কোমল হাসি।

'হয়ত···'

'হুজুর যদি মত দেন, মোমবাতি নিভিয়ে দিতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে,' নিদ্রালু ওয়েটারটি বলল। বাক্যালাপের শেষ অংশটি শুনতে শুনতে সে ভাবছিল ভদ্রলোকেরা কেন হামেশাই একই বিষয়ে কথা বলেন। 'বিল কাকে দেবো? আপনাকে, হুজুর?' কাকে সম্বোধন করতে হবে সে জানত, দীর্ঘাকৃতি লোকটির দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে,' দীর্ঘাকৃতি লোকটি বলল। 'কত?'

'ছাব্বিশ রুবল।'

দীর্ঘাকৃতি লোকটি মুহূর্তকাল ভাবল, কিন্তু কিছু না বলে বিলটি পকেটে রাখল।

অন্য দুজনের তখনো ব্যক্তিগত আলাপ চলেছে।

'বিদায়, খাসা লোক তুমি,' কোমল চোখ, কুশ্রী, ছোটখাটো লোকটি বলল।

দুজনেরই চোখে জল এল। বারান্দায় পা বাড়াল তারা।

'ও, ভালো কথা, রেস্তরাঁর বিলটা তুমি দিয়ে দেবে? চিঠি লিখে আমাকে জানিও,' লাল হয়ে উঠে যাত্রীটি ঘুরে দীর্ঘাকৃতি লোকটিকে বলল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' দস্তানা পরতে পরতে দীর্ঘাকৃতি লোকটি বলল। বারান্দায় বেড়িয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে যোগ করল, 'তোমাকে সত্যিই হিংসে করি।'

যাত্রীটি স্লেজে ঢুকে, গায়ে ভেড়ার লোমের কোট জড়িয়ে নিয়ে বলল: 'আসি তাহলে'। হিংসে করে যে বলেছিল তাকে জায়গা দেবার জন্য স্লেজে একটু সরে বসল পর্যন্ত; তার গলা কেঁপে গেল।

'বিদায়, মিতিয়া। আশা করি ঈশ্বরের দয়ায়...' দীর্ঘাকৃতি লোকটি বলল। কিন্তু সে একান্ত চাইছিল যাত্রীটি শীগগির চলে যাক্, তাই যা বলতে চেয়েছিল সেটা শেষ করতে পারল না।

এক মুহূর্ত তারা চুপ করে রইল। তারপর কে যেন আবার বলল, 'বিদায়'।

কার গলার আওয়াজ শোনা গেল 'তৈয়ার'। কোচওয়ান ঘোড়াগুলোকে ছাড়ল।

বন্ধুদের মধ্যে একজন ডেকে বলল: 'এদিকে এস এলিজার'। কোচওয়ান ও স্লেজ-চালকেরা নড়েচড়ে জিভ দিয়ে টক্‌টক্ শব্দ করে, লাগাম টেনে ধরল। বরফে-জমা চাকাগুলো তুষারের উপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে চলল।

যারা রইল তাদের মধ্যে একজন বলল: 'ওলেনিন চমৎকার লোক। কিন্তু ককেশাসে যাওয়া, কী অদ্ভুত সখ। তাও আবার ক্যাডেট্ হয়ে। আমাকে জোর করলেও যেতাম না। কাল তুমি কি ক্লাবে খাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

তারা এবারে বিদায় নিল।

যাত্রীটির গরম লাগছিল, ভেড়ার লোমের কোট বেশ গরম মনে হল। শ্লেজের ভিতরে বসে কোটের বোতাম খুলে ফেলল। লোমশ ডাক-ঘোড়া তিনটি একটির পর একটি অন্ধকার রাস্তায় নিজেদের টেনে নিয়ে চলেছে, আগে তার কখনো না-দেখা বাড়ীঘরদোর ছাড়িয়ে। ওলেনিনের মনে হল বহু দূরের যাত্রীরাই শুধু এইসব রাস্তায় যায়। চারিদিক অন্ধকার, নিঃশব্দ, বিরস, তার মন আচ্ছন্ন নানা স্মৃতির ভিড়ে, প্রেমে, অনুশোচনায় এবং অবরুদ্ধ অশ্রুর প্রীতিকর একটা অনুভূতিতে।

২

'ওদের আমার ভালো লাগে। খুব ভালো লাগে। চমৎকার লোক ওরা। চমৎকার।' বারবার সে বলতে লাগল, প্রায় কান্না পেয়ে এল। কিন্তু কেন কান্না পাচ্ছে? চমৎকার লোকই বা কারা? কাদের এত ভালো লাগে তার? সে সঠিক জানত না। মাঝে মাঝে ঘুরে কোন বাড়ী দেখে ভাবছিল যে ওটা কেন ওরকম অদ্ভুতভাবে তৈরী; কখনো বা ভাবছিল ভান্যুশা এবং কোচওয়ান, যারা সম্পূর্ণ আলাদা জীব, কেনই বা তার এত কাছে বসে, কেনই বা পাশের ঘোড়াদুটো বরফে-টান-হয়ে-যাওয়া রশিগুলোয় হেঁচকা টান দিলে তারই সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে আর এপাশ ওপাশ দুলছে। আবার সে বলল, 'চমৎকার, আমার খুব ভালো লাগে', এবং একবার এটা পর্যন্ত বলল, 'ভালোভাবেই

সব সম্পন্ন হয়েছে! চমৎকার!’ তারপরই ভাবল কেন সেটা বলেছে। ‘আমার কি তাহলে নেশা হয়েছে,’ নিজেকে প্রশ্ন করল। সত্যি কথা, দু বোতল মদ সে খেয়েছিল, কিন্তু শুধু মদের প্রভাবই ওলেনিনের উপরে এরকম কাজ করছিল না। বিদায়ের আগে তাকে উদ্দেশ্য করে সলজ্জ বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আবেগের সঙ্গে বলা সব বন্ধুত্বসূচক (তার ধারণায়) কথা তার মনে ছিল। মনে ছিল করমর্দন, দৃষ্টিবিনিময়, মৌন মুহূর্তগুলির কথা, আর যখন সে শ্লেজে উঠে পড়েছে তখন একজনের কণ্ঠস্বর: ‘বিদায়, মিতিয়া!’ মনে ছিল নিজের দৃঢ় স্পষ্টবাদিতা। আর তার কাছে এ সবকিছুই মর্মস্পর্শীভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কিম্বা যারা তার প্রতি উদাসীন শুধু তারা নয়—যারা তাকে পছন্দ করত না তারাও যেন বিদায়ের আগে তাকে আরো প্রীতির সঙ্গে দেখতে, তাকে ক্ষমা করতে স্থির করেছিল, যেমন মরবার আগে কিম্বা পুরোহিতের কাছে পাপস্বীকারের সময় লোকে করে। ‘হয়ত ককেশাস থেকে আমি আর ফিরব না,’ সে ভাবল। মনে হল যে বন্ধুদের সে ভালোবাসে এবং তাদের ছাড়াও আর কাউকে। নিজের জন্য দুঃখ বোধ করল। কিন্তু হৃদয়ের যে উত্তেজনা ও আলোড়ন তার মুখে নানা অর্থহীন কথা স্বতই আনছিল তার মূলে বন্ধুপ্রীতি ছিল না। কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি প্রেমও (সে এখন পর্যন্ত কাউকে ভালোবাসেনি) তার এ মনোভাবের সৃষ্টি করেনি। আশায় ভরপূর আত্মপ্রেম, নিজের সত্তায় যা কিছু ভালো (এবং সে মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল তার অন্তঃকরণে ভালো বই কিছুই নেই), এ সবের প্রতি উষ্ণ, আশায় পরিপূর্ণ নবীন অনুরাগের জন্যই সে কাঁদতে বাধ্য হচ্ছিল, বাধ্য হচ্ছিল অসংলগ্ন নানা শব্দ অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতে।

ওলেনিন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যধারা শেষ করেনি, না করেছে কখনো কোন চাকরী (কী একটা সরকারী অফিসে নামকাওয়াস্তের একটি পদ তার ছিল)। অর্ধেক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে যখন

তার বয়স চব্বিশ তখন পর্যন্ত কোন কিছুই করেনি, কোন পেশা বাছেনি। মস্কোর সমাজে যাদের বলত 'ইয়ং ম্যান' ওলেনিন ছিল তাই।

আঠারো বছর বয়সে সে স্বাধীন হয়—গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকের নবীন, ধনী রুশীরা অল্পবয়সে অভিভাবকহীন হল যেরকম স্বাধীন হত। কোনো আর্থিক কিম্বা নৈতিক নিগড় তার ছিল না; যা খুসী তাই করত, না ছিল কোন অভাব, কোন দায়িত্বও না। পরিবার, স্বদেশ, ধর্ম কিম্বা অভাব—সবই তার কাছে অর্থহীন। কিছুই সে বিশ্বাস করত না, না করত স্বীকার। কিন্তু অবিশ্বাসী হলেও সে নিরানন্দ, ভোগবিলাসে ক্লান্ত নিস্পৃহ জীবে পরিণত হয়নি, বরঞ্চ সব সময়ই নিজেকে উত্তেজনায় ভাসিয়ে দিত। যদিও এ সিদ্ধান্তে এসেছিল যে প্রেম বলে কিছু নেই, তবুও কোন নবীনা সুন্দরীর সান্নিধ্যে এলে তার হৃদয় কূল ছাপিয়ে যেত। সামাজিক পদ ও মর্যাদা অর্থহীন সেটা ত অনেক দিনই জানত, তবু কোন বল-নাচে প্রিন্স সের্গিই এসে তার সঙ্গে পিঠ চাপড়ে কথা বললে খুসী না হয়ে পারত না। তবে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হলেই কোন আবেগের কাছে সে আত্মসমর্পণ করত। কোন প্রভাবের বশে এসে যখনি মনে হত যে এবার আয়াস, সংগ্রাম, জীবনের সঙ্গে তুচ্ছ সংগ্রামের শুরু হবে, তখনি স্বতই সে চেষ্টা করত অনুভূতি বা কাজের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিজের স্বাধীনতা ফিরে পেতে। এই ভাবে সে পরখ করে দেখেছে উচ্চ সমাজের জীবন, সিভিল সার্ভিস, ক্ষেতখামারের পরিচালনা, সঙ্গীত—একবার সে ভেবেছিল সঙ্গীতেই সারা জীবন কাটাবে—এমন কি নারীর প্রেম, যদিও প্রেমে তার আস্থা ছিল না। যৌবনের যে শক্তি মানুষের জীবনে একবারই আসে, বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি কিম্বা শিক্ষার শক্তি সেটা নয়, সেই শক্তি দুর্লভতম প্রেরণায় মানুষকে নিজেকে, ওলেনিনের ধারণায় এমন কি বিশ্বকে পর্যন্ত যথেচ্ছা গড়বার ক্ষমতা দেয়, সেই শক্তিকে কী ভাবে কাজে লাগানো যায় অনেকদিন সে

ভেবেছে। কাজে লাগাবে কার মাধ্যমে—চারুশিল্প, বিজ্ঞান, নারীর প্রেম না বাস্তব কার্যকলাপ? এটা সত্যি যে অনেকের এই প্রেরণা নেই, তারা জীবন শুরু করেই যে কোন জোয়ালে ঘাড় পেতে দেয় এবং সারা জীবন বোঝা বয়ে ভালোমানুষের মত কাজ করে যায়। কিন্তু অন্তরে যৌবনের সর্বশক্তিমান দেবতার উপস্থিতির বিষয়ে ওলেনিন প্রখরভাবে সচেতন ছিল—যে দেবতার প্রভাবে একটি অভীপ্সায় কিম্বা কল্পনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা আসে, সাধ ও সিদ্ধির মধ্যে ব্যবধান থাকে না, কী জন্য বা কেন না জেনেই গভীর খাদে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। সগর্বে ওলেনিন ওই বোধটি অন্তরে বহন করত এবং নিজের অজ্ঞাতসারে আনন্দিত হত। এখন পর্যন্ত সে শুধু নিজেকে ভালোবেসেছে, না বেসে পারত না, কেননা নিজের বিষয়ে তার শুভ প্রত্যাশা ছিল, আশাভঙ্গের সময় তখনো হয়নি। মস্কো ছাড়ার সময় মনের সেই নবীন অনুকূল অবস্থায় সে ছিল, যখন অতীতের আত্মত্রুটির বিষয়ে সচেতন কোন যুবক হঠাৎ নিজেকে বলে,—এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা আসল জিনিষ নয়। যা কিছু ঘটেছে তা অপ্রাসঙ্গিক ও গৌন। ভালভাবে বাঁচতে সে এ পর্যন্ত চেষ্টা করেনি, কিন্তু এখন, মস্কো ছাড়ার পরে নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়েছে, যে জীবনে অতীতের ত্রুটি অথবা অনুশোচনা আর থাকবে না, হয়ত শুধু থাকবে অখণ্ড আনন্দ।

দীর্ঘ যাত্রার প্রথম দু'তিনটি ডাক-স্টেশনে মানুষের কল্পনা ছেড়ে-আসা জায়গায় পড়ে থাকে, কিন্তু পথের প্রথম প্রভাতে নিমেষে যেন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে যায়, আর আকাশকুসুম রচনা করতে শুরু করে। ওলেনিনেরও তাই হয়েছিল।

সহর পিছনে ফেলে আসার পর সে বরফে-ঢাকা প্রান্তরের দিকে তাকিয়েছিল, তাদের মধ্যে একলা থাকতে ভালো লাগছিল। কোট গায়ে জড়িয়ে শ্লেজের ভিতরে শুয়ে শুয়ে কেমন যেন প্রশান্তি এলো, তারপর

ঝিমোতে লাগল। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ তাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল, মস্কোতে আগের শীতের সব স্মৃতি, ঝাপসা ভাবনা ও অনুশোচনা জড়ানো অতীতের অনেক ছবি তার কল্পনায় স্বতই আসছিল।

যে বন্ধুটি তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল মনে পড়ল তার কথা, আর সেই মেয়েটির কথা যার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। মেয়েটি ধনী। 'মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে জেনেও বন্ধুটি কী করে তাকে ভালোবাসতে পারে,' সে ভাবল, নানা অপ্রিয় খটকা এলো মনে। 'ভেবে দেখলে বোঝা যায় মানুষের মধ্যে অনেক কপটতা আছে।' তারপর একটি প্রশ্ন তার মনে এল: 'সত্যিই আমি কখনো ভালোবাসিনি এটা কী করে হল? সবাই বলে যে আমি কখনো ভালোবাসিনি। তার মানে কি আমার নৈতিক চরিত্র কিম্ভূতকিমাকার কিছু?' তার সমস্ত মোহের কথা ভাবতে লাগল। স্মরণ করল উচ্চ সমাজে জীবনের প্রথম দিনের কথা, একটি বন্ধুর বোনের কথা। তার সঙ্গে কয়েকটি সন্ধ্যা সে কাটিয়েছিল। টেবিলের উপরে আলো জ্বলত, সে আলো পড়ত মেয়েটির সেলাই-এ ব্যস্ত পাতলা আঙুলগুলির উপরে, তার সুন্দর, সুকুমার মুখের নিম্নাংশে। তার সঙ্গে কথাবার্তা যা হত তা আবার মনে করল—কথাবার্তা চলত একঘেয়েভাবে, মোটামুটি কেমন যেন অস্বস্তি ও সঙ্কোচের আবহাওয়ায় এবং সে সঙ্কোচের বিরুদ্ধে সব সময় থাকত তার বিদ্রোহের ভাব। তার কানে কানে কে যেন ইতিমধ্যেই বলেছে: 'এটা আসলে কিছু নয়, সত্যি কিছু নয়'। তারপর মনে পড়ল একটি বল-নাচের কথা, সেখানে একটি সুন্দরীর সঙ্গে সে মাজুর্কা নেচেছিল। 'সে রাত্রে আমি কী প্রেমেই না পড়েছিলাম আর কী আনন্দই না পেয়েছিলাম। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম যে আমি মুক্ত, তখন কী বিরক্ত ও আহতই না বোধ করেছিলাম। ভালোবাসা কেন আমাকে

দৃঢ় নিগড়ে বাঁধে না,' সে ভাবল। 'না, প্রেম বলে সত্যিই কিছু নেই। সেই প্রতিবেশিনীটি, যিনি আমাকে বলতেন যে তিনি আকাশের তারা ভালোবাসেন আর দুব্‌রোভিন্‌ ও প্রাদেশিক অভিজাত মণ্ডলীর সভাপতিকেও একই কথা বলতেন? না, তাঁর ব্যাপারটিও আসল নয়।' গ্রামে ক্ষেতখামারের পরিচালনার কথা মনে হল, কিন্তু সে স্মৃতিতেও সুখকর কিছু ছিল না। 'ওরা কি আমার চলে আসার বিষয়ে অনেক কিছু বলবে?' ভাবলো, কিন্তু 'ওরা' যে কে ঠিক নিজেই জানত না। আর একটি কথা মনে আসাতে সে মুখ বিকৃত করে অসংলগ্নভাবে বিড়বিড় করতে লাগল। কথাটি হল দরজি মঁসিয়ে কাপেলকে নিয়ে। তার কাছে সে ছ শ' আটাত্তর রুবল এখনো ধারে। আর এক বছর অপেক্ষা করবার জন্য তাকে সানুনয় অনুরোধ করাতে দরজির মুখে কী বিব্রত ও হতাশার ভাবই না এসেছিল। 'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর,' মুখ বিকৃত করে বলে ওলেনিন চেষ্টা করল অসহ্য এই প্রসঙ্গটিকে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে। বিদায়ভোজনে যে মেয়েটির বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তার কথা ভাবল, 'তবুও, যাই হোক না কেন, সে আমাকে ভালোবাসত। ওকে বিয়ে করলে আমার কোন ঋণ থাকত না। এখনো ত ভাসিলিয়েভ আমার কাছে টাকা পায়।' তখন মনে পড়ল সেইরাত্রে মেয়েটিকে ছেড়ে আসার পরেই ক্লাবে ভাসিলিয়েভের সঙ্গে তাস খেলেছিল, আর একবার খেলার জন্য লজ্জাকরভাবে অনুনয়বিনয় করা সত্বেও ভাসিলিয়েভ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। 'এক বছর হিসেব করে চললে ওদের প্রত্যেকের ধার শোধ হয়ে যাবে, চুলোয় যাক্‌ ওরা। ...' কিন্তু এই আশ্বাস সত্বেও কত ধার আছে, কত দিনের ধার এবং কবে শুধবে আশা করে হিসেব করতে লাগল 'মরেল্‌ ও শেভালিয়ের কাছেও ধার আছে,' সে ভাবল, মনে পড়ল একটি রাত্রের কথা যখন বিস্তর ধার হয়েছিল। জিপ্‌সীদের সঙ্গে। সুরাপানোৎসবের রাত্রি সেটা, আয়োজন করেছিল পিটার্সবুর্গের কয়েকটি

লোক; সাশ্‌কা ব. সম্রাটের পার্শ্বচর, প্রিন্স দ. আর সেই দাম্ভিক বুড়োটা। 'এই সব ভদ্রমহোদয়েরা এত আত্ম-সন্তুষ্ট কেন?... সঙ্কীর্ণ দল গড়বার অধিকার এঁদের কোত্থেকে হল? এঁদের গণ্ডিতে প্রবেশ করলে অন্যদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত এমন এঁদের ভাব। সম্রাটের পার্শ্বচর বলে কি এঁরা এরকম ভাব পোষণ করেন? অন্যদের একেবারে নির্বোধ কিম্বা হতচ্ছাড়া বিবেচনা করেন, সেটা ভাবলে গা রিরি করে। যাই হোক, অন্তত আমি ওঁদের দেখিয়ে দিয়েছি যে ওঁদের অন্তরঙ্গ হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। তবু সাশ্‌কা ব. একে কর্ণেল তায় সম্রাটের পার্শ্বচর—এমন লোকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে জানলে আমার নায়েব বোধ করি অবাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই রাত্রে আমার চেয়ে বেশী মদ্যপান কেউ করেনি, জিপ্‌সীদের নতুন একটা গান শিখিয়েছিলাম, সবাই সে গান মন দিয়ে শোনে। অনেক বাজে কাজ করেছি সত্যি, কিন্তু তবু লোকটা আমি খুব ভালোই।'

সকালে সে পৌঁছল ডাক-যাত্রী গাড়ীর তৃতীয় ডাক-স্টেশনে। চা খেয়ে ভানুশাকে ট্রাঙ্ক ও জিনিষপত্র সরাতে সাহায্য করল, তারপর জিনিষপত্রের মধ্যে বসে রইল—স্থিরচিত্তে, ঋজুভাবে, পরিষ্কার মাথায়। বিষয়সামগ্রী কোথায় আছে, সঙ্গে কোথায় কত টাকা, পাসপোর্ট, ডাক-ঘোড়ার হুকুমনামা, পথশুল্কের রসিদ কোথায় রেখেছে, সব তার নখদর্পণে। সমস্ত কিছুই এত সুবিন্যস্ত, তার বেজায় খুসী লাগছিল, সামনের দীর্ঘ যাত্রাকে মনে হতে লাগল বহুক্ষণব্যাপী প্রমোদ-ভ্রমণের মত।

সারা সকাল এবং দুপুর সে অত্যন্ত অভিনিবেশের সঙ্গে কত ভারস্ত পার হয়েছে তার হিসেব রাখল, হিসেব রাখল পরের ডাক-স্টেশনে যেতে আর কত ভারস্ত বাকী, প্রথম সহরে পৌঁছতেই বা কত, কোথায় মধ্যাহ্নভোজন করবে, কোথায় চা খাবে, স্তাভ্‌রোপোল কত দূর, এবং সমস্ত যাত্রাপথের কতটা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

সঙ্গে কত টাকা আছে, কত অবশিষ্ট থাকবে, কততে সমস্ত ধার শোধ হয়ে যাবে, আয়ের কত ভাগ প্রতি মাসে ব্যয় করবে, তাও হিসেব করল। সন্ধ্যার দিকে চা খেয়ে সে বের করল যে স্তাভ্রোপোল পর্যন্ত সমস্ত পথের এগারোভাগের সাতভাগ এখনো বাকি; ধার শোধের জন্য সাতমাস হিসেব করে চলতে হবে, তার সমস্ত সম্পত্তির আটভাগের এক ভাগ লাগবে। তারপর আশ্বস্ত মনে গা মুড়ি দিয়ে শ্লেজে শুয়ে আবার ঝিমোতে লাগল। এবার তার কল্পনা চলল ভবিষ্যতের দিকে: ককেশাসের দিকে। ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত ছিল আমালাত্ বেকের মত বীরপুরুষ, চেরকেশ্যান মেয়েরা, খাড়া পাহাড়, ভয়াবহ প্রবাহ আর নানা বিপদের কথা। এ সবকিছুই ঝাপ্সা, অস্পষ্ট, কিন্তু যশস্পৃহা এবং মৃত্যুর আশঙ্কা ভবিষ্যতকে কৌতূহলময় করে তুলেছিল। কখনো বা অভূতপূর্ব সাহস ও বিস্ময়প্রদ শক্তির সঙ্গে অগণিত লোককে বধ করে পাহাড়িয়াদের বশে আনল। কখনো বা সে নিজেই পাহাড়িয়াদের সঙ্গে একযোগে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছে রুশদের সঙ্গে। খুঁটিনাটি কিছু কল্পনা করলেই দৃশ্যপটে আসছিল মস্কোর পরিচিত জনেরা। সাশ্কা ব. এলেন রুশদের কিম্বা পাহাড়িয়াদের সঙ্গে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করল। এমন কি দর্জি মঁসিয়ে কাপেল পর্যন্ত বিজয়ীর জয়গর্বে ভাগ বসালো বিচিত্রভাবে। এ সময় পুরোনো গ্লানি, দুর্বলতা ও ভুলচুকের কথা মনে পড়লেও প্রীতিকরই লাগছিল। ঠিক জানত যে পাহাড়, জলপ্রপাত, সুশ্রী চেরকেশ্যান ও বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়লে এ ধরণের ভুলভ্রান্তি আর হতে পারবে না। নিজের কাছে ভুলভ্রান্তি সব স্বীকার করা হয়েছে, ব্যস্, বলবার আর কিছু নেই। তরুণ যুবকের ভবিষ্যতের সমস্ত কল্পনার সঙ্গে মিশে ছিল আর একটি মধুর ছবি—একটি মেয়ের স্বপ্ন। সেখানে, পাহাড়ের মধ্যে, সে ছবি তার কল্পনায় রূপ নিল একটি চেরকেশ্যান দাসীর মূর্তিতে—সুঠাম দেহ তার, দীর্ঘ কেশ, গভীর চোখে আত্ম-

সমর্পণের ভাব। কল্পনায় দেখল পাহাড়ে একটি নিঃসঙ্গ কুটির, দোরগোড়ায় মেয়েটি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, সে ফিরছে তার কাছে ক্লান্তভাবে, রক্ত, ধূলো, খ্যাতি চিহ্নিত দেহে। মেয়েটির চুম্বন, তার কাঁধ, তার নরম কণ্ঠস্বর, তার আত্মসমর্পণ ওলেনিনের কল্পনায় জাগ্রত। মোহিনী সে, কিন্তু অশিক্ষিত, বন্য এবং অমার্জিত। শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় ওলেনিন তাকে পড়াশুনো করাতে শুরু করে। বুদ্ধিমতী, প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পন্ন মেয়েটি, যা শেখা দরকার চটপট আয়ত্ত করে নেয়। কেনই বা নয়? খুব সহজেই সে বিদেশী ভাষা শিখে নিতে সক্ষম, ফরাসী বই পড়ে ও বোঝে। যেমন, Notre Dame de Paris নিশ্চয়ই তার ভালো লাগবে। ফরাসী বলতেও পারে। কোন ড্রয়িং-রুমে উচ্চতম সমাজের যে কোন মহিলার চেয়ে বেশী সহজাত মর্যাদা সে প্রকাশ করতে পারে। গান গাইতে পারে, সহজে, বলিষ্ঠভাবে, আবেগের সঙ্গে। 'কী সব ছাইভস্ম ভাবছি।' ওলেনিন স্বগতোক্তি করল। কিন্তু তখনি তারা পেঁাছল একটি ডাক-স্টেশনে। তাকে শ্লেজ বদলাতে হল, কিছু বখ্‌শিষ দিতে হল। তারপর যে বাজে কথা বরবাদ করে দিয়েছিল তাকেই তার কল্পনা আবার ধাওয়া করল, মানসপটে আবার এলো সুশ্রী চেরকেশ্যান মেয়েরা, যশ, সম্রাটের পার্শ্বচর পদে নিযুক্ত হয়ে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের কথা, আর একটি সুন্দরী স্ত্রীর স্বপ্ন। 'কিন্তু প্রেম বলে কিছু নেই,' সে নিজেকে বলল। 'যশের কথা সব বাজে। কিন্তু সেই ছ শ' আটাত্তর রুবল?... আর সেই বিজিত দেশটি যেটি সারাজীবনে যা লাগে তার চেয়ে বেশী ধন আমাকে জোগাবে? সব সম্পদ অবশ্য নিজের জন্য রাখা ঠিক হবে না। ভাগ করে দিতে হবে। কিন্তু কাকে? বেশ, কাপেলকে ছ শ' আটাত্তর রুবল দেব, তারপরে দেখা যাবে...' অত্যন্ত অস্পষ্ট নানা ছবি এবার তার মনকে আচ্ছন্ন করল, এবং একমাত্র ভান্যুশার গলা আর শ্লেজ থামবার অনুভূতি তার যৌবনসুলভ নিবিড় ঘুম

ভাঙ্গালো। প্রায় কিছু না বুঝেই সে আর একটি শ্লেজে উঠল, আবার যাত্রা হল শুরু।

পরের দিন সকাল আগেকার মতই কাটল: একই রকমের সব ডাক-স্টেশনে চা পান, ঘোড়ার পিঠ নড়ছে, ভানুাশার সঙ্গে অল্পস্বল্প কথাবার্তা, সন্ধ্যায় আগেকার মতই অস্পষ্ট স্বপ্ন আর নিদ্রালুতা, আর রাত্রে ক্লান্ত হয়ে যৌবনের নিটোল ঘুম।

৩

মধ্য রাশিয়া থেকে যত দূরে চলেছে ওলেনিন ততই পুরোনো স্মৃতি সব পিছনে পড়ে থাকছে। আর ককেশাস যত কাছে আসছে ততই তার মন হচ্ছে হালকা। মাঝে মাঝে এই কথা মনে হচ্ছে, 'ওখানে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দেবো, উঁচু সমাজে আর কখনো ফিরব না। এখানে যাদের দেখছি তারা তথাকথিত ভদ্রলোক নয়, কেউ আমাকে চেনে না। মস্কোর যে সমাজে আমি ছিলাম এদের কেউ কখনো সেখানে ঢুকতে পারবে না, আমার অতীতের বিষয় জানতে পারবে না। আর এদের মধ্যে থাকার সময় আমি কী করছি মস্কোর সেই সমাজের কেউ কিছু জানতে পারবে না।' পথে কর্কশ লোকেদের দেখে সমস্ত অতীত জীবন থেকে মুক্তির একটি নূতন অনুভূতি সে পেল। যে অর্থে মস্কোর চেনাশোনা লোকদের ব্যক্তি বলা চলে যাদের দেখছে তারা ঠিক তা নয়। লোকেরা যতই কর্কশ, সভ্যতার চিহ্ন যতই বিরল ততই নিজেকে মুক্ত বোধ করছে ওলেনিন। স্তাভ্রোপোলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তার বিরক্ত লাগল। নানা সাইনবোর্ড, কয়েকটি আবার ফরাসীতে লেখা, গাড়ীতে ভদ্রমহিলারা বসে, স্কোয়ারে ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা টুপী ও ক্লোক পরা একটি ভদ্রলোক বুলভার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওলেনিনদের দিকে তাকাচ্ছেন—সব দেখে ওলেনিন খুব বিরক্ত হল। সে ভাবল, 'হয়ত এরা আমার পরিচিত

লোকদের কাউকে কাউকে চেনে', আবার তার মনে পড়ল তার ক্লাব, দর্জি, তাসখেলা ও সমাজের কথা··· কিন্তু স্তাভ্‌রোপোল ছাড়িয়ে যাবার পর সবকিছুই তার ভালো লাগল—চারিদিক কেমন বন্য আর সুন্দর আর যোদ্ধাসুলভ। ওলেনিনের আনন্দ ক্রমশ বেড়ে চলল। পথে যত কসাক, চালক আর ডাক-স্টেশন মাস্টার দেখল, সবাইকে তার সহজ সরল লোক বলে মনে হল, তাদের সঙ্গে সহজে ইয়ার্কি ও আলাপ করতে পারে, সমাজের কোন শ্রেণীর লোক তারা কিছু না ভেবে। তারা সবাই মানব জাতির অংশ এবং ওলেনিন নিজের অজ্ঞাতসারেই মানবজাতিকে ভালোবাসত। তারা সবাই বন্ধুর মত তার সঙ্গে ব্যবহার করল।

দন কসাকদের প্রদেশে ইতিমধ্যেই শ্লেজ ছেড়ে দিয়ে চাকাওলা গাড়ী একটি নিতে হয়েছিল; স্তাভ্‌রোপোলের পর এত গরম যে ওলেনিন তার মোটা কোট খুলে ফেলল। বসন্ত শুরু হয়েছে, ওলেনিনের পক্ষে অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভরা একটি বসন্ত। রাত্রে কসাক গ্রামগুলি ছাড়তে তাকে মানা করা হল, লোকে বলল সন্ধ্যাবেলায় পর্যটন করা বিপজ্জনক। ভান্যুশা অস্বস্তিবোধ করল এবং গাড়ীতে তারা একটি বন্দুক নিল। তাতে ওলেনিনের আনন্দ গেল আরো বেড়ে। একটি ডাক-স্টেশন মাস্টার কিছু দিন আগে পথে একটি বীভৎস খুনের গল্প করল। সশস্ত্র লোকজন মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। 'এবার তাহলে শুরু'—ওলেনিন ভাবল, প্রতিমুহূর্তে বহুউল্লিখিত তুষারাবৃত পাহাড় দর্শনের প্রতীক্ষায় রইল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় নোগাই চালকটি দূরে মেঘাবৃত পাহাড়ের সারি চাবুক বাড়িয়ে দেখাল। ব্যগ্রভাবে ওলেনিন তাকাল, কিন্তু আকাশ মেঘলা, পাহাড়গুলি মেঘে প্রায় ঢাকা। ধূসর, ভেড়ার লোমের মত শাদা কিছু একটা নজরে এলো বটে, এই সব পাহাড়ের বিষয়ে এত পড়েছে ও শুনেছে, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওলেনিন তাতে সুন্দর কিছুই দেখল না।

মেঘ ও পাহাড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই মনে হল। বরফাবৃত চূড়ার বিশেষ যে সব সৌন্দর্যের কথা সে অনেক শুনেছে, এখন মনে হল সেটা শুধু কল্পনার ব্যাপার; যেমন কিনা বাখে'র সঙ্গীত কিম্বা নারীর প্রতি প্রেম, যাতে তার আস্থা ছিল না। পাহাড় দেখবার চেষ্টা সে ছেড়ে দিল। কিন্তু পরদিন ভোরে, তাজা হাওয়ায় গাড়ীতে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে সে উদাসীনভাবে তাকাল ডান দিকে। পরিষ্কার সকাল। হঠাৎ বিশ গজ দূরে, প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হয়েছিল, দেখল নিষ্কলঙ্ক বিপুল শুভ্র পুঞ্জ, নানা সূক্ষ্ম রেখায় কীর্ণ, বহুদূর আকাশের গায়ে চূড়াগুলির সুস্পষ্ট, অদ্ভুত সব নক্‌সা পরিষ্কারভাবে আঁকা। পাহাড়, আকাশ ও তার নিজের মধ্যের দূরত্ব যখন বুঝল, যখন উপলব্ধি করল পাহাড়গুলি কী বিরাট আর কী অসীম সুন্দর তখন ভয় হল যে স্বপ্ন দেখছে, যা দেখছে তা মায়া। নিজেকে জাগাবার জন্য ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু পাহাড়গুলি যেমন ছিল তেমনই রইল।

'ওটা কী? কী ওটা?' ওলেনিন চালককে জিজ্ঞেস করল।

'ওগুলো ত পাহাড়,' নোগাই চালকটি বলল নির্লিপ্তভাবে।

'অনেকক্ষণ ধরে আমিও পাহাড়গুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম,' ভান্যুশা বলল। 'চমৎকার, নয়? দেশে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

মসৃণ রাস্তায় ত্রয়কা দ্রুত গতিতে যাওয়ার জন্য মনে হচ্ছিল পাহাড়গুলো দিগন্তের গা ঘেঁষে দৌড়চ্ছে, গোলাপী চূড়াগুলো সূর্যোদয়ের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। প্রথমে দেখে ওলেনিন অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর হল খুসী। তুষারাবৃত পাহাড়ের সারি অন্য কোন কালো পাহাড়ের পিছন থেকে ওঠেনি, সোজা স্তেপ থেকে উঠে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে। সেদিকে একান্তভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে তাদের সৌন্দর্যের উপলব্ধি ক্রমশ তার হল, অবশেষে সে

তাদের অনুভব করতে লাগল। সেই মুহূর্ত থেকে যা কিছু দেখল; ভাবল কি অনুভব করল, তাতে এল নতুন একটি রূপ, পাহাড়ের মত কঠোর মহিমায় ভরা। একেবারে অদৃশ্য হল মস্কোর যত স্মৃতি, লজ্জা আর অনুশোচনা, ককেশাসের বিষয়ে তার যত তুচ্ছ স্বপ্ন। কে যেন গম্ভীর স্বরে তাকে বলল, 'এইবার আসল জীবন শুরু হল'। পথঘাট, এইমাত্র দৃশ্যপটে আসা দূরে তেরেক নদী, কসাক গ্রামগুলি ও লোকজনকে আর মজার ব্যাপার মনে হল না। আকাশের দিকে তাকাতে পাহাড়ের কথা মনে হল। ভানুশা কিম্বা নিজের দিকে তাকালেও আবার মনে পড়ে পাহাড়ের কথা। ঘোড়ায় চড়ে গেল দুজন কসাক, পিঠে ঝোলানো বন্দুকের খাপ দুটি তালে তালে দুলছে, ঘোড়া দুটির ছাই রঙের ও আলোহিত-পিঙ্গল পাগুলো কেমন গোলমেলে ভাবে মিশে যাচ্ছে—আর পাহাড়… তেরেকের পিছনে একটি চেচেন গ্রাম থেকে ধোঁয়া উঠছে—আর পাহাড়… খাগড়ার মধ্যে তেরেক এঁকেবেঁকে চলেছে, জলে সূর্যের আলো পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে—আর পাহাড়… গ্রাম থেকে আসছে একটি গরুর গাড়ী, কয়েকটি মেয়ে গেল চলে, সুন্দরী মেয়ে—আর পাহাড়… স্তেপে আব্রেক্‌রা* ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে কিন্তু আমি নির্ভয়ে চলেছি। আমার সঙ্গে রয়েছে বন্দুক, শক্তি, যৌবন—আর পাহাড়…

৪

তেরেকের ধারে ধারে গ্রেবেন কসাকদের গ্রাম। নদীরেখাটি ধরে প্রায় আশি ভারস্ত ব্যাপী এই এলাকার চেহারা একই রকমের, লোকেদেরও। কসাক আর পাহাড়িয়াদের মাঝখানের সীমারেখা হল

---

* শত্রুভাবাপন্ন চেচেনরা। এরা তেরেকের রুশ পারে আসত লুঠতরাজের জন্য।

তেরেক, চওড়া আর মসৃণ হলেও ঘোলাটে আর খরস্রোতা, ডাইনের নিচু খাগড়া ভরা তীরে সর্বদাই ধূসর বালির পলি রেখে যায় আর বাঁয়ের খাড়া কিন্তু অনুচ্চ তীরকে খেয়ে খেয়ে যায়। ওদিকটায় আছে বহুপ্রাচীন অনেক ওক্ গাছ, পচা প্লেন-গাছ আর নতুন ঝোপঝাড়। ডাইনের তীরের গ্রামগুলিতে থাকে সেইসব চেচেন্‌রা যারা প্রশমিত হলেও এখনো কিছুটা বিক্ষুব্ধ। ওপারে, নদী থেকে আধ-ভারস্ত দূরে, আর সাত আট ভারস্ত অন্তর অন্তর কসাকদের সব গ্রাম। অনেক আগে বেশীর ভাগ কসাক গ্রাম ঠিক নদীতীরেই ছিল, কিন্তু পাহাড় থেকে তেরেক বছরের পর বছর উত্তর দিকে সরে আসাতে তীরটি ক্ষয়ে গিয়েছে, এখন শুধু পড়ে আছে পুরোনো গ্রামগুলির ভগ্নাংশ আর বাগান, ন্যাসপাতি, কুল আর পপ্‌লার। গাছগুলি ভরে গিয়েছে ব্ল্যাকবেরি ও বুনো আঙুরের ঝোপে। কেউ সেখানে থাকে না, শুধু দেখা যায় হরিণ, নেক্‌ড়ে, খরগোস আর ফেজাণ্ট পাখির পায়ের চিহ্ন, জায়গাটি তাদের প্রিয়। বন্দুকের গুলি যেমন সটান যায় তেমনি সোজা একটি রাস্তা জঙ্গল ভেদ করে চলে গিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পথে পথে কসাকের বেষ্টনী এবং বেষ্টনীগুলির মধ্যে পাহারাদারের বুরুজ ঘর। শুধু সাত শ' গজের উর্বর, আরণ্য জমির সঙ্কীর্ণ একটি ফালি কসাকদের। তার উত্তরে নোগাই কিম্বা মজদোক্ স্তেপের বালিয়াড়ি শুরু হয়েছে, অনেক অনেক উত্তরে গিয়ে, ঈশ্বর জানেন কোথায়, ত্রুখমেন, আস্‌ত্রাখান ও কির্‌গিজ্-কাইসাক্ স্তেপে গিয়ে মিশেছে। দক্ষিণে তেরেক নদীর পিছনে বৃহৎ চেচ্‌নিয়া আর তারপর কচ্‌কালিকভ্‌স্কি পর্বতমালা, কালো পাহাড়, আরো একটি পর্বতমালা এবং অবশেষে তুষারাবৃত পাহাড়ের সারি, সেগুলি শুধু চোখে দেখা যায়, এ পর্যন্ত সেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। এই উর্বরা, সুফলা আরণ্য জমিখণ্ডটিতে

স্মরণাতীত কাল থেকে যুদ্ধপ্রিয়, সুপুরুষ ও সমৃদ্ধ গ্রেবেন কসাকেরা থাকে, এরা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসী* সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক, অনেক দিন আগে এদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসী পূর্বপুরুষেরা রাশিয়া থেকে পালিয়ে তেরেকের ওপারে গ্রেবেনে এসে চেচেন্‌দের সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করে। গ্রেবেন হল বৃহৎ চেচ্‌নিয়া পর্বতমালার প্রথম বনাকীর্ণ অংশ। সেখানে থাকতে থাকতে চেচেনদের সঙ্গে পরিবর্তন বিবাহ চালু হল, কসাকেরা পাহাড়িয়াদের নীতি গ্রহণ করল, কিন্তু রুশ ভাষা তাদের মধ্যে অটুটভাবে থেকে গেল, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসও। একটি কিংবদন্তী এখনো তাদের মধ্যে চালু। সেটি হল এই যে, জার ইভান দ্য টেরিব্‌ল একবার তেরেকে এসে তাদের মোড়লদের ডেকে পাঠিয়ে নদীর এ ধারের জমি দান করেন, তাদের অনুরোধ করেন রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাব বজায় রাখতে। তিনি কথা দেন যে, জোর করে তাদের উপরে নিজের শাসন চাপাবেন না, কিম্বা তাদের ধর্মবিশ্বাস বদলাতে বাধ্য করবেন না। এখন পর্যন্ত কসাকেরা দাবী করে যে চেচেন্‌দের সঙ্গে তাদের পারিবারিক সম্বন্ধ আছে এবং স্বাধীনতা, অবসরযাপন, লুঠতরাজ ও যুদ্ধের প্রতি প্রীতি তাদের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। রুশ প্রভাবের খারাপ দিকটিই শুধু নজরে পড়ে—যেমন নির্বাচনের সময় হস্তক্ষেপ, গির্জার ঘণ্টা বাজেয়াপ্ত করা, এবং যে সব সৈন্যদের সেখানে রাখা হয়েছে কিম্বা যারা চলে গেছে তাদের ব্যবহার। কোন কসাক, তার ভাইকে হয়ত হত্যা করেছে এমন দ্‌জিগিত** পাহাড়িয়াকে ততটা ঘৃণা করে না, যতটা করে গ্রাম রক্ষার জন্য তার ঘরে আস্তানা করা সৈনিককে,

---

* রুশো-গ্রীক চার্চ থেকে যে সব সম্প্রদায় সপ্তদশ শতাব্দীতে বেরিয়ে আসে 'প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসী' তাদের সাধারণ নাম।

** সুদক্ষ পাহাড়িয়া ঘোড়সওয়ার।

যে সৈনিক তামাকের ধোঁয়ায় তার কুটির আবিল করে। তার শত্রু পাহাড়িয়াকে সে সমীহ করে, কিন্তু সৈনিককে দু চক্ষে দেখতে পারে না, তার কাছে সে বিদেশী এবং অত্যাচারী। বাস্তবত কসাকের দৃষ্টিতে রুশ চাষী হল বিদেশী, বর্বর ঘৃণ্য জীব, তাদের গ্রামে আগত ফেরিওয়ালা যার নমুনা, যার নমুনা হল উক্রেনীয় অধিবাসীরা, যাদের কসাকেরা ঘৃণা-ভরে ভবঘুরে বলত। তাদের কাছে ফিটফাট্‌ভাবে সজ্জিত হবার মানে চেরকেশ্যানদের মত সাজগোজ করা। উৎকৃষ্ট সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেত পাহাড়িয়াদের কাছ্ থেকে, সবচেয়ে ভালো ঘোড়াও তাদের কাছ্ থেকে হয় কিনতো, না হয় চুরি করত। যে কোন খাসা কসাক ছোকরা তাতার ভাষায় তার দক্ষতা দেখাতে ব্যগ্র, সুরাপানের সময় এমন কি কসাকদের সঙ্গেও সে তাতার ভাষায় কথা বলবে। পৃথিবীর একটি ছোট জায়গায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র এই ক্রিশ্চান সম্প্রদায়টি আধা-বর্বর মুসলমান উপজাতি ও সৈন্যতে ঘেরা। কিন্তু এসব কিছু সত্বেও কসাকেরা নিজেদের খুব অগ্রসর মনে করত, কসাক ছাড়া আর যে মানুষ আছে মানত না, আর সবকিছুই দেখত অবজ্ঞার চোখে। কসাকেরা বেশীর ভাগ সময় কাটায় হয় বেষ্টনীতে নয় অভিযানে, না হয় শিকারে আর মাছ ধরায়। বাড়ীতে তারা কাজ করে কদাচিৎ। গ্রামে থাকাটা হল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, থাকলেও সময়টা কাটে ফুর্তিতে। মদ তারা নিজেরাই বানায়, এবং মাতাল হওয়াটা শুধু একটা সাধারণ ঝোঁকের ব্যাপার নয়, অনুষ্ঠানও বটে, যে অনুষ্ঠান না মানা কসাকদের কাছে স্বধর্মত্যাগের মত। স্ত্রীলোকদের কসাকেরা দেখে নিজেদের সুখসুবিধার উপায় হিসেবে, শুধু কুমারীদের আমোদ-আহ্লাদ করতে দেয়। বিবাহিতা যারা তারা যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত স্বামীদের জন্য খাটে, স্বামীরা তাদের কাছে দাবী করে শ্রম আর বশ্যতা স্বীকার, দাবীটা প্রাচ্যসুলভ। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে স্ত্রীলোকেরা দেহে ও মনে

বলিষ্ঠ, এবং যদিও তারা, প্রাচ্যের সব জায়গায় যেমন, দেখতে পুরুষের অধীন হলেও পারিবারিক জীবনে তাদের প্রভাব ও গুরুত্ব পাশ্চাত্যের যে কোন-মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী। সামাজিক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় এবং পুরুষালী কাজে অভ্যস্ত বলে সংসারে তাদের ক্ষমতা আর গুরুত্ব আরো বাড়ে। কোন আগন্তুকের সামনে বিনা কারণে কিম্বা সস্নেহে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাটা কসাকেরা অসমীচীন ভাবে, কিন্তু যখন স্বামী-স্ত্রী একলা তখন কসাক আপনা থেকেই স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন। স্ত্রীর যত্ন আর পরিশ্রমের জন্যই সে পেয়েছে তার বসতবাটি, জমিজমা, সমস্ত সম্পত্তি, তার জন্যই ত এগুলো অটুট রয়েছে। খেটে খাওয়া অপমানজনক, ওটা শুধু নোগাই শ্রমিক কিম্বা স্ত্রীলোকদেরই মানায়, কসাকের স্থির বিশ্বাস এটা, কিন্তু যা কিছু সে ব্যবহার করে, নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তা হল স্ত্রীলোকের পরিশ্রমের ফল এবং যাকে সে নিজের দাসী ভাবে সেই স্ত্রীলোকটি (মা কিম্বা স্ত্রী) সব সম্পত্তি থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে, এ বিষয়ে সে অস্পষ্টভাবে সচেতন। তাছাড়া ক্রমাগত পুরুষালী ভারি কাজ এবং দায়িত্ব গ্রহণের ফলে গ্রেবেন মেয়েদের চরিত্রে এসেছে বিশেষ একটি স্বাধীন পৌরুষের ভাব, আশ্চর্যভাবে বেড়েছে তাদের শারীরিক শক্তি, সহজ বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও স্থিরতা। অধিকাংশ মেয়েরাই পুরুষের চেয়ে বেশী পরিণত ও সুন্দর, বুদ্ধি ও শক্তিও তাদের বেশী। তাদের মুখ বিশুদ্ধ চেরকেশ্যান ছাঁচের কিন্তু শরীরের গড়ন হল উত্তরের মেয়েদের মত চওড়া শক্ত-সমর্থ। এই মিশলই তাদের সৌন্দর্যের বিশেষত্ব। কসাক মেয়েরা চেরকেশ্যান পোষাক পরে: স্মক, বেস্‌মেত*, চটি, কিন্তু মাথায় রুমাল বাঁধে রুশ কায়দায়। পোষাক-পরিচ্ছদে ও ঘর সাজানোয় পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠু পারিপাট্য হল তাদের আবশ্যিক অভ্যাস। পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় স্ত্রীলোকদের,

---

* হাতাওয়ালা ছোট কুর্তা।

বিশেষ করে কুমারীদের, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। গ্রেবেন-কসাক এলাকার মর্মস্থান হল নভম্লিন্স্কায়া গ্রাম, সবাই সেটা মানে। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানেই সবচেয়ে খাঁটিভাবে রয়ে গিয়েছে পুরোনো গ্রেবেনদের রীতিনীতি। এখানকার মেয়েদের সৌন্দর্য স্মরণাতীত কাল থেকে সারা ককেশাসে প্রসিদ্ধ। আঙুরের ক্ষেত, ফলের বাগান, তরমুজ ও লাউ-কুমড়োর চাষ, শিকার, মাছ ধরা, জনার ও জোয়ারের চাষ এবং যুদ্ধের লুঠতরাজ কসাকদের জীবিকা জোগায়।

তেরেক থেকে তিন ভারস্ত দূরে নভম্লিন্স্কায়া গ্রাম, নদী ও গ্রামের মধ্যে ঘন অরণ্যানী। গ্রাম হয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে তার একদিকে নদী, অন্যদিকে আঙুরের সবুজ ক্ষেত আর ফলের বাগান, তার পিছনে দেখা যায় নোগাই স্তেপের বালিয়াড়ি। গ্রামটি মাটির প্রাকার এবং কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঢোকবার উঁচু গেট্টা খুঁটি দিয়ে টাঙ্গানো, মাথায় ছোট একটি খাগ্ড়ার চাল। গেটের পাশে কাঠের কামান-টানা গাড়ীতে উদ্ভট কামান একটি, কোন না কোন সময় কসাকেরা এটা দখল করেছিল, প্রায় এক শ' বছরের মধ্যে অবশ্য কখনো গোলা ছোড়া হয়নি। ইউনিফর্ম পরা কসাক প্রহরী তলোয়ার ও বন্দুক নিয়ে এর পাশে কখনো কখনো পাহারা দেয় কখনো বা দেয় না, কোন অফিসার গেলে হয়ত সেলাম করে হয়ত করে না। গেটের ছাতের নিচে শাদা বোর্ডে কালো অক্ষরে লেখা: বাড়ী ২৬৬; পুরুষ অধিবাসী ৮৯৭, নারী ১,০১২। কসাকদের বাড়ীগুলো মাটি থেকে দু তিন ফিট উঁচুতে খুঁটি দিয়ে তোলা। প্রত্যেকটি খাগড়া দিয়ে সযত্নে ছাওয়া, বড়ো পাশকপালি আছে। নতুন না হলেও বাড়ীগুলো পরিষ্কার, বাঁকাচোরা নয়, উঁচু ছাতওয়ালা প্রবেশদ্বারগুলি নানা আকারের। বাড়ীগুলো ঘেঁষাঘেঁষি নয়, চারদিকে যথেষ্ট জায়গা। চওড়া রাস্তা আর গলির উপরে ছবির মত বসানো। অনেক বাড়ীর বড়ো পরিষ্কার কাঁচের জানলার সামনে, বেড়ার বাইরে বাড়ীর মাথা

ছাড়িয়ে উঠেছে ঘন সবুজ পপ্‌লার আর সুগন্ধি শাদা মুকুলে ভরা কোমল হালকা হরিৎ রঙের এ্যাকেশিয়া, তাদের পাশে বেহায়া হলুদ সূর্যমুখী, লতা আর দ্রাক্ষালতা। চওড়া খোলা স্কোয়ারে তিনটি দোকান। তারা বেচে কাপড়চোপড়, সূর্যমুখী ও লাউ-এর বীজ, মটর ও বিস্কুট। পুরোনো পপ্‌লারের দীর্ঘ সারির পিছনে উঁচু বেড়ায় ঘেরা রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের বাসভবন, সবচেয়ে উঁচু আর বড়ো বাড়ী এটা, জানলাগুলো কব্জা দিয়ে লাগানো। রবিবার ছাড়া অন্য দিনে রাস্তাঘাটে বেশী লোক দেখা যায় না, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। কসাকরা তখন হয় বেষ্টনীতে পাহারা দিচ্ছে নয় সামরিক অভিযানে গিয়েছে; বুড়োরা মাছ ধরে কিম্বা ফলের বাগানে বা ক্ষেতে মেয়েদের সাহায্য করে। অতিবৃদ্ধ যারা তারা, আর শিশু ও রুগ্ন লোকেরা শুধু ঘরে থাকে।

৫

শুধু ককেশাসেই দেখা যায় এমন একটি বিরল সন্ধ্যা। পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু আলো তখনো আছে। আকাশের এক তৃতীয়াংশে সন্ধ্যার উজ্জ্বল আভা, সেই আলোর পটভূমিতে পাহাড়গুলির ঘোলাটে শাদা বিরাট পুঞ্জ খুব স্পষ্ট। হাওয়া অনিবিড়, গতিহীন এবং মুখর। পাহাড়গুলির ছায়া কয়েক ভারস্ত ধরে স্তেপের উপরে পড়েছে। স্তেপ্‌, নদীর ওপার ও রাস্তাঘাট জনশূন্য। কদাচিৎ ঘোড়ায় চড়ে কেউ কেউ এলে বেষ্টনীর কসাকেরা এবং গ্রামের চেচেন্‌রা বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে তাদের নজরে রাখছে, আঁচ করার চেষ্টা করছে সন্দেহজনক লোকগুলি কারা। রাত্রে পরস্পরের ভয়ে মানুষ বাড়ীতে একে একে ফিরে আসে, শুধু পশুপক্ষীরা মানুষকে ডর না করে জনহীন জায়গায় ঘোরে শিকারের আশায়। দ্রাক্ষালতা বাঁধছিল যে সব মেয়েরা, সূর্যাস্তের আগে তাড়াতাড়ি বাগান থেকে তারা চলে

এল খোশগল্প করতে করতে। আশেপাশের মত বাগানগুলোও তখন জনশূন্য; কিন্তু সন্ধ্যায় সেই সময় গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। চারদিক থেকে লোকেরা গ্রামে ফিরছে, হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে কিম্বা ক্যাঁচকেঁচে গরুর গাড়ী চালিয়ে। স্কার্ট গুটিয়ে, গাছের ডাল হাতে মেয়েরা হাসি-গল্প করতে করতে ছোটে গ্রামের গেটে, তাদের গরুবাছুর ফিরছে ধূলোর আর স্তেপ থেকে সঙ্গে আনা মশার মেঘে। হৃষ্টপুষ্ট গরুমোষগুলো রাস্তা পেরিয়ে এদিকে ওদিক যায়, রঙীন বেস্‌মেত পরা কসাক মেয়েরা তাদের মাঝে ঘুরছে। হাম্বারবের সঙ্গে মেশে তাদের তীক্ষ্ণ কথাবার্তা, খুসীর হাসি আর চীৎকার। ঘোড়ায় চড়ে সশস্ত্র কোন কসাক বেষ্টনী থেকে ফিরল, ঝুঁকে টোকা দিল বাড়ীর জানলায়। টোকার উত্তরে জানলায় দেখা গেল কোন নবীনার সুন্দর মাথা, শোনা গেল সোহাগের হাসি-কথাবার্তা। গালের হাড় চওড়া, জীর্ণ পোষাক-পরা একটি নোগাই শ্রমিক স্তেপ থেকে খাগড়ার বোঝা নিয়ে ফিরল, কসাক ক্যাপ্টেনের চওড়া ও পরিষ্কার অঙ্গনে ঢোকাল তার ক্যাঁচকেঁচে গরুর গাড়ী, জোয়ালমুক্ত বলদরা মাথা দোলাতে লাগল, ওদিকে প্রভুভৃত্যের মধ্যে তাতার ভাষায় চেঁচামেচি চলতে লাগল। একটি ডোবা প্রায় রাস্তা ছাপিয়ে আসে প্রতিবছর, বেড়া ধরে লোকে কোনরকমে সেটা বাঁচিয়ে আসে; জ্বালানী কাঠের বোঝা পিঠে, খালিপায়ে একটি কসাক মেয়ে ডোবাটা ছাড়িয়ে অতি কষ্টে আসছে, স্কার্টটা অনেকখানি তুলে, শাদা পা দেখা যাচ্ছে। শিকার ফিরতি একটি কসাক পরিহাস করে চেঁচাল—'আর একটু তোল্‌ না, ছুঁড়ী।' আর তার দিকে বন্দুকের নিশানা করল। মেয়েটি তার স্কার্ট নামিয়ে দিল, পিঠ থেকে জ্বালানী কাঠ গেল পড়ে। মাছ ধরে ফিরছে বৃদ্ধ এক কসাক, পাতলুন মুড়ে, পাকা চুল ভরা বুক খোলা, কাঁধে ঝোলানো জালে রূপালী মাছ তখনো ছট্‌ফট্‌ করছে; সোজা পথ ধরবার জন্য কোট চেপে প্রতিবেশীর ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে এল। ওখানে একটি মেয়ে গাছের

শুকনো ডাল টেনে নিয়ে যাচ্ছে. কোণ থেকে আসছে কুঠারের শব্দ। কসাক শিশুরা রাস্তায় মসৃণ জায়গা বেছে লাট্টু ঘোরাচ্ছে আর চীৎকার করছে; মেয়েরা বেড়া ডিঙোচ্ছে, ঘুরে যাতে যেতে না হয়। চিম্‌নী থেকে উঠছে ঘুঁটের গন্ধ। বাড়ী বাড়ী ব্যস্ততার বাড়ন্ত শব্দ, রাত্রির স্তব্ধতার পূর্বসূচনা এটি।

প্রবীণা উলিত্‌কা অন্যান্য মেয়েদের মত আঙিনার গেটে গেলো, তার মেয়ে. মারিয়ান্‌কা রাস্তায় গরুমোষ তাড়িয়ে ফিরছে, তাদের অপেক্ষায় রইলো। উলিত্‌কার স্বামী কসাক অশ্বারোহী বাহিনীর একজন করনেট, তাছাড়া স্কুলেও পড়ান। কঞ্চির বেড়ার গেট খুলতে না খুলতেই মশায় আচ্ছন্ন বিরাট একটি মোষ গাঁ গাঁ করে ছুটে এসে কোনক্রমে ঢুকে পড়ল। তার পিছনে মন্থরভাবে এল হৃষ্টপুষ্ট কয়েকটি গাই, বড়ো বড়ো চোখে চেনবার ভঙ্গীতে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লেজ দিয়ে নিজেদের গায়ে শপাং শপাং করে মারছে। সুঠাম সুন্দর মারিয়ান্‌কা আঙিনায় গরুমোষ ঢুকিয়েই হাতের ডাল ছুঁড়ে ফেলে দড়াম করে গেট বন্ধ করল, তারপর গরুবাছুরমোষ আলাদা করে গোয়ালে ঢোকাতে লঘুপায়ে দ্রুত দৌড়ল। তার মা চেঁচিয়ে বলল: 'এই শয়তানের বেটি, চটি দুটো খুলে ফেল, না হলে ওগুলো ত একেবারে ফুটো হয়ে যাবে।' শয়তানের বেটি বলাতে মারিয়ান্‌কা মোটেই চট্‌ল না, ধরে নিল ওটা সোহাগের ডাক, ফুর্তির সঙ্গে নিজের কাজ করে চলল। মাথায় বাঁধা রুমালে তার মুখ ঢাকা, পরনে গোলাপী স্মক আর সবুজ বেস্‌মেত। উঠোনের গোয়ালে মোটাসোটা গরুগুলোকে ধাওয়া করে সে অদৃশ্য হল, গোয়াল থেকে শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর, মোষটাকে নরম গলায় বোঝাচ্ছে: 'চুপ করে দাঁড়া না কেন? কেমনতর জন্তু তুই। কথা শোন্, ধাড়ী খুকী।' কিছুক্ষণ পরে মা মেয়ে দুজনেই গোয়াল থেকে গেল বাইরের বাড়ীতে, হাতে দুধ ভরা দুটি বড়ো ভাঁড়, দিনের

আদায়। বাইরের বাড়ীতে মাটির চিম্‌নী থেকে উঠছে ঘুঁটের পাতলা ধোঁয়া, দুধ ঘন করে ছানা তৈরী করা হচ্ছে। মারিয়ান্‌কা উনুনে কাঠ দিচ্ছে, ওর মা গেটে গেল। গ্রামে নেমেছে অস্পষ্ট অন্ধকার। হাওয়ায় গরুবাছুর, ঘুঁটে ও শাকসব্জির গন্ধ। জ্বলন্ত ন্যাকড়া হাতে মেয়েরা রাস্তায় তাড়াতাড়ি হাঁটছে। উঠোনে দুধ দেবার পর গরুমোষের মন্থর রোমন্থন আর নাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, আঙিনায় আর রাস্তায় মেয়েরা আর বাচ্ছারা পরস্পরকে ডাকছে। রবিবার ছাড়া অন্য দিনে মদ্যপের কণ্ঠস্বর কদাচিৎ শোনা যায়।

উল্টো দিকের বাড়ী থেকে একটি লম্বা, পুরুষালী, বয়স্কা কসাকজায়া উলিত্‌কার কাছে এসে আগুন চাইল; তার হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া।

'কী, তোমার কাজ সব শেষ?'

'মেয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে। আগুন চাই?' প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পারছে বলে ভারি গর্বের সুরে প্রবীণা উলিত্‌কা জিজ্ঞেস করল।

দুজনেই বাড়ীতে ঢুকল, ছোট জিনিষ নাড়াচাড়ায় অনভ্যস্ত কর্কশ হাত মহার্ঘ দেশলাই-এর বাক্স খোলার সময় কাঁপছে, দেশলাই কেশোসে বিরল। পুরুষালী চেহারার আগন্তুকা বসল দোরগোড়ায়, গল্পগুজব করার ইচ্ছে তার, স্পষ্টই বোঝা গেল।

জিজ্ঞেস করল: 'তোমার মরদ কোথায়, স্কুলে?'

'হ্যাঁ, উনি ত সব সময়েই বাচ্ছাদের পড়ান। কিন্তু উৎসবের সময় বাড়ী ফিরবেন লিখেছেন,' উলিত্‌কা বলল।

'বুদ্ধিমন্ত লোক, ভালো কথা সেটা।'

'ভালোই তো।'

'আমার লুকাশ্‌কা এখন বেষ্টনীতে, ওরা তাকে ছাড়ছে না,' আগন্তুকা বলল, যদিও কথাটা উলিত্‌কা অনেক দিন জানে। লুকাশ্‌কার বিষয়ে গল্প করতে সে চায়, কিছু দিন আগে তার

জন্য পোষাক-আষাক যোগাড় করে তাকে কসাক সৈন্যদলে পাঠিয়েছে, উলিত্‌কার মেয়ের সঙ্গে লুকাশ্‌কার বিয়ে দেবার ইচ্ছা তার।

'তাহলে ও এখন বেষ্টনীতে?'

'হ্যাঁ। গেল উৎসবের পর আর বাড়ী আসেনি। এই সেদিন ফোমুশ্‌কিনের হাতে তার জন্য কিছু সার্ট পাঠিয়েছি। বলছে বেশ আছে, উপরওয়ালারা তার কাজে খুসী। ফোমুশ্‌কিন বলল ওরা আবার আব্রেক্‌দের খোঁজ করছে। ও বলল লুকাশ্‌কা বেশ খুসী।'

'ভগবানকে ধন্যবাদ তার জন্য,' উলিত্‌কা বলল। 'উর্‌ভান তার উপযুক্ত নাম।'

একবার একটি ডুবন্ত ছেলেকে জল থেকে টেনে বাঁচিয়েছিল বলে লুকাশ্‌কাকে লোকে 'উর্‌ভান' বলে ডাকত। তার মাকে খুসী করার জন্য উলিত্‌কা নামটির উল্লেখ করল।

'লুকাশ্‌কা খুব ভালো ছেলে, ভগবানের দয়া সেটা। খুব সাহসী সে, সবাই তার প্রশংসা করে,' লুকাশ্‌কার মা বলল। 'আমার এখন একমাত্র ইচ্ছে তার বিয়ে দিই, তারপর শান্তিতে মরতে পারি।'

কর্কশ হাতে দেশলাই-এর বাক্স বন্ধ করতে করতে চতুর উলিত্‌কা বলল, 'কেন, গ্রামে ত অনেক কুমারী আছে।'

মাথা নেড়ে লুকাশ্‌কার মা বলল: 'অনেক আছে বটে। ধর যেমন তোমার মারিয়ান্‌কা, মেয়ের মত মেয়ে। সারা এলাকায় ওর জোড়া নেই।'

লুকাশ্‌কার মা কী চায় উলিত্‌কা জানত; লুকাশ্‌কা কসাক হিসেবে ভালো জেনেও সে কিন্তু কথা দেয়নি; কারণ, প্রথমত সে কসাকের করনেটের স্ত্রী ও ধনী, আর লুকাশ্‌কা পিতৃহীন, সাধারণ ঘরের ছেলে। দ্বিতীয়ত, তাড়াতাড়ি মেয়েকে ছাড়তে সে রাজী নয়। প্রধান কারণ অবশ্য সহজে মত দেওয়াটা রেওয়াজ নয়।

'মারিয়ান্‌কা বড়ো হলে পাত্রী হিসেবে খুব খারাপ হবে না,' সে বলল সংযত, বিনীতভাবে।

'তোমার কাছে ঘটক পাঠাবো, নিশ্চয়ই পাঠাবো। আঙুরের ফসলটা তুলতে দাও, তারপর আমরা তোমার কাছে করজোড়ে আসব। ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচের কাছেও করজোড়ে আসব।'

'ইলিয়াকে বলবে বটে।' উলিত্‌কা বলল গর্বিতভাবে। 'আমার সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করতে হবে। যা হোক, সবকিছুই যথা সময়ে হবে।'

তার কঠোর মুখ দেখে লুকাশ্‌কার মা বুঝল আর কিছু বলার সময় এখনো হয়নি, তাই দেশলাই দিয়ে ন্যাকড়া জ্বালিয়ে উঠে পড়ল, বলল: 'আমাদের না বোলো না কিন্তু, যা বলেছ মনে রেখো। যাই এখন, উনুন ধরাবার সময় হয়েছে।'

জ্বলন্ত ন্যাকড়াটি দোলাতে দোলাতে রাস্তা পার হবার সময় দেখা হল মারিয়ান্‌কার সঙ্গে, সে তাকে নমস্কার করল।

সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল: 'একেবারে রাণীর মত চেহারা, আর খাসা কাজ করে মেয়েটি। ওর আরো বাড়বার কী দরকার, ভালো ঘরে বিয়ে দেবার সময় ত হয়েছে; লুকাশ্‌কার সঙ্গে বিয়ের সময় হয়েছে।'

কিন্তু প্রবীণা উলিত্‌কার নিজের ভাবনাচিন্তা আছে, দোরগোড়ায় বসে গভীরভাবে কী ভাবতে লাগল সে, যতক্ষণ না মারিয়ান্‌কা তাকে ডাকল।

৬

গাঁয়ের পুরুষেরা সময় কাটায় সামরিক অভিযানে কিম্বা বেষ্টনীতে, কসাকেরা যাকে 'ঘাঁটি' বলে। সন্ধ্যার দিকে লুকাশ্‌কা-উর্‌ভান, যার সম্বন্ধে বুড়ীরা সেদিন কথা বলছিল, নিজ্‌নে-প্রতৎস্কি ঘাঁটির একটি পাহারা-বুরুজে দাঁড়িয়ে। ঘাঁটিটি একেবারে তেরেক নদীর

তীরে। বুরুজের রেলিংএ হেলান দিয়ে চোখ কুঁচকে সে কখনো দেখছিল অনেক দূরে, তেরেকের ওপারে, কখনো বা নিচে সহচর কসাকদের, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথাও বলছিল। পশমের মত মেঘের উপরে দীপ্ত বরফের পাহাড়ের কাছাকাছি সূর্য এসেছে। পাহাড়ের পাদদেশে মেঘের ঢেউ ক্রমশ গভীর কালো হয়ে আসছে। স্বচ্ছ সন্ধ্যা, হাওয়ায় তার আভাস। জঙ্গল থেকে আসছে তাজা আমেজ, যদিও ঘাঁটির চারিদিক তখনো গরম। গল্পরত কসাকদের গলার আওয়াজ আরো ধ্বনিমুখর, হাওয়ায় বেশীক্ষণ ভাসছে মনে হয়। খরস্রোতা তেরেকের বাদামী জলের ধাবমান পুঞ্জ স্থানু তীরের পটভূমিতে প্রখরতর দেখাচ্ছে। জল নেমে যাচ্ছে, তীরে, চরে এখানে ওখানে ভিজে বাদামী বালির চিক্‌চিক্‌। নদীর ওপার, ঘাঁটির ঠিক উল্টো দিকে, জনশূন্য। শুধু নিচু খাগড়ার বিরাট রেখা অনেক দূর গিয়ে পোঁছিয়েছে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। অনুচ্চ তীরের একটু পাশে দেখা যায় চেচেন্‌ গ্রামের চ্যাপটা-ছাতওয়ালা সব মাটির বাড়ী আর চোঙা আকারের চিম্‌নী। বুরুজের উপরে কসাকটি দাঁড়িয়ে, শান্তিপূর্ণ গ্রামের সন্ধ্যার ধোঁয়ার মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে চেচেন্‌ মেয়েদের ঘোরাফেরা, দূর থেকে দেখা যায় তাদের লাল, নীল জামাকাপড়।

কসাকেরা অপেক্ষায় ছিল যে কোন মুহূর্তে আব্রেক্‌রা তাতার দিক থেকে নদী পার হয়ে আক্রমণ করতে পারে, বিশেষ করে এটি মে মাস বলে, এ সময় তেরেকের ধারের বনগুলি এত ঘন যে তাদের ভেদ করে হেঁটে যাওয়া কঠিন, আর নদীও জায়গায় জায়গায় এত অগভীর যে ঘোড়সোয়ারেরা পার হতে পারে। এবং দিনদুয়েক আগে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার একটি কসাকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন খবর দিয়ে যে গুপ্তচরেরা বলেছে আটজন লোকের একটি দল নদী পার হবে ঠিক করেছে, সেজন্য বিশেষ সাবধানতার

নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। তবুও বেষ্টনীতে বিশেষ সাবধানতার কিছু বন্দোবস্ত করা হয়নি। কসাকেরা অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া খুলে রেখেছিল, যেন বাড়ীতে আছে; কেউ বা মাছ ধরে, কেউ বা শিকার করে, আর কেউ বা মদ খেয়ে সময় কাটাচ্ছে। শুধু পাহারারত কসাকের ঘোড়াটির জিন লাগানো, দু'পা এক সঙ্গে বাঁধা, বনের ধারের কাঁটা গাছগুলির কাছে সেটা ঘুরছে। একটি মাত্র প্রহরী চেরকেশ্যান কোট পরেছে, সঙ্গে বন্দুক আর তলোয়ার। দলের করপোরাল রোগা আর লম্বা, তার পিঠটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ আর হাত-পা ছোট। সে বসেছিল একটি কুঁড়ের একেবারে পাশে বেস্‌মেতের বোতাম খুলে। মুখে উপরওয়ালাসুলভ আলস্য ও বিরক্তির ভাব, চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে তার মাথা একবার এ করতলে একবার ও করতলে ঢুলে পড়ছে। নদীর ধারে শুয়ে একটি বয়স্ক কসাক অলসভাবে তেরেকের একঘেয়ে টানা খরস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে, ধূসর-কালো চাপ দাড়ি তার, কালো চামড়ার কোমরবন্ধে সার্ট বাঁধা। অন্যেরাও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ বা আধা-পোষাকে তেরেকে কাপড়চোপড় ডুবিয়ে নিচ্ছে, কেউ বা রাশ বানাচ্ছে, কিম্বা নদীতীরের গরম বালির উপরে শুয়ে গুনগুন করে গাইছে। কুটিরের কাছে শুয়ে একটি কসাক, তার শীর্ণ মুখ রোদে পুড়ে কালো, দারুণ নেশা হয়েছে তার বোঝা গেল; যে দেয়ালের পাশে সে শুয়ে, দুঘণ্টা আগে সেটা ছায়ায় থাকলেও এখন সেখানে সূর্যের উগ্র রশ্মি তের্‌ছাভাবে পড়ছে।

লুকাশ্‌কা দাঁড়িয়ে ছিল পাহারা-বুরুজে। বছর বিশের দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী যুবক, দেখতে প্রায় তার মায়ের মত। যৌবনের রুক্ষতা সত্ত্বেও তার মুখে, বস্তুত তার সমস্ত কাঠামোয় প্রবল শারীরিক ও মানসিক শক্তির ছাপ। সীমান্তে কসাকদের দলে হালে যোগ দিয়েছে বটে, কিন্তু তার মুখের ভাবে, তার চালচলনের শান্ত আত্মপ্রত্যয়ে স্পষ্ট

বোঝা যায় যে ইতিমধ্যেই সেই ঈষৎ গর্বিত, যোদ্ধাসুলভ ভঙ্গী আয়ত্ত করেছে, যে ভঙ্গীটি কসাকদের এবং যারা সাধারণত অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের বিশেষত্ব। এটাও স্পষ্ট যে সে অনুভব করে 'আমি কসাক', নিজের কদর বোঝে। বড়ো চেরকেশ্যান কোট জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, টুপিটা মাথার পিছনে বসানো চেচেন্‌দের মত, পায়ের চামড়ার পট্টি হাঁটুর নিচে নামানো। জামাকাপড় দামী নয় কিন্তু বিশেষভাবে কসাক জমকে পরা, যে জমক চেচেন্ দ্‌জিগিতদের কায়দা অনুকরণের ফলে আসে। আসল দ্‌জিগিতের পরিধানের সবকিছু ঢিলেঢোলা আর ছেঁড়া, যেমন-তেমন করে পরা, দামী শুধু তার অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু এই ছেঁড়া জামাকাপড়, বেল্টে বাঁধা অস্ত্রশস্ত্র এমন একটি কায়দায় সে বহন করে আর তার সঙ্গে মানিয়ে এমন একটি ভঙ্গী আনে, যেটা যে কেউ আয়ত্ত করতে পারে না, আর যেটা কসাক কিম্বা পাহাড়িয়ার দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। লুকাশ্‌কার সঙ্গে দ্‌জিগিতের সাদৃশ্য এইখানে। তলোয়ারের উপরে হাত রেখে, চোখ ছোট্ট করে সে দূরের গ্রামের দিকে তাকিয়ে আছে। আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে মুখের গঠন সুন্দর নয়, কিন্তু তার চমৎকার সুঠাম গড়ন, তার কালো ভুরুওয়ালা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখলেই যে কেউ বলতে বাধ্য হবে—'কী খাসা ছোকরা।'

'ছুঁড়ীদের দেখ, কত ছুঁড়ী গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে,' তীক্ষ্ণ স্বরে সে বলল, অলসভাবে তার উজ্জ্বল সাদা দাঁত দেখিয়ে। বিশেষ কাউকে সে সম্বোধন করেনি।

নাজার্‌কা নিচে শুয়েছিল, তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে বলল: 'নিশ্চয়ই জল আনতে যাচ্ছে।

হাসতে হাসতে লুকাশ্‌কা বলল: 'ভয় দেখাবার জন্য যদি বন্দুক ছুঁড়ি? ভয় পাবে না?'

'বন্দুকের আওয়াজ ওখানে পৌঁছবে না।'

'কী? আমার বন্দুকের আওয়াজ ঠিক পৌঁছবে। কিছু দিন সবুর কর, তারপর দেখ ওদের উৎসবভোজের সময় গিয়ে গিরেই খাঁর সঙ্গে দেখা করব, তার সঙ্গে জোয়ারের বিয়ার খাবো,' লেগে-থাকা মশাদের রাগতভাবে তাড়াতে তাড়াতে লুকাশ্‌কা বলল।

ঝোপে খশ্‌খশ্‌ শব্দ হওয়াতে কসাকেরা সজাগ হল। লোমহীন লেজ নাড়তে নাড়তে, মাটিতে নাক লাগিয়ে একটি দো-আঁশলা ছোপ ছোপ দাগওয়ালা শিকারী কুকুর দৌড়িয়ে এলো বেষ্টনীতে। লুকাশ্‌কা দেখল কুকুরটি তার প্রতিবেশী শিকারী এরশ্‌কা খুড়োর, তারপরেই দেখা গেল ঝোপের মধ্যে কুকুরটির অনুসরণ করে আসছে শিকারী নিজে।

এরশ্‌কা খুড়ো বিরাট দেহের কসাক, ধব্‌ধবে শাদা দাড়ি, কাঁধ আর বুক এত চওড়া যে বনে পাশাপাশি তুলনা করার কেউ না থাকায় তাকে বিশেষ লম্বা মনে হত না, তার বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত সুসামঞ্জস্যে গড়া। পরনে একটা ছেঁড়াখোঁড়া কোট, পায়ে বাঁধা পট্টির উপরে হরিণের কাঁচা চামড়ার জুতা পাকানো দড়ি দিয়ে বাঁধা, মাথায় ছেঁড়া শাদা ছোট টুপি। এক কাঁধে একটি পাত্‌লা পর্দা, ফেজাণ্ট শিকারের সময় যার আড়ালে সে লুকোয়, আর একটি ব্যাগ, তাতে বাজপাখীর টোপ একটি মুরগী আর একটি শিকারী শ্যেন। অন্য কাঁধে চামড়ার দড়িতে বাঁধা বুনো বেড়াল, সেটি শিকার করেছে। পিছনে বেল্টে ছোট্ট ব্যাগে বন্দুকের গুলি, বারুদ আর রুটি; মশা তাড়াবার জন্য ঘোড়ার লেজ; পুরোনো রক্তের দাগ লাগা ছেঁড়া খাপে বড়ো ছোরা, আর দুটো মরা ফেজাণ্ট। বেষ্টনীর দিকে তাকিয়ে এরশ্‌কা থামল।

'হি, লিয়াম,' কুকুরটাকে এমন জোরে গভীর খাদে ডাকল যে বনে-বহুদূরে তার প্রতিধ্বনি উঠল। কাঁধের উপরে তার বিরাট গাদা বন্দুক ফেলে (কসাকেরা যাকে ফ্লিন্‌টা বলে) টুপি তুলল।

'দিন কেমন কাটল ছোকরারা,' সমান জোরালো হাসি-গলায় সম্ভাষণ করল, কোনো প্রয়াস না করে, কিন্তু এত জোরে যে মনে হল নদীর ওপারের কাউকে চেঁচিয়ে কিছু বলছে।

'নমস্কার খুড়ো, নমস্কার', চারিদিক থেকে নবীন কসাকেরা প্রফুল্ল গলায় জবাব দিল।

বড়োসড়ো লাল মুখের ঘাম কোটের আস্তিনে মুছতে মুছতে এরশ্‌কা খুড়ো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখেছ আজ? সব খুলে বল'।

'প্লেন-গাছে একটা বাজপাখী আছে, খুড়ো। রাত্রি হলেই এদিক সেদিক সেটা ওড়ে,' চোখ ঠেরে, কাঁধ আর পা ঝাঁকিয়ে নাজার্‌কা বলল।

'সত্যি না কি?' অবিশ্বাসের সুরে বুড়ো বলল।

'সত্যি বলছি, খুড়ো। তুমি থেকে যাও, নজর রাখ,' হেসে বলল নাজার্‌কা।

অন্যান্য কসাকেরাও হাসতে শুরু করল।

রসিক নাজার্‌কা সত্যি সত্যি কোনো বাজপাখী দেখেনি, কিন্তু এরশ্‌কা খুড়ো এদিকে এলেই তাকে জ্বালাতন করা, ভুল খবর দেওয়া বেষ্টনীর কসাকদের অনেক দিনের অভ্যাস।

বুরুজ থেকে লুকাশ্‌কা চেঁচিয়ে নাজার্‌কাকে বলল, 'এই বোকা বাঁদর, সবসময় মিথ্যে কথা চালিয়ে যাচ্ছ।'

নাজার্‌কা তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল।

'নজর রাখা দরকার, আমি নজর রাখব,' বুড়ো বলল, তাতে সব কসাকদের মজা বেড়ে গেল। 'কোন শূয়োর কি তোমরা দেখেছ?'

'কি মজার কথা। শূয়োর দেখা!' ঝুঁকে পড়ে, দুহাতে পিঠ চুলকিয়ে করপোরাল বলল, আমোদের সুযোগ পেয়ে সে ভারী খুসী। 'আমাদের আব্রেক্ ধরতে হবে, শূয়োর নয়। তুমি কিছু

শুনেছ না কি, খুড়ো,' অকারণে চোখ কুঁচকে আর সারি বাঁধা শাদা দাঁত বের করে সে যোগ করল।

'আব্রেকদের কথা? না, শুনিনি। ভালো কথা, তোমাদের কাছে চিখির্ * কিছু আছে কি? আমাকে একপাত্তর দাও না, সুবোধ ছেলে তুমি। ভয়ানক ক্লান্ত আমি। সময় এলে তোমার জন্য তাজা মাংস আনব, ঠিক বলছি। নিশ্চয়ই আনব। একপাত্তর মদ দাও না,' আবার বলল।

যেন তার কথা শুনতে পায়নি এমনভাবে করপোরাল জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা, তুমি কি তাহলে বাজপাখীর হদিস্ করবে?'

এরশ্‌কা খুড়ো জবাব দিল: 'ভেবেছিলাম রাত্রে নজর রাখব। ঈশ্বরের দয়া হলে উৎসবের জন্য হয়ত কিছু শিকার করতে পারব। তখন ভাগ তুমি পাবে, সত্যি পাবে।'

'খুড়ো, ও খুড়ো,' উপর থেকে লুকাশ্‌কা তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল, সবার দৃষ্টি সেদিকে গেল। কসাকেরা তার দিকে তাকাল। 'নদীর ওপর দিকটায় চলে যাও, সেখানে শূয়োরের খাসা দল পাবে। না, আমি বানিয়ে বলছি না। এই ত সেদিন আমাদের একজন সেখানে একটা শূয়োর মেরেছে, সত্যি বলছি,' বন্দুকটা পিঠে ঠিক করে বসাতে বসাতে সে যোগ করল, তার গলার সুরে বোঝা গেল ইয়ার্কি সে করছে না।

'ও, আমাদের লুকাশ্‌কা-উর্‌ভান তাহলে এখানে,' উপরে চেয়ে বুড়ো বলল। 'তোমার সেই কসাকটি শূয়োরটাকে কোথায় মেরেছিল?'

'আমাকে আগে দেখতে পাওনি বুঝি? তোমার চোখে হয়ত আমি নেহাতই ক্ষুদে,' লুকাশ্‌কা বলল। তারপর মাথা নেড়ে গম্ভীর সুরে বলে চলল, 'নালার খুব কাছে। পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ কী

---

* ঘরে-করা ককেশান মদ।

যেন খশ্‌খশ্‌ করছে শুনলাম, আমার বন্দুকটা ছিল খাপে। ইলিয়া বন্দুক চালাল··· জায়গাটা তোমাকে দেখাব, বেশী দূর নয়। একটু সবুর কর। শূয়োররা কোন রাস্তায় আসে আমার জানা।' করপোরালের দিকে ফিরে দৃঢ়ভাবে, প্রায় আদেশের ভঙ্গীতে বলল: 'মোসেভ খুড়ো, পাহারা বদলাবার সময় হয়েছে।' বন্দুকটি কাঁধে ফেলে কোন আদেশের অপেক্ষা না করেই সে বুরুজ থেকে নামতে শুরু করল।

লুকাশ্‌কা নামতে শুরু করার পর 'নেমে এসো' বলে করপোরাল চারদিকে একবার তাকালো। 'এবার তোমার পালা, গুরকা? ওপরে চলে যাও। সত্যি সত্যি তোমার লুকাশ্‌কা এখন পাকা শিকারী,' বুড়োকে সম্বোধন করে করপোরাল বলল। 'ঠিক তোমার মত ওর চলাফেরা, বাড়ীতে কখনো থাকে না। এই ত সেদিন একটা শূয়োর মেরেছে।'

৭

সূর্য অস্ত গিয়েছে, রাত্রির ছায়া বনের ধার থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। বেষ্টনীর আশেপাশে কাজ সেরে কসাকেরা রাত্রির খাবারের জন্য কুটিরে জমায়েত হল। শুধু বুড়োটি রয়ে গেল প্লেন-গাছের নিচে, বাজপাখীর প্রতীক্ষায়, শিকারী শ্যেনের পায়ের দড়িটা সে একটু একটু টানছে। গাছের উপরের বাজপাখীটা কিন্তু টোপে ছোঁ মারতে নারাজ। একটার পর একটা গান গেয়ে লুকাশ্‌কা ধীরে সুস্থে সবচেয়ে ঘন কাঁটা গাছে জাল বসাচ্ছে, ফেজাণ্ট ধরবার জন্য। লম্বা গড়ন, হাতদুটো বড়ো, কিন্তু যে কোন মিহি মোটা কাজ তার হাতে খোলে ভালো।

কাছের ঝোপে নাজার্‌কার তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, লুকাশ্‌কাকে ডাকছে। 'কসাকেরা খেতে গিয়েছে।'

জ্যান্ত ফেজাণ্ট একটা বগলদাবা করে নাজার্কা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে পথে এল।

গান থামিয়ে লুকাশ্কা জিজ্ঞেস করল, 'আরে, ফেজাণ্টটা কোত্থেকে পেলে? মনে হচ্ছে আমার জালেই ধরা পড়েছিল।'

লুকাশ্কার সমবয়সী নাজার্কা, সেও মাত্র গত বসন্ত থেকে সীমান্তে আছে।

কুশ্রী রোগাসোগা ছেলে, গলার আওয়াজ এত তীক্ষ্ণ যে কানে লাগে। দুজনে প্রতিবেশী এবং বন্ধু। ঘাসের উপরে তাতারের মত আসনপিঁড়ি হয়ে বসে লুকাশ্কা জাল ঠিক করছিল।

'ঠিক জানি না কার জালে ধরা পড়েছে, খুব সম্ভব তোমার।'

'প্লেন-গাছের কাছে গর্তের ওদিকে ছিল নাকি? তাহলে আমার, কাল রাত্রে ওখানে জাল পেতেছিলাম।'

লুকাশ্কা উঠে ফেজাণ্টটাকে ভালো করে দেখল। পাখীটার কালো, চকচকে মাথায় টোকা দিতে সেটা ভয়ে চোখ ওপরে তুলে গলা বাড়িয়ে দিল। লুকাশ্কা তারপর পাখীটাকে হাতে নিল।

'খাসা পোলাও হবে আজ রাত্রে। পাখীটাকে মেরে পালক ছাড়িয়ে আনো।'

'এটাকে আমরাই খাবো না করপোরালকে দেবো?'

'ওর যথেষ্ট আছে।'

'পাখী মারতে আমার ভয় করে,' নাজার্কা বলল।

'তাহলে আমাকে দাও।'

ছোরার নিচে থেকে ছোট ছুরি বের করে লুকাশ্কা হঠাৎ চালাল। পাখীটা ঝটপট করে উঠল, কিন্তু পাখা ছড়াবার আগেই রক্তমাখা মাথাটা নুয়ে পড়ে থর্থর্ করতে লাগল।

'চালাতে হয় এইভাবে,' পাখীটাকে ফেলে দিয়ে লুকাশ্কা বলল। 'বেশ জমাট পোলাও হবে এটাতে।'

পাখীটার দিকে তাকিয়ে নাজার্‌কা শিউরে উঠল।

'শোনো লুকাশ্‌কা, করপোরাল বেটা আজ রাত্রে আমাদের আবার ওৎ পাততে বলবে,' পাখীটা তুলতে তুলতে নাজার্‌কা বলল। 'ফোমুশ্‌কিনকে চিখির আনতে পাঠিয়েছে, আজ ওর পালা ছিল। রাতের পর রাত আমাদের পাহারা দিতে হয়, বেটা রোজ আমাদের ঘাড়ে কাজ চাপায়।'

শিস দিতে দিতে বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে লুকাশ্‌কা চলল।

'দড়িটা সঙ্গে নাও,' নাজার্‌কাকে বলল চেঁচিয়ে।

নাজার্‌কা দড়িটা নিল।

'আজ ওকে কিছু কথা শোনাবো, সত্যিই শোনাবো', নাজার্‌কা আবার বলল। 'ওকে বলবো আমরা যাবো না, আমরা বড্ড ক্লান্ত, ব্যস্‌! সত্যি, তুমি ওকে বলো না এটা, তোমার কথা শুনবে। বিচ্ছিরি লাগছে।'

'যেতে দাও, এ নিয়ে হৈচৈ করে কী হবে।' লুকাশ্‌কা বলল, অন্য কথা ভাবছে বোঝা গেল। 'বাজে কথা ছেড়ে দাও। যদি রাত্রে আমাদের গ্রাম থেকে বের করে দিত তাহলে বিরক্তির কারণ থাকতো। সেখানে ত কিছু মজা করা যায়, কিন্তু এখানে করবার কী আছে? বেষ্টনীতে থাকা আর ওৎ পেতে বসে থাকা দুটোই সমান। কী রকম লোক তুমি।...'

'তুমি কি গ্রামে যাবে?'

'উৎসবের সময় যাবো।'

নাজার্‌কা হঠাৎ বলল, 'গুর্‌কা বলছে যে তোমার দুনাইকা ফোমুশ্‌কিনের সঙ্গে চালিয়েছে।'

'দুনাইকা গোল্লায় যাক,' সারি বাঁধা শাদা দাঁত দেখিয়ে বলল লুকাশ্‌কা, হাসল না কিন্তু। 'যেন আমার আর অন্য মেয়ে জুটবে না।'

'গুর্কা ওর বাড়ী গিয়েছিল বলল। ওর স্বামী বাড়ী ছিল না, ফোমুশ্‌কিন সেখানে বসে পিঠে খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বসে গুর্কা চলে আসে, জানলার পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনল দুনাইকা বলছে, "বেটা চলে গিয়েছে··· পিঠে খাচ্ছ না কেন ওগো? রাত্রে বাড়ী যাবার দরকার নেই।" জানলা দিয়ে গুরকা বলে, "তোফা কথা বটে।"'

'তুমি বানিয়ে বলছ।'

'সত্যি বলছি, ভগবানের দিব্যি।'

'অন্য লোক পেয়ে থাকলে গোল্লায় যাক,' কিছুক্ষণ থেমে বলল লুকাশ্‌কা। 'মেয়ের অভাব নেই, তা ছাড়া ওকে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে।'

'কী শয়তান তুমি!' নাজার্‌কা বলল। 'মারিয়ান্‌কার সঙ্গে চালাও না কেন? সে কেন কারো সঙ্গে ঘোরে না?'

লুকাশ্‌কা ভ্রূভঙ্গী করে বলল: 'মারিয়ান্‌কা, বটে। সব মেয়েই সমান।'

'আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখ না কেন···'

'কী ভাবো তুমি? গ্রামে মেয়ের অভাব নেই।'

লুকাশ্‌কা আবার শিস দিতে দিতে বেষ্টনীর দিকে চলতে শুরু করল, গাছের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে। হঠাৎ একটা মসৃণ চারাগাছ নজরে পড়াতে ছোরার নিচে থেকে ছুরি বের করে সেটাকে কাটল। বলল, 'বন্দুক সাফ করার চমৎকার শিক হবে এটা'। চারাগাছটি হাওয়ায় দোলাতে সাঁই সাঁই শব্দ হল।

কুটিরের কাদার লেপ দেওয়া বাইরের কামরায় মাটির মেঝেতে নিচু একটি তাতার টেবিল ঘিরে কসাকেরা বসে ছিল। কথা উঠল রাত্রের পাহারায় যাবার কার পালা। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে করপোরালকে একটি কসাক হেঁকে জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে কে যাবে!'

'কে যাবে?' করপোরাল প্রতিধ্বনির মত জবাব দিল। 'বুর্লাক্

খুড়ো একবার গিয়েছে, ফোমুশ্‌কিনও,' বলল বটে, তবে খুব দৃঢ়ভাবে নয়। লুকাশ্‌কাকে সম্বোধন করে বলল, 'তুমি আর নাজার্‌কা বরঞ্চ যাও। আর এর্‌গুশভও যাবে। ঘুমিয়ে নিশ্চয়ই ওর নেশা কেটে গিয়েছে।'

নিচু গলায় নাজার্‌কা বলল: 'ঘুমিয়ে তোমার নেশা ত কাটে না, ওরই বা কেন কাটবে?'

কসাকেরা হেসে উঠল।

কুটিরের কাছে নেশায় চুর হয়ে যে কসাকটি ঘুমোচ্ছিল তার নাম এর্‌গুশভ। চোখ মুছতে মুছতে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে সে ঢুকল টলতে টলতে।

ইতিমধ্যে লুকাশ্‌কা উঠে পড়ে বন্দুক ঠিক করছিল।

'এবার তোমরা তাড়াতাড়ি কেটে পড়, খানা শেষ করে কেটে পড়,' করপোরাল বলল এবং সম্মতিসূচক কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই দরজা বন্ধ করে দিল। কসাকেরা যে তার কথা মানবে সেটা সে আশা করেনি। 'অবশ্য আমাকে হুকুম না দিলে কাউকেই পাঠাতাম না, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে অফিসার কেউ এসে পড়তে পারে। শোনা যাচ্ছে যে এমনিতেই আটজন আব্রেক্‌ নদী পার হয়েছে।'

এর্‌গুশভ বলল, 'বুঝছি যেতেই হবে, নিয়ম সেটা। যা দিনকাল, অন্যথা করা যায় না। চলো যাই তাহলে।'

লুকাশ্‌কা দুহাতে মুখের সামনে ফেজাণ্টের বড়ো টুকরো একটা ধরে একবার নাজার্‌কার, আর একবার করপোরালের দিকে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কী হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাদের উপহাস করে হাসছিল। কসাকেরা পাহারায় যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আগে এরশ্‌কা খুড়ো ঘরে ঢুকল, প্লেন-গাছের নিচে রাত্রি পর্যন্ত নিষ্ফল প্রতীক্ষার পরে।

নিচু-ছাদের ঘরে জমাট আওয়াজ তুলে, অন্যদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে শোনা গেল তার গভীর খাদের গলা: 'শোনো, ছোকরারা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমরা চেচেন্‌দের জন্য তাক্‌ করে থেকো, আমি থাকবো শূয়োরের তাকে।'

৮

ক্লোক পরে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে এরশ্‌কা খুড়ো আর তিনজন কসাক বেষ্টনী ছেড়ে তেরেকের তীরে পাহারা দেবার জায়গায় রওনা হল যখন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। নাজার্‌কা যেতে চায়নি মোটেই, কিন্তু লুকাশ্‌কা তাকে ধমকাতে সবাই শীঘ্রই রওনা হল। কোন কথা না বলে কয়েক পা যাবার পর কসাকেরা নালার কাছে মোড় নিল, খাগড়ায় প্রায় ভরা পথ ধরে নদীতীরে পোঁছল। নদীর তীরে জলের ধার ঘেঁসে মোটাসোটা একটা কাল রঙের কাঠের গুঁড়ি পড়েছিল। ধারে কাছের খাগড়াগুলো অল্পদিন আগে নিচু হয়ে পড়েছে।

'এখানেই বসি, কেমন,' নাজার্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'কেন নয়? এখানে বস, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। কোথায় যেতে হবে খুড়োকে দেখিয়ে দিই।'

'সবচেয়ে ভালো জায়গা এটা, এখান থেকে আমরা সবকিছু দেখতে পাব, কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পাবে না,'—এর্‌গুশভ বলল,—'এখানেই বসি, বেশ জায়গা এটা।'

মাটিতে ক্লোক বিছিয়ে কাঠের গুঁড়ির পিছনে নাজার্‌কা আর এর্‌গুশভ বসল আর লুকাশ্‌কা চলল এরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে।

বুড়োর সামনে লঘু পায়ে যেতে যেতে লুকাশ্‌কা বলল, 'এখান থেকে বেশী দূর নয়, খুড়ো। শূয়োরগুলো কোথায় ছিল শুধু আমিই জানি, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'এই ত ঠিক, খাসা ছেলে তুমি, সত্যিকারের উর্‌ভান,' বুড়ো উত্তর দিল ফিস্‌ফিস্‌ করে।

কয়েক পা গিয়েই লুকাশ্‌কা থামল, একটি ডোবার উপরে ঝুঁকে শিস দিয়ে উঠল। 'এখানে ওরা জল খেতে আসে, দেখছ ত?' তাজা খুরের দাগ দেখিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল।

বুড়ো বলল, 'ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। ডোবার ওপারের গর্তে শূয়োর থাকবে নিশ্চয়ই। তুমি যাও, আমি নজর রাখবো।'

ক্লোক আরো উঁচু করে জড়িয়ে একলা লুকাশ্‌কা ফিরে গেল, কখনো খাগড়ার দেয়ালের বাঁ দিকে, কখনো খরস্রোতা তেরেকের দিকে দ্রুতদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে। 'মালুম হচ্ছে ওদের একজন এখানেই কোথাও গুঁড়ি মেরে আসছে কিম্বা আমাদের ওপর ওৎ পেতে আছে',—চেচেন্‌দের কথা ভাবল। হঠাৎ খসখস আওয়াজ আর জলে খুব জোরে ঝপাত করে শব্দ, চমকে উঠে লুকাশ্‌কা বন্দুক ধরল। তীরের নিচ থেকে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শূয়োর। চক্‌চকে জলের ধারে মুহূর্তের জন্য স্পষ্টভাবে তার কালো শরীর দেখা গেল, তারপর মিলিয়ে গেল খাগড়ার মধ্যে। বন্দুক বের করে লুকাশ্‌কা নিশানা করল কিন্তু গুলি ছুঁড়তে না ছুঁড়তে শূয়োরটা ঝোপঝাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে থুথু ফেলে লুকাশ্‌কা এগিয়ে চলল। পাহারা-ঘাঁটির কাছে গিয়ে আস্তে শিস দিল। পাল্টা শিস শুনে বন্ধুদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্লোকের উপরে কুঁকড়ে শুয়ে নাজার্‌কা ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। পায়ের উপর পা রেখে এর্‌গুশভ বসে, লুকাশ্‌কাকে জায়গা দেবার জন্য একটু সরল।

'পাহারায় থাকা বেশ মজার ব্যাপার। সত্যিই জায়গাটা খাসা', সে বলল। 'বুড়োকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলে না কি?'

ক্লোক বিছোতে বিছোতে লুকাশ্‌কা বলল, 'জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছি। ঠিক জলের ধারে কি বিরাট একটা শূয়োর আমাকে দেখে এক্ষুনি জেগে উঠেছিল। সেই শূয়োরটাই হবে। শব্দটা নিশ্চয়ই শুনেছিলে?'

'শুনেছিলাম বই কি। তক্ষুনি বুঝলাম যে ওটা শিকারের জন্তু। ভাবলাম, লুকাশ্‌কা নিশ্চয়ই কোন জন্তুকে জাগিয়েছে', ক্লোক দিয়ে নিজেকে জড়াতে জড়াতে এর্‌গুশভ বলল। 'এবার শুয়ে পড়ি। মোরগ ডাকলে আমাকে তুলে দিও। নিয়ম মেনে চলতে হবে তো। শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই, তারপর তুমি ঘুমিও আমি পাহারা দেবো—এই ভাবেই তো কাজ চালাতে হবে।'

'ঘুমোতে আমি চাই না', লুকাশ্‌কা বলল।

উষ্ণ, অন্ধকার রাত্রি, হাওয়া চলছে না। আকাশের একদিকে শুধু তারা জ্বলছে; অন্যদিকে, আকাশের অধিকাংশ জুড়ে একটি বিরাট কালো মেঘ পাহাড়ের শিখর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। বাতাস নেই, পাহাড়ের রঙ-এর সঙ্গে মিশ খেয়ে মেঘটি আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে, গভীর নক্ষত্র-খচিত আকাশে তীক্ষ্ণভাবে দেখা যাচ্ছে তার বাঁকানো কিনারাগুলো। সামনে শুধু তেরেক আর ওপারের দূরবর্তী স্থান লুকাশ্‌কা চিনতে পারছে। তার পিছনে এবং দুপাশে খাগড়ার দেয়াল। মাঝে মাঝে খাগড়াগুলো নড়ছে, সর্‌ সর্‌ শব্দ করছে, বিনা কারণে যেন। পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে তাদের ঢেউখেলানো শীর্ষকে নিচ থেকে গাছের নরম শাখার মত দেখায়। একেবারে সামনে, পা এগোলেই নদীতীর, তার তলায় খরপ্রবাহ, আর একটু এগিয়ে চক্‌চকে, বাদামী জলের ধাবমান পুঞ্জ, তীরের গায়ে আর ছোট ছোট চরের চারিদিকে যেন ছন্দের তালে পাক খেয়ে যাচ্ছে। আরো দূরে নদী, নদীতীর আর মেঘ অভেদ্য অন্ধকারে একাকার। জলের উপরে ভাসছে কালো কালো ছায়া, কসাকের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে সেগুলো স্রোতে ভাসমান গাছের গুঁড়ি। গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎ কদাচিত নদীর জলে প্রতিফলিত হচ্ছে, যেন কালো কাঁচে আঁকা, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ওপারের ঢালু তীরের রেখা। রাত্রির নানা ছন্দময় শব্দ, খাগড়ার সর্‌ সর্‌, কসাকদের নাকডাকার আওয়াজ, মশার গুন গুন,

খরস্রোতের ধ্বনি মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে দূরে কোন বন্দুকের আওয়াজে, কিম্বা জমি ধ্বসে পড়ায় জলের ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দে, বড় মাছের ঝটকায়, বনের ঘন গুল্ম ভেদ করা কোন জানোয়ারের আলোড়নে। একবার তেরেকের ধার ঘেঁষে একটা পেঁচা উড়ে গেল, প্রতি দ্বিতীয় বার একটি ডানায় অন্য ডানার ঝাপ্‌টা লাগিয়ে। কসাকদের ঠিক মাথার উপরে এসে বনের দিকে ঘুরল, উড়ে চলে গেল একটি পুরোনো প্লেন-গাছে, এবারে বারবার ডানায় ডানায় ঝাপট দিয়ে, বাদ না রেখে। ডালে ভালো করে বসার আগে অনেকক্ষণ খস্‌খস্‌ শব্দ করল। অপ্রত্যাশিত কোন আওয়াজ কানে এলেই পাহারারত কসাক সজাগ হয়ে শুনছে, চোখ কুঁচকে, বন্দুকের দিকে ধীরেসুস্থে হাত বাড়াচ্ছে।

রাত্রি প্রায় অতিবাহিত। পশ্চিমমুখো কালো মেঘটা এবার এলোমেলোভাবে বিচ্ছিন্ন হল, ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পরিষ্কার, নক্ষত্র-খচিত আকাশ; লালচে আভায় পাহাড়ের উপরে সোনালী অর্ধচন্দ্র জ্বলছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়ল। নাজার্‌কার ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিড়বিড় করে কী বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। লুকাশ্‌কার একঘেয়ে লাগছিল, উঠে পড়ে ছোরার নিচে থেকে ছুরিটা খুলে নিয়ে লাঠিটাকে বন্দুক সাফ করার শিকের মত তৈরী করতে লাগল। মাথায় গজগজ করছে ওদিকে পাহাড়ের চেচেন্‌দের কথা, কেমন করে তাদের বীর ছোকরারা কসাকদের ভয় না করে নদী পার হয়, হয়ত এখনো কেউ না কেউ অন্য কোথাও নদী পার হচ্ছে। কয়েকবার সে তার লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে নদীর ধার দেখল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। ঝাপসা চাঁদের আলোয় ওপার এখন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জলের সঙ্গে জমি আর মিশে নাই, সেদিকে আর নদীর দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে তাকাতে চেচেন্‌দের কথা সে ভুলে গেল, শুধু ভাবতে লাগল কখন বন্ধুদের জাগাবার আর গ্রামে ফেরার সময় হবে। তার 'মনের

মানুষ' (কসাকেরা প্রেয়সীদের 'মনের মানুষ' বলে ডাকে) দুনিয়ার কথা ভাবল, ভেবে বিরক্ত হল। জলের উপরে রূপালী কুয়াশা শাদা হয়ে গেল, আসন্ন প্রভাতের চিহ্ন এটা, অনতিদূরে বাচ্ছা ঈগলেরা তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে আর ডানা ঝাপটাচ্ছে। অবশেষে দূর গ্রাম থেকে এলো প্রথম মোরগের ডাক, তারপর আর একটির বিলম্বিত ডাক, অন্যান্য মোরগরা তাতে সাড়া দিল।

'ওদের জাগাবার সময় হয়েছে', লুকাশ্‌কা ভাবল; বন্দুক সাফ করার শিক তৈরী হয়ে গিয়েছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ওদের দিকে ঘুরে জোড়া পাগুলো ঠিক কাদের চিনেছে, হঠাৎ মনে হল তেরেকের ওধারে ঝপাত করে কী একটা শব্দ হল। পাহাড়ের পিছনে দিগন্তের দিকে সে আবার ফিরল, অর্ধচন্দ্রের নিচে সেখানে ভোর হচ্ছে। তাকাল ওপারের রেখার দিকে, তেরেকের দিকে, স্পষ্টভাবে ভেসে-আসা গুঁড়িগুলোর দিকে। মুহূর্তের জন্য মনে হল সে চলছে, ভাসমান গুঁড়িগুলো নিয়ে তেরেক দাঁড়িয়ে আছে। আবার একাগ্র দৃষ্টিতে দেখল। ডালওয়ালা একটা বড়ো কালো গুঁড়ি তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। নদীর ঠিক মাঝখান দিয়ে গুঁড়িটা কেমন অদ্ভুতভাবে ভাসছে, না ঘুরছে, না দুলছে। এও মনে হল যে একেবারে স্রোতের মুখে ভাসছে না, বরঞ্চ উজানে চরের দিকে আসছে। গলা বাড়িয়ে নিবিষ্টভাবে লুকাশ্‌কা দেখতে লাগল। চরের কাছে ভেসে এসে গুঁড়িটা থেমে অদ্ভুতভাবে ঘুরল। লুকাশ্‌কার মনে হল গুঁড়িটার নিচে থেকে একটি হাত বেড়িয়ে আছে।

'একাই যদি একটা আব্রেক্ মারি', লুকাশ্‌কা ভাবল। বন্দুক তুলে, দ্রুতভাবে কিন্তু তাড়াহুড়ো না করে বসাবার জায়গায় সেটা রাখল, নিঃশব্দে ঠিক জায়গায় সেটাকে ধরে ঘোড়া লাগিয়ে নিশ্বাস না ফেলে নিশানা নিতে লাগল, অন্ধকারে তার চোখ লক্ষ্যবস্তু খুঁজছে। 'ওদের জাগাবো না', সে ভাবল। কিন্তু বুক এত ধরাস ধরাস

করছিল যে সে ইতস্তত করল এবং কান পেতে শুনতে লাগল। হঠাৎ গুঁড়িটা ঝাঁপিয়ে স্রোত কেটে তার দিকে ভেসে আসতে লাগল। 'টিপ করে ঠিক মারতেই হবে', সে ভাবল। চাঁদের আবছা আলোয় ভাসমান গুঁড়িটির সামনে চকিতে দেখল একটি তাতারের মাথা। ঠিক মাথার দিকে টিপ করল, মনে হচ্ছিল খুব কাছে, বন্দুকের নলের একেবারে মুখে। টিপ করার জায়গা থেকে চোখ ওঠালো—'আব্রেক্ই বটে', আনন্দের সঙ্গে ভাবল, হঠাৎ হাঁটু গেড়ে আবার নিশানা নিল। বন্দুকের মুখে লক্ষ্যবস্তু একটু দেখা যাচ্ছে, শৈশবে শেখা কসাক রীতিতে 'পিতা ও পুত্রের নামে' বলে ঘোড়া টিপল। মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আলো, দেখা গেল খাগড়া আর জল, গুলির তীক্ষ্ণ, সহসা আওয়াজ নদী বেয়ে গেল, বহুদূরে গিয়ে কোথায় বিলম্বিত গুরুগম্ভীর ঘড়ঘড় শব্দে পরিণত হল। গুঁড়িটা এবারে ঘুরে দুলে দুলে স্রোতের সঙ্গে চলতে লাগল, আড়াআড়িভাবে নয়।

'ওটাকে ধরো বলছি', যে কাঠের গুঁড়ির পিছনে শুয়েছিল সেখান থেকে উঠে বন্দুক হাতড়াতে হাতড়াতে এর্গুশভ বলল।

দাঁতে দাঁত চেপে লুকাশ্কা ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিল, 'থামো বলছি, হতচ্ছাড়া। আব্রেকেরা এসেছে।'

নাজার্কা জিজ্ঞেস করল: 'কাকে গুলি করলে, লুকাশ্কা, কাকে?'

লুকাশ্কা উত্তর দিল না, বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে ভাসমান গুঁড়ির দিকে চেয়ে রইল। অল্প দূর গিয়ে একটি চরে সেটা থামল, তার পিছনে বড়ো একটা কিছু জলে দুলছে দৃষ্টিপথে এল।

কসাকেরা আবার জিজ্ঞেস করল: 'কী গুলি করলে? কথা বলছ না কেন?'

'বলছি তো, আব্রেক্', লুকাশ্কা বলল।

'ধাপ্পা মেরো না। বন্দুকটা কি এমনিই চলেছিল?'

লাফিয়ে উঠে আবেগরুদ্ধ গলায় অনুচ্চকণ্ঠে লুকাশ্‌কা বলল, 'কী করেছি? একটা আব্রেক্ মেরেছি।' চরের দিকে দেখিয়ে বলল, 'লোকটা সাঁতার কাটছিল। আমি তাকে মেরেছি। ওদিকে চেয়ে দেখ।'

চোখ মুছতে মুছতে এর্‌গুশভ আবার বলল, 'ওসব আষাঢ়ে গল্প ছাড়ো।'

'বলব না? চেয়ে দেখ না', তার কাঁধ ধরে লুকাশ্‌কা এত জোরে টান দিল যে এর্‌গুশভ কাতরিয়ে উঠল।

লুকাশ্‌কা যেদিকে দেখাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে একটি মানুষের দেহ দেখবামাত্র তার স্বর গেল বদলে।

'ওরে বাবা। কিন্তু আরো আব্রেক্ আসবে, বিশ্বাস করো', নিজের বন্দুক পরীক্ষা করতে করতে সে অনুচ্চ স্বরে বলল। 'ওটা ওদের কোন গুপ্তচর হবে; অন্যেরা হয় ইতিমধ্যেই এদিকে এসে গিয়েছে নয় ওপারে আছে, বেশী দূরে নয়, সত্যি বলছি!'

লুকাশ্‌কা কোমরবন্ধ খুলে চেরকেশ্যান কোট ছেড়ে ফেলছিল।

'কী করতে চাইছো, হাঁদারাম', বলল এর্‌গুশভ। 'নিজেকে ওদের দেখালেই তুমি একেবারে মিছিমিছি শেষ হয়ে যাবে, বিশ্বাস করো! ওকে যদি সত্যিই মেরে থাকো তাহলে ও পালাবে কোথায়। আমার বন্দুকের জন্য কিছু বারুদ দাও ত। কিছু আছে তোমার? নাজার, তুমি তাড়াতাড়ি বেষ্টনীতে ফিরে যাও, কিন্তু নদীর ধার দিয়ে যেও না, গেলেই মারা পড়বে, সত্যি বলছি!'

'আমি একলা গেলে তো! তুমি নিজে যাও না!' চটে উঠে নাজার্‌কা বলল।

কোট খুলে ফেলে লুকাশ্‌কা গেল নদীর ধারে।

বন্দুকে বারুদ ভরতে ভরতে এর্‌গুশভ বলল, 'ওদিকে যেও না বলছি। ও নড়াচড়া করছে না মোটেই দেখ। আমি দেখতে পাচ্ছি। সকাল হয়ে এল, ওরা বেষ্টনী থেকে না আসা পর্যন্ত সবুর করো।

নাজার্কা, তুমি বরং ফিরে যাও। ভয় পেয়েছো বুঝি! ভয় পেও না বলছি।'

'লুকা, এই লুকাশ্কা, কী করে গুলি করলে বলো তো।' বলল নাজার্কা।

জলে নামবার মতলব লুকাশ্কা ছেড়ে দিল।

বলল, 'চট্পট্ বেষ্টনীতে চলে যাও, আমি নজর রাখছি। ওদের বলো টহলদারদের পাঠিয়ে দিতে। আব্রেকেরা যদি এদিকে এসে গিয়ে থাকে তাহলে ওদের ধরতেই হবে।'

'আমিও তো তাই বলছি', উঠে এর্গুশভ বলল। 'ওরা পালিয়ে যাবে, ওদের ধরতেই হবে।'

এর্গুশভ আর নাজার্কা উঠে পড়ল, বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে রওনা হল বেষ্টনীর দিকে, নদীর ধার দিয়ে নয়, গেল কাঁটা গাছ ঠেলে সরিয়ে বনের কোন রাস্তা ধরবার জন্য।

'সাবধান এবার লুকাশ্কা! নড়াচড়া কোরো না, তোমাকে এখানে ওরা কেটে ফেলতে পারে, তোমার হুঁশিয়ার থাকা বিশেষ দরকার', যেতে যেতে এর্গুশভ বলল।

'জানি, জানি, তুমি এবার যাও', চাপা গলায় বলল লুকাশ্কা, বন্দুকটি পরীক্ষা করে আবার কাঠের গুঁড়ির পিছনে বসে পড়ল।

লুকাশ্কা একলা রয়ে গেল, চরের দিকে তাকিয়ে, কসাকেরা কখন আসবে তার অপেক্ষায়। বেষ্টনী সেখান থেকে বেশ দূরে, লুকাশ্কা অধৈর্য হয়ে পড়ছে, খালি ভাবছে যাকে মেরেছে তার সঙ্গী আব্রেক্রা পালিয়ে যাবে। যে সব আব্রেক্রা পালিয়ে যাবে তাদের উপরে চটছে, আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় শুয়োরটা পালিয়ে গেলে যেমন বিরক্ত লেগেছিল। চারিদিকে এবং নদীর ওপারে বারবার তাকাচ্ছে যদি কোনো লোক দেখা যায়। বন্দুক ঠিক জায়গায় বসিয়ে গুলি করবার জন্য সে তৈরী হয়ে রইল। নিজে মারা যেতে পারে সে কথাটা একবারও মনে হল না।

৯

আলো হয়ে আসছে। চেচেনের মৃতদেহটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, চরে জলের মধ্যে আস্তে আস্তে দুলছে। হঠাৎ লুকাশ্‌কার থেকে বেশী দূরে নয় খাগড়াগুলোয় সর্‌ সর্‌ আওয়াজ হল, শোনা গেল পায়ের শব্দ, খাগড়াগুলোর নরম মাথা নড়ছে। বন্দুকের ঘোড়া পূরো বসিয়ে লুকাশ্‌কা অনুচ্চ স্বরে বলল, 'পিতা ও পুত্রের নামে।' বন্দুকের ঘোড়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ থেমে গেল।

গভীর খাদের গলায় কে একজন শান্তভাবে বলল, 'ওহে কসাকেরা, তোমাদের খুড়োকে যেন মেরো না', খাগড়াগুলো সরিয়ে এরশ্‌কা খুড়ো এল লুকার খুব কাছে।

'আর একটু হলেই তোমাকে গুলি করতাম, শপথ করে বলছি', বলল লুকাশ্‌কা।

'তুমি কী মেরেছো?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

তার গভীর কণ্ঠস্বর বনে এবং নদীর ধারে গম্ভীর আওয়াজ তুলল, রাত্রির যে স্তব্ধতা ও রহস্য এতক্ষণ কসাকদের ঘিরে ছিল তা ছিন্নভিন্ন করে। মনে হল সব কিছু যেন হঠাৎ হালকা আর স্পষ্টতর হয়ে গিয়েছে।

'আচ্ছা খুড়ো, তুমি তাহলে কিছুই দেখনি, কিন্তু একটা জানোয়ার মেরেছি', বন্দুকের ঘোড়া খুলে, উঠতে উঠতে অস্বাভাবিক ধীরতার সঙ্গে লুকাশ্‌কা বলল।

বুড়ো একাগ্রভাবে তাকিয়েছিল মৃতদেহটির শাদা পিঠের দিকে, স্পষ্ট দেখা গেল সেটা, তেরেকের জল তার চারদিকে ছলছল করে যাচ্ছে।

'পিঠের উপরে একটা গুঁড়ি চাপিয়ে ও সাঁতার কাটছিল, কিন্তু আমি ঠিক দেখতে পেয়েছিলাম, তারপর··· দেখ, ওদিকে দেখ। ওর পরনে নীল পাতলুন, বন্দুকও আছে মনে হচ্ছে··· দেখতে পাচ্ছ?' লুকা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই পারছি', রাগতভাবে বুড়ো বলল, তার মুখে এল কঠোর ও গম্ভীর ভাব, অনুশোচনার সুরে বলল, 'একটা দ্‌জিগিত মেরেছো?'

'আমি এখানে বসেছিলাম, হঠাৎ ওপারে কালোমত কী একটা দেখলাম। ওধারে থাকতে থাকতেই ওকে দেখেছিলাম। যেন কেউ ওখানে এসে জলে পড়ে গিয়েছে। সন্দেহজনক ব্যাপার, নিজেকে বললাম। তারপরে ভেসে এলো একটি বড়ো গোছের গুঁড়ি, স্রোতের আড়াআড়ি ভাবে, স্রোতের মুখে নয়। আর তারপরে কী দেখলাম। গুঁড়ির নিচে থেকে একটা মাথা উঁকি মারছে। তাজ্জব ব্যাপার। খাগড়ার মধ্য দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, প্রথমে কিছুই নজরে পড়ল না, তখন একটু উঠে পড়লাম। শয়তানটা নিশ্চয়ই আমার শব্দ পেয়েছিল, গুঁড়ি মেরে ঢুকলো চরে, তাকালো চারদিকে। চরে গিয়ে চারদিকে তাকাতে, মনে মনে বললাম পালাতে পারবে না, বাছাধন।' (ও মা, আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে।) না নড়ে চড়ে বন্দুক ঠিক করে অপেক্ষা করে রইলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ও আবার চর ছেড়ে জলে নামলো, চাঁদের আলোয় ওর সমস্ত পিঠ নজরে এলো। "পিতা, পুত্র আর পবিত্রাত্মার নামে" গুলি চালালাম। ধোঁয়ার মধ্যে দেখলাম ছটফট করছে। কাতরাচ্ছে ও, অন্তত তাই মনে হল। ভাবলাম, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহলে ওকে সাবাড় করেছি।" বালির চরে যখন ভেসে এলো তখন ওকে স্পষ্ট দেখলাম— ওঠবার চেষ্টা করল কিন্তু পারলো না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে শুয়ে পড়ল। সবকিছু দেখলাম। দেখ, ও একেবারেই নড়ছে না, নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে। কসাকেরা বেষ্টনীতে ফিরে গিয়েছে, যাতে অন্য আব্রেক্‌রা পালিয়ে যেতে না পারে।'

'তাহলে এইভাবে তুমি ওদের পাবে?' বুড়ো বলল। 'ওরা এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে, বাছা', আবার বিষণ্ণভাবে সে মাথা

নাড়লো। ঠিক সে সময় তারা শুনতে পেলো ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ, উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে বলতে নদীতীর ধরে কসাকেরা আসছে, হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে। লুকাশ্‌কা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নৌকোটা এনেছো?' 'বাহাদুর ছেলে তুমি, লুকা। টেনে হেঁচড়ে লাশটা তীরে লাগাও।' একটি কসাক বলল চেঁচিয়ে।

নৌকোর অপেক্ষা না করে লুকাশ্‌কা জামাকাপড় ছাড়তে লাগলো, তার চোখ পড়ে রইল মৃতদেহটির দিকে।

'একটু দাঁড়াও, নাজার্‌কা নৌকো আনছে', করপোরাল চেঁচিয়ে বলল।

'বোকামী কোরো না। হয়ত ও এখনো বেঁচে আছে, শুধু ভান করে পড়ে আছে। ছোরাটা সঙ্গে নাও', আর একটি কসাক চেঁচাল।

'যেতে দাও', পাতলুন খুলতে খুলতে লুকা বলল। চটপট জামাকাপড় ছেড়ে, বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাদা হাতে ঢেউ ঠেলে ঠেলে, জল থেকে পিঠ অনেকটা তুলে স্রোতের আড়াআড়িভাবে চরের দিকে সাঁতরে গেল। তীরে দাঁড়িয়ে কসাকের দল উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। টহলে গেল তিনজন অশ্বারোহী। নদীর একটি বাঁক ঘুরে নৌকোটি দেখা গেল। চরের উপর দাঁড়িয়ে মৃতদেহটির উপরে ঝুঁকে পড়ে দুবার ঝাঁকুনী দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, 'মরে গিয়েছে ঠিক।'

চেচেন্‌টির মাথায় গুলি লেগেছিল। পরনে তার নীল পাত্‌লুন, সার্ট, চেরকেশ্যান কোট, পিঠে বাঁধা একটি বন্দুক আর ছোরা। সবার উপরে বাঁধা গাছের একটা বড়ো ডাল, যেটা দেখে প্রথমে লুকাশ্‌কার ধোঁকা লেগেছিল।

মৃতদেহটি নৌকো থেকে তুলে নদীতীরে ঘাসের উপরে যখন রাখা হচ্ছে তখনো বৃত্তাকারে জমায়েৎ কসাকদের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কী বড়ো রুই-ই না গেঁথেছো।'

‘কী রকম হল্‌দেপানা লোকটা’, বলল আর একজন।

‘আমাদের ছোকরারা আবার কোথায় খুঁজতে গেল? অন্য আব্রেক্‌রা ওপারে আছে নিশ্চয়ই। গুপ্তচর না হলে এ রকম ভাবে সাঁতার কেটে আসত না। তাহলে একলা আসবে কেন?’ আর একজন বলল।

‘সবাই-এর আগে আসতে চেয়েছে, বাহাদুর ছেলে বলতে হবে, সত্যিকারের দ্‌জিগিত!’ পরিহাসের সুরে বলল লুকাশ্‌কা। তীরের ধার ঘেঁষে ভিজে জামাকাপড় নিঙরোতে নিঙরোতে সে কাঁপছিল। ‘দাড়িতে কলপ দেওয়া, আর ছোট করে ছাঁটা দেখছি।’

‘সাঁতরাতে সুবিধে হবে বলে কোটটা ব্যাগের মত করে পিঠে ঝুলিয়েছিল’, কে একজন বলল।

‘শোনো, লুকাশ্‌কা’, করপোরাল বলল, তার হাতে মৃত আব্রেকের বন্দুক আর ছোরা। ‘ছোরাটা তুমি রাখো, কোটটাও; বন্দুকের জন্য ত তোমাকে তিনটে রূপোর রুবল দেবো — নলটা সুবিধের নয়, দেখো’, নলে ফুঁ দিতে দিতে বলল। ‘স্মারকচিহ্ন হিসেবে এটা আমি রাখতে চাই।’

লুকাশ্‌কা উত্তর দিল না। এই ধরণের উপরোধ সে মোটেই পছন্দ করে না বোঝা গেল, কিন্তু কিছু করার নেই সে জানত। ভ্রূ কুঁচকে চেচেনের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, ‘শয়তান। অন্তত একটা ভালো কোট পরলেও ত পারত, এটা ত একেবারে ছেঁড়া ন্যাকড়া।’

‘এটা পরে জ্বালানী কাঠ আনা চলবে’, একটি কসাক বলল।

‘মোসেভ, আমি বাড়ী যাবো’, বলল লুকাশ্‌কা। স্পষ্টতই সে বিরক্তির কথা ভুলে গিয়েছে, উপরওয়ালাকে উপহার দেবার বদলে কিছু পাল্টা সুবিধে পেতে সে ইচ্ছুক।

‘আচ্ছা, যেতে পারো।’

বন্দুকটি তখনো পরীক্ষা করতে করতে করপোরাল বলল, 'লাশটা বেষ্টনীতে নিয়ে চলো, ছোকরারা। রোদ থেকে বাঁচাবার জন্য ওপরে কিছু ঢাকা দিও। পাহাড় থেকে ওরা হয়ত কাউকে পাঠাবে, টাকা দিয়ে লাশটা ছাড়াবার জন্য।'

'এখনো গরম পড়েনি', কে একজন বলল।

'যদি শেয়ালে খেতে শুরু করে, তাহলে? সেটা কি ভালো হবে?' আর একটি কসাক মন্তব্য করল।

'আমরা পাহারা বসাবো। ওরা টাকা দিয়ে লাশটা ফেরত চাইলে ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় ত দেওয়া চলবে না।'

খোশমেজাজে করপোরাল বলল, 'লুকাশ্‌কা, যাই বল না কেন, তোমাকে ছোকরাদের এক বালতি মদ খাওয়াতে হবে।'

কসাকেরা সে কথায় সায় দিয়ে বলল: 'নিশ্চয়ই, ওটা ত আমাদের রেওয়াজ। দেখ, ঈশ্বর কেমন কপাল তোমাকে দিয়েছেন। জীবনের কিছুই এখনো দেখনি, অথচ একটা আব্রেক্ মারলে!'

'কোট আর ছোরাটা তোমরা কিনে ফেল, কিপ্‌টেমী কোরো না, পাতলুনটাও কিনে ফেল', বলল লুকাশ্‌কা। 'পাতলুনটা আমার পক্ষে বেজায় ছোট, বেটা হাড় জিরজিরে ছিল।'

এক রুবল দিয়ে একজন কসাক কোটটা কিনল, আর একজন দু বালতি মদ দাম দিল ছোরাটার জন্য।

'মদ খাও তোমরা, একটা বালতি আমি দেবো, গ্রাম থেকে নিজেই নিয়ে আসবো', বলল লুকাশ্‌কা।

'আর পাতলুনটা কেটে মেয়েদের জন্য রুমাল বানিও', নাজার্‌কা বলল।

কসাকেরা সবাই হেসে উঠল।

'ব্যস, অনেক হাসাহাসি হয়েছে', করপোরাল বলল। 'এবার লাশটা সরাও। পচা মালটা কি কুটিরের পাশে ফেলে রাখবে?'

আদেশের সুরে লুকাশ্‌কা কসাকদের বলল: 'ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? লাশটা টেনে নিয়ে চলো…।' সে যেন তাদের কর্তা, তার আদেশ মেনে কসাকেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাশটা ধরল, কয়েক পা টেনে নিয়ে গিয়ে পা দুটো দিল ছেড়ে, নির্জীবভাবে পা দুটো মাটিতে পড়ল। একটু সরে দাঁড়িয়ে কসাকেরা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। নাজার্‌কা এগিয়ে গিয়ে হেলে পড়া মাথাটা সোজা করে দিল, দেখা গেল সমস্ত মুখটা, আর রগে গুলির গোলপানা রক্তাক্ত ঘা'টা।

'কী রকম জায়গায় লেগেছিল দেখ, একেবারে মগজে', সে বলল। 'পচবে না, ওর মালিকেরা দেখলেই চিনতে পারবে।' কেউ জবাব দিল না, মৌনতার দেবদূত কসাকদের উপর দিয়ে যেন উড়ে গেল।

সূর্য তখন অনেকটা উঁচুতে, শিশিরে-ভেজা ঘাসে পড়েছে টুকরো টুকরো আলোর রেখা। কাছেই জেগে-ওঠা বনে তেরেকের অনুচ্চ কুলকুল শব্দ, প্রভাতের আনন্দে ফেজাণ্টরা ডাকছে পরস্পরকে। শবদেহটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে, সেটাকে ঘিরে নির্বাক নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে কসাকেরা। পরনে শুধু ভিজে নীল পাতলুন, ঢুকে-যাওয়া পেটে বেল্ট দিয়ে বাঁধা, বাদামী শরীরের গড়ন সুঠাম, সুন্দর। মাটিতে পড়ে আছে পেশল হাত দুটো; নীলচে, হালে কামানো গোল মাথা, একদিকে গুলির রক্তজমা দাগ, পিছনে হেলানো। মাথা কামানো বলে মসৃণ, পিঙ্গল কপাল আরো কালো মনে হচ্ছে। খোলা, কাঁচের মত চোখজোড়া উপর দিকে তাকিয়ে, মনি দুটো স্থির, মনে হচ্ছে সব কিছু ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গিয়েছে। লাল, ছাঁটা গোঁফের নিচে পাতলা ঠোঁট, তার কোণে যেন লেগে আছে চতুর, হালকা পরিহাসের হাসি। ছোট ছোট হাত দুটো লালচে লোমে ভরা, আঙুলগুলো বেঁকে গিয়েছে, নখে

লাল রঙ দেওয়া। লুকাশ্‌কা তখনো জামাকাপড় পরেনি। সে ভিজে গিয়েছিল; তার ঘাড় আরো লাল, চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে; চওড়া গাল কাঁপছে, সুস্থ শাদা শরীর থেকে সকালের তাজা হাওয়ায় বেরুচ্ছে প্রায় অলক্ষ্য উষ্ণ ভাপ।

মৃত লোকটির তারিফ করতে করতে সে অনুচ্চ স্বরে বলল: 'মানুষের মত মানুষ ছিল বটে।'

'হ্যাঁ, ওর হাতে পড়লে তোমাকে দয়া নিশ্চয়ই করত না', একজন কসাক বলল।

মৌনতার দেবদূত চলে গিয়েছে। কসাকেরা নড়াচড়া আর কথাবার্তা বলতে শুরু করল। ঢাকা দেবার জন্য দুজনে চলে গেলো ঝোপঝাড় কাটতে, অন্যেরা ঢিমে তালে চলল বেষ্টনীর দিকে। লুকাশ্‌কা আর নাজার্‌কা গ্রামে যাবার জন্য তৈরী হতে দৌড়ল।

আধঘণ্টা বাদে দুজনে ঘরমুখো চলেছে, ক্রমাগত কথা বলছে, তেরেক আর গ্রামের মাঝখানের ঘন বনের মধ্যে তারা প্রায় দৌড়চ্ছে।

'শোনো, ওকে বোলো না যে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি। গিয়ে একবার দেখো ওর স্বামী বাড়ী আছে কি না', তীক্ষ্ণ গলায় লুকাশ্‌কা বলছিল।

অনুগত নাজার্‌কা বলল, 'আমি ইয়াম্‌কার কাছেও যাবো। আজ খুব হৈ হুল্লোড় করা যাবে, কী বলো?'

'আজ না করলে আবার কবে করবো', লুকাশ্‌কা জবাব দিল।

গ্রামে পৌঁছিয়ে দুজনে মদ্যপান করল, ঘুমোল সন্ধ্যা পর্যন্ত।

১০

উপরোক্ত ঘটনাগুলির দুদিন পরে নভম্‌লিন্‌স্কায়া গ্রামে এল কসাক পদাতিক রেজিমেণ্টের দুটো দল। ঘোড়াগুলোর সাজ খোলা হয়েছে, স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের গাড়ীগুলো। রাঁধুনিরা একটা

গর্ত খুঁড়ে জ্বালানী কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করছে, জ্বালানী কাঠ এ উঠোন সে উঠোন থেকে জোগাড় করা, যথেষ্ট সাবধানে গৃহস্থেরা সেগুলো রাখেনি। সার্জেণ্ট-মেজররা নাম ডাকছে। সেবা বিভাগের গাড়ীর লোকেরা ঘোড়া বাঁধবার জন্য মাটিতে খুঁটি পুঁতছে, কোয়ার্টার-মাস্টাররা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন এখানেই তাদের ঘর-বাড়ী, অফিসার ও সৈন্যদের থাকবার জায়গা দেখাচ্ছে। সারি বাঁধা গোলাবারুদের সবুজ বাক্স, সৈন্যদের গাড়ী আর ঘোড়া। বড়ো বড়ো কটাহে পরিজ হচ্ছে। দলে আছে একটি ক্যাপটেন্, লেফ্টেনাণ্ট একটি আর সার্জেণ্ট-মেজর ওনিসিম্ মিখাইলোভিচ্। কসাক গ্রাম এটি, শোনা গিয়েছে যে এখানেই তাদের আস্তানা গাড়তে আদেশ হয়েছে, তাই সকলেরই মনে বেশ ঘরোয়া ভাব। কিন্তু কেন এখানে আস্তানা গাড়া হয়েছে? কসাকেরা কারা? তারা সৈন্যদের চায় কি না? ওরা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসী কি না? এ সব বিষয় তাদের কাছে একেবারে অবান্তর। কাজের পর, ক্লান্ত ধূলিধূসর সৈনিকরা হট্টগোল করে বিশৃংখলভাবে রাস্তা আর স্কোয়ারে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন এক ঝাঁক মৌমাছি চাকে বসছে। কসাকদের বিরক্তির পরোয়া না করে, ফুর্তিতে বকবক করতে করতে, বন্দুকের ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে, দুজন তিনজন করে ঘরবাড়ীতে সৈন্যেরা ঢুকছে, নিজেদের জিনিষপত্র টাঙ্গিয়ে রাখছে, ব্যাগ খুলছে, মেয়েদের সঙ্গে করছে হাসিতামাসা। পরিজ-কটাহ তাদের প্রিয় জায়গা, সেটা ঘিরে জড়ো হয়েছে সৈন্যদের একটা বড়ো দল, মুখে ছোট ছোট পাইপ, দেখছে উষ্ণ আকাশে ওঠবার সময় ধোঁয়া যেন শাদা মেঘের মত ঘন হয়ে যাচ্ছে, কখনো দেখছে শিবিরের আগুন পাতলা হাওয়ায় কাঁপছে, যেন গলানো কাঁচ; পরিহাস করছে কখনো, কসাক মেয়ে পুরুষরা রুশদের মত জীবনযাপন করে না বলে ঠাট্টা। প্রত্যেক উঠোনেই দেখা যাচ্ছে সৈনিকদের, শোনা যাচ্ছে তাদের উচ্চ হাসি; বাড়ীঘরদোর সামলাতে সামলাতে,

সৈন্যদের জল কিম্বা বাসনপত্র দিতে নারাজ হয়ে কসাক মেয়েরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা মাদের কিম্বা পরস্পরের গা ঘেঁষে সৈন্যরা কী করছে সব দেখছে ভীত কৌতূহলে, কিম্বা বেশ দূরে থেকে তাদের পিছনে ছুটছে। ওরা আগে কখনো সৈন্য দেখেনি। বয়স্ক কসাকেরা বিষণ্ণ, নির্বাক, তাদের চালা বাড়ীর বাইরের মাটির চাতালে বসে সৈন্যদের কার্যকলাপ দেখছে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে পরে কী হবে তা তারা হয় বোঝে না, নয় পরোয়া করে না।

ওলেনিন ক্যাডেট্ হিসেবে রেজিমেণ্টে যোগ দিয়েছিল তিন মাস আগে। গ্রামের সবচেয়ে ভালো বাড়ীগুলির একটায় সে জায়গা পেয়েছে। বাড়ীটা করনেট ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচের, অর্থাৎ প্রবীণা উলিত্কার।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভান্যুশা ওলেনিনকে বলল, 'ভগবান জানেন অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে, দ্মিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ্'। গায়ে চেরকেশ্যান কোট, গ্রজ্নায়াতে কেনা কাবার্দা ঘোড়ায় চেপে, পাঁচ ঘণ্টা যাত্রার পরেও বেশ খোশমেজাজে ওলেনিন ঢুকছিল তার জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীর অঙ্গনে।

'কেন, কী ব্যাপার!' ঘোড়ার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে, ঘর্মাক্ত কলেবর, এলোমেলো চুল, বিব্রত ভান্যুশার দিকে হেসে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল। ভান্যুশা মালপত্রের গাড়ী নিয়ে এসে জিনিষপত্র খুলছিল।

আগেকার মত চেহারা ওলেনিনের আর নেই। নেই পরিষ্কারভাবে কামানো গাল আর চিবুক, তার জায়গায় ছোট দাড়ি আর যুবকসুলভ গোঁফ। রাত জাগার ফলে আগে তার রঙ ছিল পাণ্ডুর, এখন তার গাল, কপাল আর কানের পিছন দিকটা রোদে পুড়ে লালচে। নতুন কালো টেল্-কোটের বদলে পরেছে শাদারঙের ময়লা একটা ভাঁজ-ভাঁজ চেরকেশ্যান কোট, কাঁধে বন্দুক। খরখরে কলারের বদলে

রেশমের বেস্‌মেতের লাল ব্যাণ্ড দিয়ে তামাটে গলা জড়ানো। চেরকেশ্যান পোষাক পরনে, কিন্তু ঠিক ভাবে পরেনি, দেখলেই বোঝা যায় যে সে রুশী, দ্‌জিগিত নয়। পোষাক আছে বটে, কিন্তু আসল জিনিস ওটা নয়। তা সত্ত্বেও তার সমস্ত চেহারায় স্বাস্থ্য, আনন্দ ও আত্ম-সন্তোষের ভাব।

'আপনার মজা লাগছে বটে', ভান্যুশা বলল, 'কিন্তু এদের সঙ্গে নিজে একবারটি কথা কয়ে দেখুন না। ওরা হামেশাই আমাদের বিপক্ষে থাকবে। একটি কথাও ওদের বলাতে পারবেন না।' রাগতভাবে ভান্যুশা একটি বালতি দোরগোড়ায় ছুঁড়ে ফেলল। 'ওদের রুশ বলে কেন যেন মনে হয় না।'

'গ্রামের মোড়লের সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত।'

'কোথায় থাকে জানি না', অসন্তুষ্ট সুরে ভান্যুশা বলল।

চারদিকে তাকিয়ে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমার মেজাজ এত বিগড়ে দিল?'

'শুধু শয়তান সেটা জানে। ফুঃ, এখানে আসল কোনো কর্তা ব্যক্তি নেই। ওরা বলল যে লোকটা কী একটা ক্রিগায়* গিয়েছে, আর বুড়ীটা ত একেবারে শয়তানী। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।' মাথায় হাত দিয়ে ভান্যুশা বলল। 'কী করে এখানে থাকবো জানি না। তাতারের চেয়েও খারাপ এরা, নিজেদের আবার ক্রীশ্চান বলে। তাতার খারাপ হলেও এদের চেয়ে মহৎ। "ক্রিগায় গিয়েছে বটে।" ক্রিগা ব্যাপারটি কী তাই আমি জানি না।' ভান্যুশা উপসংহারে বলে একদিকে ফিরে দাঁড়াল।

ঘোড়া থেকে না নেমে ওলেনিন ব্যঙ্গ করে বলল, 'আমাদের বাড়ীর চাকরবাকরের থাকবার ঘরের মতও নয়?'

---

* মাছ ধরবার জায়গা।

'ঘোড়াটা খুলতে পারি কি, হুজুর?' ভান্যুশা বলল। নতুন পরিস্থিতিতে বিব্রত হলেও যা হবার হবে এমন তার ভাব।

ঘোড়া থেকে নেমে জিন চাপড়াতে চাপড়াতে ওলেনিন বলল, 'তাহলে তাতারেরা আরো মহৎ লোক, তাই না ভান্যুশা?'

'আপনি সহজেই হাসিতামাসা করতে পারেন, আপনার বেশ মজা লাগছে', ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ভান্যুশা বলল।

'আরে রাগ কোরো না, ভান্যুশা', ওলেনিন বলল, তখনো হাসছে সে। 'একটু দাঁড়াও, বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে কথা বলি, দেখ সবকিছুর বন্দোবস্ত করে ফেলবো। জান না কী মজায় এখানে থাকবো। শুধু বিচলিত হোয়ো না।'

ভান্যুশা উত্তর দিল না। প্রভু পিছন ফিরতে অবজ্ঞাসূচক ভাবে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ওলেনিনকে সে শুধু কর্তা ভাবত, ওলেনিন তাকে শুধু চাকর ভাবেই দেখত। ওদের দুই বন্ধু বললে দুজনেই আশ্চর্য হয়ে যেত, কিন্তু আসলে তারা বন্ধুই ছিল, নিজেদের অজ্ঞাতসারে। মাত্র এগারো বছর বয়সে ভান্যুশা ওলেনিনদের বাড়ীতে ঢোকে, ওলেনিনেরও বয়স তখন এগারো। পোনেরো বছর বয়স যখন তখন ওলেনিন কিছুদিন ওকে পড়িয়েছিল, ফরাসী পড়তেও শিখিয়েছিল। সে বিষয়ে ভান্যুশার বেশ দেমাকের ভাব। মেজাজ ভালো থাকলে ফরাসী কথা দু একটা ছাড়ত, বোকার মতন হাসতে হাসতে।

সিঁড়িতে দৌড়িয়ে উঠে ওলেনিন বাড়ীর দরজা ঠেলে খুলল। মারিয়ান্‌কা ভীত চকিতভাবে সরে গেল, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখের নিম্নাংশ তাতার জামার চওড়া আস্তিনে ঢাকল। তার পরনে লালচে স্মক, যেমন জামা বাড়ীতে সব কসাক মেয়েরা পরে। দরজা আরো ফাঁক করে আধো-অন্ধকারে ওলেনিন দেখল কসাক মেয়েটির দীর্ঘ, সুঠাম দেহ। যৌবনসুলভ ক্ষিপ্র ব্যগ্র কৌতূহলে পাতলা,

ছাপা স্মকের নিচে দেখল ঋজু কিশোরী গঠন, দেখল শিশুর মত ভয়ে আর বন্য কৌতূহলে তার উপরে নিবদ্ধ সুন্দর কালো চোখ জোড়া।

'আমার মনের মানুষ তাহলে এটি', ওলেনিন ভাবল। 'কিন্তু এর মত আরো অনেক মেয়ের দেখা পাবো', সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল এবং ভিতরের দরজাটা খুলল। প্রবীণা উলিত্কা, তার গায়েও স্মক একটা, পিছন ফিরে হেঁট হয়ে মেঝে সাফ করছিল।

'নমস্কার মা, থাকবার জন্য এখানে এসেছি', সে শুরু করল।

সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই বৃদ্ধা নিজের কঠোর কিন্তু এখনও সুন্দর মুখ তার দিকে ফেরাল।

'এখানে কী করতে এসেছো? আমাদের নিয়ে হাসিতামাসা করতে বুঝি? তোমাকে মজা দেখাবো, তুমি উচ্ছন্নে যাও না কেন।' আগন্তুকের দিকে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে অপাঙ্গে তাকিয়ে চেঁচিয়ে সে বলল।

ওলেনিন প্রথমে ভেবেছিল পথ চলে ক্লান্ত নির্ভীক ককেশান্ বাহিনী (যার সদস্য সে) সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পাবে, বিশেষ করে যুদ্ধে সহচর কসাকদের কাছে। সেজন্য এই ধরনের অভ্যর্থনায় তার হতবুদ্ধি লাগল। উপস্থিতবুদ্ধি না হারিয়ে বৃদ্ধাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে থাকবার খরচ দিতে সে চায়, কিন্তু বৃদ্ধা তার কথায় মোটেই কান দিল না।

'কেন এসেছো এখানে? চাঁচা জোয়ালওয়ালা হতচ্ছাড়া কোথাকার, তোমার মত আপদকে কে চায়? একটু দাঁড়াও না, ঘরের মালিক ফিরে এসে তোমাকে উচিত জায়গা দেখিয়ে দেবেন। চাই না তোমার নোংরা টাকা। যেন আমরা টাকা কখনো দেখিনি। তামাকের জঘন্য ধোঁয়ায় সমস্ত বাড়ী বিষিয়ে দেবে, টাকা দিলে যেন সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মত হতচ্ছাড়া আগে দেখিনি যেন। তোমার বুকে

পেটে গুলি লাগুক!' তারস্বরে বৃদ্ধাটি চেঁচাতে লাগল, ওলেনিন কিছু বলবার সুযোগই পেল না।

'ভানুশা ঠিকই বলেছে মনে হচ্ছে', ভাবল ওলেনিন। 'তাতাররা এদের চেয়ে অনেক ভালো।' বাড়ী ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল, উলিত্কা পিছনে গালিগালাজ করে চলল। বেরোচ্ছে যখন তখন হঠাৎ সামনের ঘরে তার পাশ দিয়ে মারিয়ান্কা চট্ করে গেল, পরনে তখনো শুধু সেই লাল স্মক, কিন্তু এখন তার মুখ শাদা রুমালে চোখ পর্যন্ত ঢাকা। খোলা পায়ের হালকা শব্দে সিঁড়ি দিয়ে তড়তড় করে সে নামল, অলিন্দ থেকে ছুটে নেমে একটু দাঁড়িয়ে একবার হাসি ভরা চোখে ওলেনিনের দিকে দ্রুত তাকিয়ে বাড়ীর কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার দৃঢ়, যৌবনোচ্ছল হাঁটবার ভঙ্গী, শাদা রুমালের নিচে পোষ-না-মানা দীপ্ত চোখের দৃষ্টি, নমনীয় আঁটোসাঁটো গড়ন ওলেনিনকে আরো অভিভূত করল। 'এটিই আমার মনের মানুষ', সে ভাবল। থাকবার জায়গা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মারিয়ান্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল, গেল ভানুশার কাছে।

'দেখলেন ত, অন্যদের মত মেয়েটিও কেমন বুনো। একেবারে বুনো ঘুড়ীর মত।' বলল ভানুশা। মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ওর মেজাজ তখন একটু ভালো হয়েছে। জোর গলায় বিজয়োল্লাসে ফরাসীতে বলল: 'লাফাম'*। তারপর হেসে উঠল।

১১

সন্ধ্যার দিকে গৃহকর্তা মাছ ধরে ফিরল। ওলেনিন থাকবার খরচ দেবে শুনে গিন্নীকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে তুষ্ট করল, মেটাল ভানুশার দাবী-দাওয়া।

---

* নারী

সবকিছুর বন্দোবস্ত হল তাদের নতুন আস্তানার। গৃহবাসীরা গেল শীতকালীন বাসস্থানে, গ্রীষ্মকালীন ঘর ওলেনিনকে মাসে তিন রুবলে ভাড়া দেওয়া হল। কিছু খেয়ে ওলেনিন ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার দিকে ঘুম থেকে উঠে, মুখ-হাত-পা ধুয়ে ফিটফাট হয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার ধারের জানলায় বসল। গরম কমে গেছে। ধূলোভরা রাস্তায় আড়াআড়িভাবে পড়েছে বাহারে পাশকপালিওয়ালা কুটিরের ছায়া, উল্টো দিকের একটি বাড়ীর দেয়ালের গোড়ায় একটু বেঁকে সে ছায়া পৌঁছিয়েছে। ও বাড়ীটির খাড়া খাগড়ার ছাত অস্তরবির আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। হাওয়া আরো সতেজ হয়ে এলো। গ্রামেতে নেমেছে শান্তি। সৈন্যেরা গুছিয়ে বসে আর হৈ চৈ করছে না। গরুভেড়ার পাল তখনো ফিরে আসেনি, কাজ থেকে লোকও ফেরেনি।

ওলেনিনের বাসা প্রায় গ্রামের প্রান্তে। ক্বচিত কখনো তেরেকের ওপারে অনেক দূর থেকে আসছে বন্দুকের চাপা শব্দ। ওই দিক থেকেই,—চেচেন পাহাড় কিম্বা কুমিক্ সমতলভূমি—ওলেনিন এসেছে। তিন মাস মাঠে মাঠে তাঁবু ফেলে কাটাবার পর ওলেনিনের এখন বেশ আরাম লাগছে। প্রক্ষালনের পর মুখে তাজা ভাব, বলিষ্ঠ শরীর পরিষ্কার লাগছে—অভিযানের পর নূতন অনুভূতি এটা। বিশ্রামের পর সর্বাঙ্গে এসেছে একটা শান্তভাব আর নূতন শক্তি। মনও হালকা আর তাজা লাগছে। অভিযান ও অতীত সব বিপদের কথা সে ভাবল। অন্যদের তুলনায় সে খারাপ করেনি মনে পড়ল, সাহসী ককেশানরা তাকে যোগ্য সহচর ভাবেই গ্রহণ করেছিল। মস্কোর স্মৃতি সব উধাও, ঈশ্বর জানেন কোথায়। পুরোনো জীবন ধুয়ে মুছে গিয়েছে, নূতন জীবন হয়েছে শুরু, তাতে এখন পর্যন্ত কোন ভুলভ্রান্তি করেনি। এখানে নূতন লোকজনের মধ্যে নূতন মানুষ হিসেবে সে সুখ্যাতি অর্জন করতে পারে। যুবাসুলভ, তর্কাতীত

একটি আনন্দের ভাব তার মনে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় বাড়ীর ছায়ায় বাচ্ছারা লাট্টু ঘোরাচ্ছে, নূতন বাসার চারিদিকে তাকিয়ে কসাক গ্রামের নূতন আবহাওয়ায় সে সানন্দে থাকতে পারবে মনে হল। মাঝে মাঝে পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকালে স্মৃতি আর স্বপ্নের সঙ্গে মিশছে প্রকৃতির গম্ভীর মহিমার উপলব্ধি। মস্কো ছাড়ার সময় যা ভেবেছিল সে ভাবে নয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভালোভাবেই তার নূতন জীবন শুরু হয়েছে। পাহাড় আর পাহাড় আর পাহাড়—তার সমস্ত কিছু অনুভূতি ও চিন্তার পটভূমিতে তারা।

'কুকুরটাকে চুমু খেয়ে বিদায় দিয়েছে, মদের পাত্তর চেটে পুটে করেছে সাফ্, এরশ্‌কা খুড়ো নিজের কুকুরটাকে চুমু খেয়েছে।'—বাচ্ছারা যারা লাট্টু ঘোরাচ্ছিল পাশের গলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে, পিছনে হটে গিয়ে, চেঁচিয়ে বলল: 'কুকুরটাকে চুমু খেয়েছে, মদের বদলে ছোরাটা বেচে দিয়েছে।'

কথাগুলো বলা হল এরশ্‌কা খুড়োর উদ্দেশে। শিকার থেকে সে ফিরছে, কাঁধে বন্দুক, কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে কয়েকটা ফেজাণ্ট।

'আমি পাপ করেছি, সত্যিই করেছি।' জোরে জোরে হাত নাড়িয়ে, রাস্তার দুপাশের জানলার দিকে তাকিয়ে সে বলল। 'মদের জন্য কুকুরটা ছেড়ে দিয়েছি, পাপ করেছি', বিরক্তির সঙ্গে সে আবার বলল, ভাব দেখাল কিন্তু এমন যে তার কিছুই যায় আসে না।

বুড়ো শিকারীর সঙ্গে ছেলেদের ব্যবহারে ওলেনিন আশ্চর্য হল, আরো বিস্মিত হল এরশ্‌কা খুড়োর লম্বাচওড়া চেহারা আর তার ভাবব্যঞ্জক, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখে।

'ওহে কসাক দাদু, এই যে এদিকে এসো।' ওলেনিন ডাকল। বৃদ্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে থামল।

ছোট করে ছাঁটা মাথা থেকে ছোট টুপিটা তুলে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, দোস্ত।'

ওলেনিন জবাব দিল: 'শুভ সন্ধ্যা, বন্ধু। বাচ্ছারা তোমাকে দেখে চেঁচাচ্ছে কেন?'

জানলার কাছে এসে এরশ্‌কা খুড়ো বুড়ো আর মানী লোকেদের মত জোরালো, সুরেলা গলায় বলল, 'ওরা বুড়োর পেছনে লেগেছে আর কি। করতে দাও, আমার ভালোই লাগে, খুড়োকে নিয়ে তামাসা করতে দাও। তুমি কি সেনানায়ক?'

'না, আমি ক্যাডেট্। ও ফেজাণ্টগুলো কোথায় শিকার করেছ?'

'তিনটেকে বনে মেরেছি', বুড়ো উত্তর দিল। পাখীগুলো দেখাবার জন্য চওড়া পিঠ ফেরালো জানলার দিকে। পাখীগুলোর মাথা কোমরবন্ধে গোঁজা, কোটে লাগছে রক্তের দাগ। 'এরকম পাখী আগে দেখনি? একজোড়া নাও না, এই নাও', জানলা দিয়ে দিল দুটি পাখী। 'তুমি কি শিকার করো?'

'করি। অভিযানের সময় চারটে মেরেছিলাম।'

'চারটে? অনেক তো।' পরিহাস করে বুড়ো বলল। 'তুমি কি মদ খাও? চিখির খাও?'

'খাবো না কেন? খেতে ভালোই লাগে।'

'আচ্ছা, তুমি দেখছি খাসা ছেলে। তুমি আর আমি কুনাক* হবো মনে হচ্ছে।'

'ভিতরে এসো না। কিছু চিখির খাওয়া যাক।'

'আসব না কেন? কিন্তু ফেজাণ্টগুলো তুমি নাও।'

বুড়োর মুখ দেখে বোঝা গেল ওলেনিনকে পছন্দ হয়েছে। ওকে দেখেই বুঝেছে যে বিনা খরচায় মদ খাওয়া যাবে, ফেজাণ্ট জোড়াটা মাঠে মারা যাবে না।

---

* শপথবদ্ধ বন্ধু।

কয়েক মুহূর্ত পরে দোরগোড়ায় দেখা গেল এরশ্‌কা খুড়োকে, আর তখনই ওলেনিন পুরোপুরি দেখল তার ধবধবে শাদা চাপ দাড়ি, লালচে-তামাটে মুখে বার্ধক্য আর বহু পরিশ্রমের গভীর বলি সত্ত্বেও মানুষটি কী বিরাট আর বলিষ্ঠ। হাত পা আর কাঁধের মাংসপেশী বুড়ো লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক বড়ো আর উদ্যত। ছোট করে কাটা চুলের নিচে মাথায় গভীর ক্ষতের কয়েকটা দাগ। মোটা, পেশল ঘাড়ে ভারী খাঁজের পর খাঁজ, ষাঁড়ের মত। কর্কশ হাত কেটেছড়ে গিয়েছে। দোরগোড়া পেরিয়ে এল সহজ, লঘু পদক্ষেপে, বন্দুক নামিয়ে কোণে রাখল, ঘরের চারদিক দ্রুত দৃষ্টিতে দেখে জিনিসপত্রের দাম আঁচ করে নিল, কাঁচা চামড়ার জুতো পায়ে ঘরের মাঝখানে এল লঘু পায়ে। তার সঙ্গে এল চিখির, ভদকা, বারুদ আর চাপ রক্তের গন্ধ, কড়া কিন্তু অপ্রীতিকর নয়।

এরশ্‌কা খুড়ো প্রথমে আইকনগুলির সামনে নত হল, তারপর দাড়িতে হাত বুলিয়ে, ওলেনিনের কাছে এসে মোটা তামাটে হাত বাড়িয়ে দিল।

'কশকিল্দি',—সে বলল,—'তার মানে তাতার ভাষায় "মঙ্গল হোক", ওদের জবানে এর অর্থ হল "সুখে শান্তিতে থাকো"।'

করমর্দন করতে করতে ওলেনিন বলল: 'তা জানি। কশ্‌কিল্দি।'

'না, তুমি জানো না, ঠিক কী ভাবে বলতে হয় জানো না, হাবা কোথাকার।' তিরস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে এরশ্‌কা খুড়ো বলল। 'কেউ "কশকিল্দি" বললে তোমাকে বলতে হয়, "আল্লা রাজি বো স্থন", মানে "ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন"। ওটাই নিয়ম, "কশকিল্দি" বললেই চলে না। যা হোক তোমাকে সব শিখিয়ে দেবো। এখানে একজন ছিল, তার নাম ইলিয়া মোসেইচ্, তোমার মত রুশ একজন, আমরা দুজনে কুনাক্ ছিলাম। চমৎকার লোক ছিল সে—মাতাল, চোর আর শিকারী—আর কি দারুণ শিকারী। আমিই তাকে সব শিখিয়েছিলাম।'

'আমাকে কী শেখাবে?' জিজ্ঞেস করল ওলেনিন। বুড়োর বিষয়ে তার কৌতুহল ক্রমশ বাড়ছে।

'শিকারে নিয়ে যাবো, মাছ ধরতে শেখাবো, চেচেনদের দেখাবো, তোমার জন্য একটা মেয়ে খুঁজে দেবো, যদি তুমি চাও তাও করবো। আমি লোকটা এ রকম।··· আমি ঠাট্টাবাজ।' বুড়ো হাসল। 'এখন বসে পড়ি, ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। কারগা?' জিজ্ঞাসার সুরে যোগ করল।

'কারগা মানে কী?'—ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'জর্জিয়ানে তার মানে "ঠিক আছে"। কিন্তু ওটা আমি এমনিই বললাম। ওটা আমার অভ্যেস, কথাটি আমার ভালো লাগে। বিনা কারণে কারগা, কারগা বলি, মজা করে বলি। কিন্তু বাপু, তোমার চিখির কোথায় গেল? আর্দালী একটা তোমার তো আছে? নেই? এই ইভান', বুড়ো ডাকল। 'তোমাদের সব সৈনিকই ত ইভান? তোমার আর্দালীর নামও কি তাই?'

'ঠিক বলেছো—ওর নামও ইভান। ভানুষ্যা! গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে কিছু চিখির জোগাড় করে নিয়ে এসো তো।'

'ইভান আর ভানুষ্যা, দুই-ই সমান। তোমাদের সব সৈনিকদের নাম ইভান কেন? ওহে ইভান, ওরা যে পিপেটা এইমাত্র খুলেছে তার থেকে কিছু দিতে বলো। ওদের কাছে গ্রামের সেরা চিখির আছে। কিন্তু তিরিশ কোপেকের বেশী দাম দিও না—ডাইনী বুড়ীটা তাহলে খুসী হয়ে যাবে··· আমাদের লোকেরা ছেঁচড়া, বুদ্ধিশুদ্ধি নেই', ভানুষ্যা বেরিয়ে গেলে এরশ্‌কা খুড়ো গোপন কথা বলার সুরে আবার শুরু করল, 'তোমাদের ওরা মানুষ গণ্য করে না, ওদের চোখে তোমরা তাতারদের চেয়েও খারাপ, ওরা বলে রুশরা সাংসারিক জীব। কিন্তু আমার কাছে তুমি সৈন্য হলেও মানুষ, তোমার আত্মা আছে। ঠিক নয় কি? ইলিয়া মোসেইচ্‌ও সৈনিক ছিল, কিন্তু খাসা

লোক ছিল সে। ঠিক বলছি না, দোস্ত? এজন্য এখানকার লোকেরা আমাকে পছন্দ করে না, কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি ফুর্তিবাজ লোক, সবাইকে আমার ভালো লাগে। আমি হচ্ছি এরশ্কা। হ্যাঁ, দোস্ত।'

বুড়ো সস্নেহে যুবার পিঠ চাপড়াল।

১২

ততক্ষণে গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত শেষ করেছে ভানুশা, এমন কি সৈন্যদলের নাপিতের কাছে দাড়ি কামানোও হয়ে গিয়েছে। লম্বা বুট থেকে পাতলুনের পা টেনে বের করেছে, তার মানে হল যে সৈন্যদল এখন খাসা জায়গায় স্থান পেয়েছে। মেজাজ তার এখন বেশ ভালো। মনোনিবেশ সহকারে দেখছে এরশ্কা খুড়োকে, তার দৃষ্টিতে কিন্তু কোন সদয় ভাব নেই, যেন দেখছে অপরিচিত কোন বুনো জন্তুকে; মেঝেটা বুড়ো ইতিমধ্যে নোংরা করেছে, তার দিকে চেয়ে ভানুশা মাথা নাড়ল, তারপর বেঞ্চের তলা থেকে দুটো বোতল বের করে গেল গৃহকর্ত্রীর কাছে।

'শুভ সন্ধ্যা জানাই আপনাদের, সহৃদয় লোক আপনারা', বলল সে, অতি ভদ্রভাবে কথা বলবে সে ঠিক করেছে। 'চিখির কিনতে হুজুর আমাকে পাঠিয়েছেন, কিছু আমাকে ঢেলে দেবেন কি?'

বৃদ্ধা কিছু বলল না। ছোট্ট তাতার আয়নার সামনে মাথায় রুমাল বাঁধতে বাঁধতে মারিয়ান্কা ফিরে ভানুশাকে দেখল, কোন কথা বলল না।

কোটের পকেটে পয়সা ঝনঝনিয়ে ভানুশা বলল, 'ওর জন্য পয়সা দেবো, মাননীয় ভদ্রমহোদয়া। আমাদের কৃপা করুন, প্রতিদানে ভালো ব্যবহার পাবেন'. যোগ করল সে।

'কত চাই', কোন ভনিতা না করে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল।

'এক পাঁইট।'

উলিত্কা মেয়েকে বলল: 'বাছা, ওদের কিছু চিখির ঢেলে দে। নতুন পিপেটা থেকে দে, লক্ষ্মীসোনা।

কাঁচের পাত্র আর চাবী নিয়ে মারিয়ান্কা ভানু্যশার সঙ্গে বাইরে গেল।

মারিয়ান্কা জানলার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখিয়ে ওলেনিন এরশ্কা খুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটি কে?' এরশ্কা কনুই দিয়ে ওলেনিনকে খোঁচা দিয়ে চোখ ঠেরে বলল:

'একটু দাঁড়াও।' জানলায় মুখ বাড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁকল: 'মারিয়ান্কা, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে ভালোবাসবে না?' ওলেনিনকে ফিস্‌ফিস্ করে জানাল: 'মস্করা করতে ভালোবাসি, বুঝলে?'

জোরে হাত দোলাতে দোলাতে জানলা পেরিয়ে মারিয়ান্কা চলে গেল, তার হাঁটার ভঙ্গী নির্ভীক অথচ সুষ্ঠু, কসাক মেয়েদের বিশিষ্ট ভঙ্গী এটা। মাথা ঘোরালো না, শুধু কালো গভীর চোখে বুড়োর দিকে একবার অপাঙ্গে তাকালো।

'আমাকে পেয়ার করলে সুখী হবে', এরশ্কা চেঁচিয়ে তাকে বলল, চোখ ঠেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ওলেনিনের দিকে। 'খাসা লোক আমি, ফুর্তিবাজ। মেয়েটা দেখতে রাণীর মত, নয় কি?'

'সুন্দর দেখতে। এখানে ডাকো না।'

'না, না। ওর বিয়ে হবে লুকাশ্কার সঙ্গে। লুকাশ্কা চমৎকার কসাক, খুব সাহসী, সেদিন একটা আব্রেক্ মেরেছে। আরো সুন্দর মেয়ে তোমাকে খুঁজে দেবো, সিল্ক আর রূপোয় ঝলমল করছে এমন মেয়ে। বলেছি যখন, নিশ্চয়ই দেবো। কোন পরমাসুন্দরীকে জোগাড় করে দেবো।

'তোমার বেশ বয়স হয়েছে, এ ধরণের কথাবার্তা কেন বলছ? এসব বলা পাপ', ওলেনিন জবাব দিল।

'পাপ? পাপ কেন?' জোর দিয়ে বুড়ো বলল। 'কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখা কি পাপ? তার সঙ্গে অল্প মজা করাটা কি পাপ? তাকে ভালোবাসাও বুঝি পাপ? তোমাদের বুঝি এই রীতি? না, দোস্ত, ওটা পাপ নয়, ওটা মোক্ষ। ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, মেয়েটিকেও। তিনি, বাপু, সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তাই কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখা পাপ নয়। লোকে ওকে ভালোবাসবে, আনন্দ দেবে, সে জন্যই ত ও জন্মেছে। আমি ত এই বুঝি, দোস্ত।'

আঙ্গিনা পার হয়ে একটি পিপে ভর্তি অন্ধকার, ঠাণ্ডা ভাঁড়ারে মারিয়ান্‌কা ঢুকল, একটা পিপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথাসম্মত প্রার্থনার পর হাতা ডোবাল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে ভানুশ্যা হাসল। মেয়েটির পরনে শুধু একটা স্মক, তাও পিছনে আঁটো, সামনে গোঁজা, তার উপর আবার গলায় পরেছে রৌপ্যমুদ্রার কণ্ঠহার, সব মিলিয়ে ভানুশ্যার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছিল। সাজসজ্জা একেবারে অরুশীয়, দেশে চাকররা এ রকম মেয়েকে দেখলে সবাই হাসাহাসি করবে। 'লা ফিল কোম্‌ সে ত্রি বিয়েঁ*, মুখ বদলানোর জন্য', সে ভাবল। 'কর্তাকে এটা বলব।'

'আলোতে দাঁড়িয়ে কী করছ, হতচ্ছাড়া।' মারিয়ান্‌কা হঠাৎ ডেকে বলল। 'কাঁচের পাত্রটা দিতে পারো না?' ঠাণ্ডা, লাল মদে পাত্রটি ভরে ভানুশ্যাকে দিল মারিয়ান্‌কা।

'টাকাটা মাকে দিও', ভানুশ্যার হাতে পয়সা, হাতটা ঠেলে দিয়ে সে বলল।

---

* মেয়েটি, খুব ভালো এটি!

ভানুশ্যা একটু হেসে উঠল। 'অত বেজার কেন, মণি?' ভালোভাবে সে বলল, উদ্দেশ্যহীনভাবে মেঝেতে পা ঘষে। মেয়েটি পিপে বন্ধ করছে তখন।

মারিয়ান্কা হাসতে লাগল।

'আর তোমরা? তোমরা বুঝি বেজায় সদয়?'

'আমরা, আমার কর্তা আর আমি, দুজনেই অত্যন্ত সদয়', ভানুশ্যা জোর দিয়ে ঘোষণা করল। 'আমরা এত সদয় যে যেখানেই থেকেছি সেখানেই গৃহকর্তারা কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন। তার কারণ আমার কর্তা অভিজাত ব্যক্তি।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারিয়ান্কা শুনছিল।

জিজ্ঞেস করল: 'তোমার কর্তার বিয়ে হয়েছে?'

'না। ওঁর বয়স কম, উনি বিয়ে করেননি। যাঁরা অভিজাত তাঁরা অল্পবয়সে বিয়ে করতে পারেন না', বলল ভানুশ্যা, যেন জ্ঞান বিতরণ করছে।

'বয়স বড্ড কম বটে! হোঁৎকা বলদের মত চেহারা, কিন্তু এত কমবয়সী যে বিয়ে করতে পারে না। ও কি তোমাদের সেনানায়ক?'

'না, উনি ক্যাডেট্। তার মানে এখনো অফিসার নন, কিন্তু জেনারেলের চেয়েও উঁচুতে। শুধু আমাদের কর্ণেল নয়, এমন কি জার নিজে ওঁকে চেনেন', সগর্বে ভানুশ্যা ব্যাখ্যা করল। 'সৈন্য বাহিনীর অন্যান্য হতভাগাদের মত আমরা নই, ওঁর বাপ ছিলেন সেনেটর। তাঁর হাজারের বেশী ভূমিদাস ছিল, আমাদের একসঙ্গে হাজার রুবল পাঠায়। সেইজন্য আমাদের সবাই পছন্দ করে। অন্য কেউ ক্যাপ্টেন হতে পারে, কিন্তু টাকা নেই। ওরকম ক্যাপ্টেন হবার মানে কী?...'

তাকে বাধা দিয়ে মারিয়ান্কা বলল, 'এবার যাও, ভাঁড়ার বন্ধ করব'।

ওলেনিনকে মদ পৌছিয়ে দিয়ে ভানুস্‌শা ঘোষণা করল, 'লা ফিল সে ত্রি জুলি'* তারপর বোকার মত হেসে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।

১৩

গ্রামের স্কোয়ারে ততক্ষণে সৈন্যদের ঘরে ফেরার আদেশ ঘোষণা বেজেছে। কাজ থেকে লোকেরা ফিরেছে ঘরে। গরুমোষের পাল হাম্বারবে ফিরছে, গ্রামের গেটে সোনালী ধূলোর মেঘ তুলে ভিড় করছে। গরুমোষ তাড়িয়ে রাস্তায় আর আঙ্গিনায় নবীনারা আর প্রবীণারা তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছে। দূরের তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়াগুলির পিছনে সূর্য তখন একেবারে অদৃশ্য। স্থলে আর আকাশে নেমে আসছে নীলচে ছায়া। অন্ধকার বাগানগুলির উপরে ক্ষীণ তারার আলো আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে, সব সাড়াশব্দ গ্রামে ক্রমশ থেমে গেল। গরুমোষ দেখাশুনো সেরে মেয়েরা জমা হল রাস্তার মোড়ে মোড়ে, সূর্যমুখীর বীজ দাঁত দিয়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বসল তাদের বাড়ীর মাটির চাতালে। একটা মোষ আর দুটো গরুকে দুইয়ে মারিয়ান্‌কা একটি দলে যোগ দিল কিছুক্ষণ পরে।

দলটিতে ছিল কয়েকটি নবীনা ও প্রবীণা এবং একটি বৃদ্ধ কসাক।

লুকাশ্‌কা আব্রেক্‌ মেরেছে তার কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ কসাকটি ঘটনাটি বর্ণনা করছে, মেয়েরা তাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে।

'মোটা পুরস্কার ও পাবে মনে হচ্ছে', একটি প্রবীণা বলল।

'নিশ্চয়ই পাবে। লোকে বলছে ও সামরিক ক্রস পাবে।'

'মোসেভের কিন্তু এটা অন্যায়, ওর কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়েছে। কিন্তু কিজ্‌লিয়ারে কর্তৃপক্ষদের কানে কথাটা গিয়েছে।'

---

* মেয়েটি খুব সুন্দর।

'মোসেভটা একটা ছুঁচো।'

'শুনছি লুকাশ্‌কা গ্রামে ফিরেছে', একটি মেয়ে বলল।

'ও আর নাজার্‌কা ইয়াম্‌কার ওখানে মজা লুঠছে', (ইয়াম্‌কা হল একটি কুখ্যাত, অবিবাহিতা কসাক স্ত্রীলোক, মদের দোকান চালায়)। 'আধ বালতি মদ খেয়েছে শুনলাম।'

'উর্‌ভানের কপাল কী ভালো,' কে একজন মন্তব্য করল। 'সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারে সত্যি। খাসা ছেলে সে স্বীকার করতেই হবে, সবকিছুই চটপট করতে পারে, সৎ বটে। ওর বাপ, কিরিয়াক খুড়ো, ঠিক এরকম ছিল, বাপকি বেটা ও। ওর বাপ যখন যুদ্ধে মারা যায় তখন সারা গ্রামের লোক শোক করেছিল··· ওই দেখ, ওরা আসছে।' রাস্তা দিয়ে জনকয়েক কসাক এদিকে আসছিল তাদের দেখিয়ে বলল, 'আর এর্‌গুশভও ওদের সঙ্গে জুটেছে, বেটা মাতাল।'

আধ বালতি মদ শেষ করে মেয়েদের দিকে আসছে লুকাশ্‌কা, নাজার্‌কা আর এর্‌গুশভ। তাদের মুখ, বিশেষ করে বুড়ো কসাকটার মুখ, অস্বাভাবিক লাল। এর্‌গুশভ রীতিমত টলছে, বারবার নাজার্‌কাকে খোঁচা দিচ্ছে আর হাসছে। 'এই ছুঁড়ীরা, তোমরা গাইছ না কেন?' মেয়েদের চেঁচিয়ে বলল। 'গান গাও, আমরা হুল্লোড় করি।'

সবাই তাদের অভ্যর্থনা করল: 'দিন নিশ্চয়ই ভালো কেটেছে?'

একটি বয়স্কা বলল: 'গান গাইবো কেন, উৎসবের দিন নয় ত আজ। তোমার নেশা হয়েছে, তুমিই গাও না কেন'।

এর্‌গুশভ অট্টহেসে নাজার্‌কাকে খোঁচা দিয়ে বলল:

'তুমি বরং গাও। আমিও যোগ দেবো। সত্যি বলছি, ভালো গাইতে আমি পারি।'

'সুন্দরীরা কি ঘুমিয়ে পড়েছো?' নাজার্‌কা বলল। বেষ্টনী থেকে আমরা এসেছি আমোদ উৎসব করতে। লুকাশ্‌কার স্বাস্থ্যকামনা করে ইতিমধ্যেই মদ খেয়েছি।'

দলটির কাছে পৌঁছিয়ে লুকাশ্‌কা মেয়েদের সামনে থামল, আস্তে আস্তে টুপিটা তুলল। তার ঘাড় আর চওড়া চোয়াল তখন লাল। ধীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সে কথা বলছে বটে, তবু তার শান্ত স্থির স্বরে ও অঙ্গ চালনায় একটা সজীবতা ও শক্তির ছাপ আছে, যেটা নাজার্‌কার বাচালতা ও অসম্ভব ব্যস্ততায় নেই। তাকে দেখে মনে হয় ক্রীড়ারত ঘোড়ার কথা, হঠাৎ নাক দিয়ে শব্দ করে লেজ তুলে থমকে দাঁড়িয়েছে, যেন চারটে পা-ই পেরেক দিয়ে মাটিতে পোঁতা। শান্তভাবে মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে লুকাশ্‌কা, ওর চোখে হাসি, মেয়েদের এবং মাতাল সহচরদের দিকে তাকিয়ে খুব কম কথা বলছে। মারিয়ান্‌কা দলে যোগ দিলে ধীরেসুস্থে টুপি তুলে লুকাশ্‌কা তাকে অভিবাদন করল, পথ ছেড়ে দিল, তারপর তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, একটা পা একটু এগিয়ে দিয়ে, কোমরবন্ধে বুড়ো আঙুলদুটো গুঁজে, ছোরাটা নড়াচড়া করতে করতে। তার অভিবাদনের জবাবে মারিয়ান্‌কা আস্তে আস্তে মাথা একটু হেলাল, মাটির চাতালে বসে স্মকের নীচ থেকে বের করল কিছু বীজ। মারিয়ান্‌কার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে লুকাশ্‌কা আস্তে আস্তে বীজগুলো দাঁতের চাপে ভেঙ্গে খোলাগুলো থুথু করে ফেলল। মারিয়ান্‌কা দলে যোগ দেওয়াতে সবাই চুপ করে গেল।

স্তব্ধতা ভেঙ্গে একটি বয়স্কা জিজ্ঞেস করল: 'অনেক দিনের জন্য এসেছো নাকি?'

'কাল সকাল পর্যন্ত থাকবো', গম্ভীরভাবে লুকাশ্‌কা জবাব দিল।

বুড়ো কসাকটি বলল: 'ভগবান তোমাকে পয়মন্ত করুন। তোমার কাজে আমি খুব খুসী হয়েছি, এইমাত্র এদের বলছিলাম।'

মাতাল এর্‌গুশভ হেসে বলল: 'আমিও তাই বলছি।' একটি চলন্ত সৈনিকের দিকে দেখিয়ে যোগ করল—'কত অতিথি এখন আমাদের। ওদের ভদ্‌কা কিন্তু খাসা, আমার বেড়ে লাগে।'

একটি মেয়ে বলল, 'তিনটে শয়তানকে আমাদের বাড়ীতে বসিয়েছে। দাদু মোড়লদের বলতে গিয়েছিল, ওরা বলল কিছুই করার নেই।'

'আহা, খুব ঝামেলায় পড়েছো দেখছি, তাই নয়?' বলল এর্‌গুশভ।

'তামাকের ধোঁয়ায় তোমাকে ভাগিয়েছে বুঝি', আর একটি বয়স্কা জিজ্ঞেস করল। 'উঠোনে যত খুসী পাইপ খেতে চাও খাও, কিন্তু বাড়ীর ভেতরে খেতে দেবো না ওদের বলেছি। মোড়ল নিজে এসে বললেও দেবো না। তা ছাড়া, ওরা জিনিষপত্র চুরি করতে পারে। মোড়ল নিজের বাড়ীতে কাউকে রাখেনি, শয়তানের বেটা।'

'তোমার বুঝি এসব খুব অপছন্দ', এর্‌গুশভ আবার বলল।

'আর আমি শুনেছি যে আমাদের মেয়েদের সৈন্যদের বিছানাও করতে হবে, মধুর সঙ্গে চিখির দিতে হবে', লুকাশ্‌কার মত এক পা বাড়িয়ে দিয়ে এবং টুপিটা লুকাশ্‌কার মত পিছনে হেলিয়ে বলল নাজার্‌কা।

হো হো করে হেসে উঠে এর্‌গুশভ তার সবচেয়ে কাছের মেয়েটিকে টেনে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যি বলছি।'

'ছাড়ো বলছি', চীৎকার করে মেয়েটি বলল, 'তোমার বউকে বলে দেবো।'

'বোলো, বোলো', চেঁচিয়ে সে উত্তর দিল। 'নাজার্‌কা যা বলল তা ঠিক; একটা আদেশ নাকি পাঠানো হয়েছে। ও ত পড়তে পারে। সত্যি বলছি।' পরের মেয়েটিকে সে আলিঙ্গন করতে গেল।

গোল মুখ, গোলাপী উস্‌তেন্‌কা হেসে হাত তুলে তাকে মারতে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কী করছো তুমি, বেটা জানোয়ার।'

এর্‌গুশভ সরে দাঁড়াল, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সে।

বলল, 'ওরে বাবা, লোকে আবার বলে মেয়েরা অবলা, তুমি তো আমাকে মেরে ফেলেছিলে আর একটু হলে।'

'সরে যাও বলছি, মরতে বেষ্টনী থেকে কোন শয়তান তোমাকে এনেছে?' বলল উস্‌তেন্‌কা, আর তার কাছ থেকে ফিরে আবার হেসে ফেলল। 'ঘুমোতে ঘুমোতে আব্রেক্‌টাকে দেখতে পাওনি, তাই নয়? যদি তোমাকে মেরে ফেলত তাহলে বেশ হত মনে হচ্ছে।'

'শোকে আর্তনাদ করতে বোধ হয়,' হেসে বলল নাজার্‌কা।

'আর্তনাদ করতাম। বটে।'

'দেখো দিকি, কিছুর পরোয়া করে না। নিশ্চয়ই ও আর্তনাদ করত, নাজার্‌কা, করত না?' এর্‌গুশভ জিজ্ঞেস করল।

লুকাশ্‌কা এতক্ষণ মারিয়ান্‌কার দিকে নিঃশব্দে চেয়েছিল। তার তাকানোয় মারিয়ান্‌কা স্পষ্টই বিব্রত বোধ করল।

কাছে এসে লুকাশ্‌কা বলল: 'আচ্ছা, মারিয়ান্‌কা, তোমাদের বাড়ীতে একজন সেনানায়ককে নাকি ওরা রেখেছে?'

অভ্যাসমত মারিয়ান্‌কা জবাব দেবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কসাকদের দিকে আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকাল। লুকাশ্‌কার চোখে হাসির ভাব, যেন যা কথাবার্তা হচ্ছে তা ছাড়াও বিশেষ একটা কিছু তাদের দুজনের মধ্যে ঘটছে।

মারিয়ান্‌কার হয়ে একজন বৃদ্ধা বলল: 'হ্যাঁ, ওদের তো দুটো বাড়ী, সেজন্য ওদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু ফোমুশ্‌কিনের বাড়ীতেও প্রধান কেউ-কেটা একজন উঠেছে। বাড়ীর এক কোণ তার জিনিষপত্রে এখন বোঝাই, আর ওদের ত যাবার অন্য কোন জায়গা নেই। একটা দঙ্গলকে গ্রামে ছেড়ে দিয়েছে, কখনো এমনধারা কথা শুনেছো? কিছু করার নেই। আর কী কাজ ছাই ওরা এখানে করবে?'

একটি মেয়ে বলল: 'শুনছি তেরেকে ওরা একটা পুল বানাবে।'

'আর আমি শুনেছি যে ওরা মেয়েদের রাখবার জন্য একটা বড়ো গর্ত খুঁড়বে, মেয়েরা ছেলেদের ভালোবাসে না বলে', উস্‌তেন্‌কার কাছে আসতে আসতে নাজার্‌কা বলল আবার তার প্রিয় কিম্ভূতকিমাকার

একটা ভঙ্গী করে, তাতে সবাই হেসে উঠল। ঠিক তার পাশে মারিয়ান্‌কাকে পেরিয়ে এর্‌গুশভ একটি বুড়ীকে আলিঙ্গন করতে লাগল।

'মারিয়ান্‌কাকে জড়িয়ে ধরলে না কেন। ও তো তোমার পাশেই', নাজার্‌কা জিজ্ঞেস করল।

হাত ছাড়াবার জন্য বুড়ীটি চেষ্টা করছিল, তাকে চুমো খেতে খেতে এর্‌গুশভ বলল, 'না, এই বুড়ী অনেক মিষ্টি'।

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে', বুড়ী হাসতে হাসতে চেঁচাল।

রাস্তার ও মোড়ে নিয়মিত পদক্ষেপের শব্দে ওদের হাসি থেমে গেল। গোলাবারুদের গাড়ীতে পাহারা বদলাবার জন্য ক্লোক গায়ে, বন্দুক কাঁধে তিনজন সৈন্য মার্চ করে আসছে। তাদের করপোরাল ঘাগী সৈনিক, রাগতভাবে কসাকদের দিকে তাকিয়ে অন্যদের সোজা নিয়ে চলল সেখানে যেখানে লুকাশ্‌কা আর নাজার্‌কা দাঁড়িয়ে, যাতে তারা পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নাজার্‌কা সরে গেল, লুকাশ্‌কা কিন্তু চোখ কুঁচকে চওড়া পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল, জায়গা ছাড়ল না।

'লোকজন এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা ঘুরে যাও', বলল অনুচ্চকণ্ঠে, মাথাটা একটু ঘুরিয়ে, সৈন্যদের দিকে অবজ্ঞাসূচক অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ করে।

বিনাবাক্যব্যয়ে সৈন্যেরা ধূলিধূসর রাস্তায় মার্চ করে চলে গেল।

মারিয়ান্‌কা হাসতে শুরু করল, অন্যান্য মেয়েরাও তাতে যোগ দিল।

'কী জাঁক রে বাবা! ঠিক যেন পুরুত সবাই।' বলল নাজার্‌কা, সৈন্যদের ভেঙিয়ে কয়েক পা হেঁটে দেখাল। আবার উঠল উচ্চ হাসির রোল।

লুকাশ্‌কা আস্তে আস্তে এল মারিয়ান্‌কার কাছে, জিজ্ঞেস করল: 'তোমাদের বাড়ীতে সেনানায়ককে কোথায় রেখেছো?'

একমুহূর্ত ভেবে মারিয়ান্‌কা বলল:

'ওকে নতুন বাড়ীটায় থাকতে আমরা দিয়েছি।'

'লোকটা বুড়ো না ছোকরা?' তার পাশে বসে লুকাশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'ওর বয়স কত আমি কি জিজ্ঞেস করেছি, ওর জন্য কিছু চিখির আনতে গিয়ে দেখলাম জানলার পাশে এরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে বসে আছে। লালচে চুল মনে হল। গাড়ীবোঝাই মালপত্র ওরা এনেছে।' বলে চোখ নামিয়ে নিল মারিয়ান্‌কা।

'বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি বলে কী ভালোটাই না লাগছে', মারিয়ান্‌কার আরো কাছে এসে পূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে লুকাশ্‌কা বলল।

'অনেক দিন থাকবে না কি?' একটু হেসে মারিয়ান্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'কাল সকাল পর্যন্ত। আমাকে কিছু বীজ দাও ত', হাত পেতে লুকাশ্‌কা বলল।

মারিয়ান্‌কা এবারে সোজাসুজি হেসে তার স্মকের গলার ফিতে খুলে বলল, 'সবটা নিও না কিন্তু।'

মারিয়ান্‌কার স্মক থেকে বীজ নিতে নিতে সে সংযত, শান্তভাবে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তোমার জন্য বড্ড মন কেমন করছিল, সত্যি বলছি'। আরো ঝুঁকে পড়ল মারিয়ান্‌কার কাছে, হাসিহাসি চোখে অনুচ্চ স্বরে কথা বলতে লাগল।

'আমি আসবো না বলছি', হঠাৎ জোরে বলল মারিয়ান্‌কা, তার কাছ থেকে সরে গিয়ে।

'সত্যি বলছি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে', ফিশ্‌ফিস করে বলল লুকাশ্‌কা। 'একবার এসো, দোহাই তোমার।'

মারিয়ান্‌কা মাথা নাড়ল, কিন্তু মুখে তার হাসি লেগে আছে।

'মারিয়ান্‌কা, মারিয়ান্‌কা, মা ডাকছে, খাবার সময় হয়েছে।' দলের দিকে ছুটে আসতে আসতে মারিয়ান্‌কার ছোট ভাই চেঁচিয়ে বলল।

'আসছি এক্ষুনি, তুমি যাও, লক্ষ্মীটি, আমি এক্ষুনি আসছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে লুকাশ্‌কা টুপিটা তুলল।

'মনে হচ্ছে আমারো ঘরে ফেরা উচিত, সেটাই সমীচীন হবে', সে বলল, অতি কষ্টে হাসি চেপে দেখাতে চাইল যেন তার কিছু এসে যায় না, তারপর বাড়ীর মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে গ্রামে। কালো আকাশ নক্ষত্র-খচিত। পথঘাট অন্ধকার জনবিরল। চাতালে নাজার্‌কা মেয়েদের সঙ্গে রয়ে গেল, তাদের হাসি তখনো শোনা যাচ্ছে, কিন্তু লুকাশ্‌কা ওদের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে গিয়ে বেড়ালের মত গুঁড়ি মেরে বসে তারপর হঠাৎ লঘু পায়ে দৌড়তে লাগল, ছোরাটা দুলছে, হাত দিয়ে সেটা চেপে ধরে। নিজের বাড়ীর দিকে না গিয়ে গেল মারিয়ান্‌কার বাসার দিকে। দুটো রাস্তা পেরিয়ে ঢুকল একটা গলিতে, কোটের প্রান্ত একটু তুলে বেড়ার ছায়ায় মাটিতে বসে পড়ল। 'করনেটের বেটিই বটে', মারিয়ান্‌কার সম্বন্ধে ভাবল। 'একটু রঙ্গতামাসাও করতে দেবে না, শয়তানী বটে! দাঁড়াও একটু, মজা দেখাচ্ছি।'

একটি মেয়ের পায়ের শব্দ শোনা গেল। মনে মনে হেসে সে অপেক্ষা করে রইল।

বেড়ার খুঁটিতে ছড়ির ঘা দিতে দিতে, মাথা নিচু করে সটান লুকাশ্‌কার দিকে দ্রুত পদক্ষেপে আসছিল মারিয়ান্‌কা। লুকাশ্‌কা উঠে পড়াতে চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তুমি হতভাগা! কী ভয়ই না পেয়েছিলাম। বাড়ী যাওনি তাহলে?' বলে উচ্চ কণ্ঠে সে হেসে উঠল।

এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে অন্য হাতে তার মুখ তুলে ধরে লুকাশ্‌কা বলল, 'তোমাকে কী না বলতে চেয়েছিলাম।' গলা তার কেঁপে ভেঙে গেল।

'রাত্তিরে কী সব বলছ, মা আমার জন্য বসে আছেন, তুমি বরং তোমার প্রণয়িনীর কাছে যাও।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মারিয়ান্‌কা কয়েক পা দৌড়িয়ে গেল। বাড়ীর কঞ্চির বেড়ার কাছে গিয়ে ঘুরে তাকাল। লুকাশ্‌কা পাশে পাশে দৌড়তে দৌড়তে আরো কিছুক্ষণ থেকে যেতে বারবার বলছে।

'আচ্ছা, নিশাচর, কী বলতে চাও বলো', আবার হাসতে শুরু করল মারিয়ান্‌কা।

'আমাকে নিয়ে হাসাহাসি কোরো না, মারিয়ান্‌কা। ভগবানের দোহাই! বেশ, আমার প্রণয়িনী থাকলে কী এসে যায়? গোল্লায় যাক্ সে! তুমি একবার শুধু বলো, তোমাকেই ভালোবাসব তাহলে,— তোমার যা খুসী তাই করব। শোনো',—পকেটের পয়সা বাজিয়ে বলল,— 'আমরা এখন বেজায় আনন্দে ঘরকন্না করতে পারবো। অন্যরা তো নানারকম আমোদ-প্রমোদ করে, কিন্তু আমি? তোমার কাছে তো কোন আনন্দ পাই না, মারিয়ান্‌কা।'

মারিয়ান্‌কা উত্তর দিল না। তার সামনে দাঁড়িয়ে ছড়িটা ক্ষিপ্র গতিতে টুকরো টুকরো করে ভাঙতে লাগল।

লুকাশ্‌কা হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে হাত মুঠো করে বলল: 'এতদিন সবুর করার কী আছে? তোমাকে কি ভালোবাসি না, মারিয়ান্‌কা? আমাকে নিয়ে যা খুসী করতে পারো।' সক্রোধে ভ্রূকুটি করে তার দুটো হাত চেপে ধরল।

মারিয়ান্‌কার শান্ত মুখের ভাবে আর শান্ত কণ্ঠ স্বরে কোন পরিবর্তন এল না।

হাতদুটো ছাড়িয়ে নিল না বটে, কিন্তু লুকাশ্‌কাকে সরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'চাল মারবার চেষ্টা কোরো না, লুকাশ্‌কা, আমার কথা শোনো। আমি ত মেয়ে সত্যি, কিন্তু যা বলছি শোনো। এ ব্যাপারে আমার হাত নেই, কিন্তু সত্যিই যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে একটা কথা বলি। হাত ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিলেও বলব। তোমাকে বিয়ে করবো ঠিক, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন ফট্‌কি-নাটকি পাবে না।' মুখ না ঘুরিয়ে মারিয়ান্‌কা বলল।

'আমাকে বিয়ে করবে? বিয়েটা আমাদের হাতে নয়। আমাকে শুধু ভালোবেসো, মারিয়ান্‌কা, লক্ষ্মীটি।' বলল লুকাশ্‌কা। তার বিমর্ষ, রাগতভাব হঠাৎ চলে গেল, আবার সে হল নম্র, অনুগত আর কোমল, অল্প হেসে মারিয়ান্‌কার চোখে চোখ রাখল।

ঘনিষ্ঠভাবে তাকে জড়িয়ে মারিয়ান্‌কা ঠোঁটে গভীর চুমু খেল, আরো ঘেঁষে থর থর করে কেঁপে উঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'মণি আমার।' তারপর হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ীর গেটে এক দৌড়ে চলে গেল, একবারও পিছনে না তাকিয়ে।

লুকাশ্‌কা অনুনয়-বিনয় করল আর এক মিনিট দাঁড়াতে,— সে একটা কথা বলবে, কিন্তু মারিয়ান্‌কা দাঁড়াল না।

'এবার যাও,' বলল চাপা গলায়। 'লোকে দেখে ফেলবে। মনে হচ্ছে শয়তান বাসাড়িয়াটা আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'করনেটের বেটি।' ভাবল লুকাশ্‌কা। 'বিয়ে করবে আমাকে। কথাটা ত আপনা থেকেই চলবে, কিন্তু শুধু প্রেম কেন করতে চায় না?'

ইয়াম্‌কার ওখানে নাজার্‌কার সঙ্গে দেখা হল। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে মদ্যপান করে গেল দুনাইকার বাড়ী, আর যদিও দুনাইকা তার সঙ্গে বেইমানী করেছে তবু তার বাড়ীতেই ও রাত কাটাল।

১৪

মারিয়ান্‌কা বাড়ীতে ঢোকার সময় ওলেনিন সত্যি সত্যিই আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, 'শয়তান বাসাড়িয়া' কথাটা তার কানে গিয়েছিল। নূতন বাসার বারান্দায় সারাটা সন্ধ্যা সে কাটিয়েছে এরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে। সেখানে আনিয়েছিল টেবিল একটা, সামোভার আর মদ আর মোমবাতি। সিগার ধরিয়ে চা খেতে খেতে শুনছিল বুড়োর সব গল্প, সে দোরগোড়ায় তার পায়ের কাছে বসেছিল। হাওয়া ছিল না, কিন্তু মোমবাতির আলো মাঝে মাঝে কমে যাচ্ছে, কাঁপছে, আলো হয়ে উঠছে বারান্দার খুঁটি, কখনো বা টেবিল, খাবার কাপ-প্লেট, কখনো বা বুড়োর ছাঁটা শাদা মাথা। শিখার চারদিকে আলোর পোকা, টেবিলে আর গ্লাসগুলিতে মাঝে মাঝে লাগছে, কখনো শিখার মধ্যে ঢুকছে কিম্বা শিখার পিছনের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে, ডানা থেকে ঝরছে সূক্ষ্ম ধূলিকণা। ওলেনিন আর এরশ্‌কা পাঁচ বোতল চিখির শেষ করেছে। প্রতিবারই গ্লাস ভরে একটা ওলেনিনকে দিয়ে তার স্বাস্থ্যকামনা করে এরশ্‌কা খেয়েছে, আর অনর্গল কথা বলে চলেছে। পুরোনো কসাক জীবনের গল্প করেছে, গল্প করেছে তার বাবার, যাকে লোকে বলত 'বৃষস্কন্ধ', তিন হন্দরের একটা শূয়োরের লাশ সে একাই পিঠে ফেলে একবার এনেছিল, দু বালতি চিখির সে একবারে খেতে পারত। গল্প করেছে নিজের যৌবনের আর তার বন্ধু গির্‌চিকের, যার সঙ্গে মহামারীর সময় তেরেক নদীর ওপারে ফেল্টের ক্লোক গোপনে চালান করত। একদিন সকালে কী করে দুটো হরিণ মেরেছিল সেটা বলল। বলল তার প্রণয়িনীর কথা, সে রাত্রে বেষ্টনীতে তার কাছে লুকিয়ে আসত। এত সরস আর চিত্রময় তার বলার ঢঙ যে কী করে সময় কেটে গেল ওলেনিনের হুঁশ ছিল না।

'শোনো দোস্ত, আমার যৌবনে আমাকে দেখনি, তখন অনেক কিছু দেখাতে পারতাম। আজ "এরশ্‌কা মদের পাত্তর চাটে" কিন্তু তখন সারা রেজিমেণ্টে এরশ্‌কার খ্যাতি ছিল। সবচেয়ে ভালো ঘোড়া ছিল কার? গুর্‌দা* তলোয়ার ছিল কার? জমিয়ে মদ খাবার সময় কার ডাক পড়ত? আহমেত্‌ খাঁকে মারবার জন্য পাহাড়ে কাকে পাঠানো হত? সব সময় এরশ্‌কাকে। কাকে ভালোবাসত মেয়েরা? এরশ্‌কাকেই জবাবদিহি করতে হত সব সময়। কারণ আমি ছিলাম আসল দ্‌জিগিত্‌, প্রচুর মদ খেতে পারতাম, চুরি করতে পারতাম (পাহাড়ে ঘোড়ার দলকে দল পাকড়াও করতাম), গাইতে পারতাম… যে কোন কাজে হাত লাগাতে পারতাম। ওরকম কসাক আর আজকাল পাবে না। এখনকার কসাক দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে। এইটুকু বাড়লেই (মাটি থেকে তিন ফিট উঁচুতে হাত তুলে এরশ্‌কা দেখাল), দেখলে হাসি পায় এরকম বুট ওরা পরে, বারবার সেটা নিরীক্ষণ করে দেখে—জীবনের যেন একমাত্র আনন্দ সেটা। কিম্বা পেট পুরে মদ খায়, মানুষের মত নেশা করতে পারে না, সব যেন কেমন গুলিয়ে ফেলে। আর আমি কে ছিলাম? চোর এরশ্‌কা, গ্রামে আর পাহাড়ে সবাই আমাকে চিনত। এমন কি প্রিন্সরা আমাকে দেখতে আসত। তারা সব আমার কুনাক্‌ ছিল, প্রত্যেকেরই কুনাক্‌ আমি ছিলাম—তাতার, তাই সই, আরমেনিয়ান, তাই সই, সৈনিক কিম্বা অফিসার, তাই সই, আমার কিছু যায় আসত না, তারা মাতাল হলেই হত। সাংসারিকতা পরিত্যাগ করতে এখন ওরা উপদেশ দেয়, বলে, সৈনিকদের সঙ্গে মদ খাবে না, কিছুতেই তাতারের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবে না।'

---

* ককেশাসে সবচেয়ে দামী ছোরা আর তলোয়ার নির্মাতার নামে পরিচিত।

'কারা বলে?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'কেন, পুরুতরা। আর মোল্লা বা তাতার কাজী কী বলে? বলে, "শূয়োরের মাংস কেন খাও, কাফের সব।" এর থেকে বোঝা যায় সবারই নিজস্ব রীতিনীতি আছে। আমার মতে কিন্তু সব সমান। মানুষের আনন্দের জন্য সবকিছুর সৃষ্টি ঈশ্বর করেছেন। কিছুতে পাপ নেই। ধরো, একটা জানোয়ার, তাতার খাগড়ায় সেটা থাকে, বা আমাদের খাগড়ায়, যেখানেই যাক সেখানেই তার থাকবার জায়গা, ভগবান যা দেন তাই খায়। কিন্তু আমাদের লোকেরা বলে ওটা করলে নরকে কড়া চাটতে হবে। সব ধাপ্পা, আমি মনে করি,' একটু থেমে সে বলল।

'কোনটা ধাপ্পা?' ওলেনিন প্রশ্ন করল।

'পুরুতেরা যা বলে। চের্‌ভ্‌লেনায়াতে আমাদের সঙ্গে ছিলো একটি কসাক মেজর। আমার কুনাক্‌ ছিল। খাসা লোক, ঠিক আমার মত। চেচ্‌নিয়াতে মারা পড়ে। ও বলত পুরুতেরা সবকিছু মগজ থেকে বানায়। বলত মারা গেলে তোমার কবরের ওপরে ঘাস গজাবে, ব্যস্‌, আর কিছু নয়।' বুড়ো হাসল, বলল: 'লোকটা একেবারে বেপরোয়া ছিল।'

'তোমার বয়স কত?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'ভগবান জানেন। সত্তর হবে। জারিনা যখন সিংহাসনে তখন আমার বয়স খুব কম ছিল না। তাই থেকে হিসেব করে নাও। সত্তরই হবে, কী বলো?'

'হ্যাঁ, সত্তরই হবে, কিন্তু এখনো তোমার বেশ জোর আছে।'

'ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি এখনো সুস্থ-সমর্থ, কোন গড়বড় নেই, শুধু একটা মেয়ে আমার অনেক কিছু গোলমাল করে দিয়েছিল, বেটি ডাইনী…'

'কী করে?'

'সত্যি, আমার সর্বনাশ করেছিল…'

'তাহলে মারা গেলে কবরের উপরে শুধু ঘাস গজায়?' ওলেনিন পুনরুক্তি করল।

বোঝা গেল এরশ্‌কা কী ভাবছে স্পষ্টভাবে বলতে চাইছে না। কিছুক্ষণ চুপ রইল সে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল: 'আর তুমি কী ভাবছো? মদ খাও।' হেসে ওলেনিনকে কিছু মদ দিল।

১৫

'হ্যাঁ, কী বলছিলাম?' মনে করবার চেষ্টা করে বলে চলল। 'হ্যাঁ, আমি লোকটা এই ধরণের। আমি শিকারী, সমস্ত রেজিমেণ্টে আমার মত শিকারী আর নেই। যে কোন পাখী কিম্বা জন্তু খুঁজে বের করে তোমাকে দেখাতে পারি, ওরা কী করে, কোথায় যায় সব জানি। আমার গোটা কয়েক কুকুর, দুটো বন্দুক, গুটিকতক জাল, একটা পর্দা আর একটা শিকারী শ্যেন আছে। সবকিছু আমার আছে, ভগবানকে ধন্যবাদ! তুমি যদি সত্যিকারের শিকারী হও, চালিয়াৎ না হও, তাহলে সব তোমাকে দেখাবো। কী ধরণের লোক আমি জানো? খুরের চিহ্ন দেখলেই বুঝতে পারি সেটা কোন জন্তুর, জানি ওটা কোথায় শোবে, কোথায় জল খাবে কিম্বা কাদায় গড়াগড়ি দেবে। মাচান বানিয়ে সারা রাত জেগে থাকি আর নজর রাখি। বাড়ীতে বসে থাকার কোন মানে নেই, শুধু নানা রকম পাপ আর মদ খাওয়া। আর তখন মেয়েরা এসে বক্‌বক্‌ করে; ছেলেরা আমাকে লক্ষ্য করে চেঁচায়; সব মিলিয়ে পাগল করে দেয়। কিন্তু ভোর হবার আগে বেড়িয়ে আসা আলাদা ব্যাপার; একটা জায়গা বেছে নাও, খাগড়া চেপে নামিয়ে দিয়ে বসে প্রতীক্ষা করে থাকো ভালো মানুষের মত। বনে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব জানা। আকাশের দিকে তাকিয়ে তারার

গতি দেখ, কটা বেজেছে বুঝতে পারবে। এদিক ওদিক তাকাও, বনে সর্ সর্ শব্দ হচ্ছে, ধৈর্য ধরে বসে থাকো, এখুনি ঝোপে খর্‌খর্ আওয়াজ হবে, মনে হয় কাদায় গড়াগড়ি দিতে একটা শূয়োর আসবে। বাচ্ছা ঈগলেরা চেঁচালো, গ্রামে মোরগ ডাকলো কিম্বা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো। হাঁসের আওয়াজ পেলে বুঝতে হবে এখনো মাঝরাত হয়নি। এ সবকিছু আমার নখদর্পনে। হয়ত অনেক দুরে গুলির আওয়াজ শুনে ভাবতে লাগলে। বন্দুক কে ছুঁড়লো? শিকারের আশায় বসে-থাকা তোমার মত কোন কসাক? জন্তুটাকে মারতে পেরেছে কি? হয়ত শুধু চোট লেগেছে, আর বেচারা জন্তুটা খাগড়ার মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে রক্তের দাগ, পণ্ডশ্রম বটে। এটা আমার ভালো লাগে না, মোটেই পছন্দ করি না। কোন পশুকে কেন শুধু জখম করবে, আহাম্মকের মত? কিম্বা ভাবলে একটা আব্রেক্ হয়ত তরুণ অসাবধানী কোন কসাককে খুন করেছে। এ ধরণের নানা কথা মাথায় ঘুরবে। একবার নদীর ধারে বসে থাকতে থাকতে একটা বাচ্ছার দোলনা ভেসে আসছে দেখেছিলাম। দোলনাটার সব ঠিক, শুধু একটা কোণ ভাঙা। কত কী ভেবেছিলাম তখন। কার দোলনা হতে পারে? ভাবলাম তোমাদের শয়তান সৈন্যরা নিশ্চয়ই কোন চেচেন্ গ্রামে ঢুকে মেয়েদের ধরেছে, আর কোন শয়তান একটা বাচ্ছার পা দুটো ধরে মাথাটা দেয়ালে আছড়ে মেরেছে। এ রকম তারা করে না ভাবছো? হায়, মানুষের দয়ামায়া বলে কিছু নেই! এ রকম ভাবনায় আমার মন করুণায় ভরে গেল। ভাবলাম ওরা দোলনাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, বাড়ীর বউটাকে দিয়েছে বার করে, বাড়ীটা পুড়িয়েছে, আর স্বামীটা বন্দুক হাতে আমাদের এদিকে এসেছে লুঠ করতে। বসে থাকতে থাকতে নানা চিন্তা মনে আসে। তারপর ঝোপ ভাঙ্গবার অল্প আওয়াজ, বুক ধক্‌ধক্ করে। এদিকে এসো বাছাধনেরা। মনে হয় ওরা তোমার গন্ধ পাবে, তুমি স্থানু হয়ে বসে

থাকো, তোমার বুক ধক্‌ধক্‌ করে, এমন জোরে করে যে মনে হয় শূন্যে উঠে যাবে। এ বসন্তে একবার কয়েকটা বাচ্ছা শূয়োর কাছাকাছি এসেছিল, কালো কিছু চোখে পড়ল। পিতা ও পুত্রের নামে গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছি, এমন সময় শূকরীটা ঘোঁত ঘোঁত করে বাচ্ছাদের বলল: "হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! একটা লোক ওখানে বসে।" ঝোপ ভেঙ্গে দুড়দুড় করে ওরা পালিয়ে গেল। মনে হল শূকরীটার গায়ে দাঁত বসিয়ে দিই।'

'একটা লোক বসে, সেটা কী করে শূকরীটা বাচ্ছাদের বলতে পারে?'—ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'কেন পারবে না? তুমি কি ভাবো ওটার কোন বুদ্ধি নেই? না, মানুষের চেয়ে ওর বুদ্ধি বেশী, শূয়োর বলে যতই না ডাকো। ও সব জানে। এই ধরো, পায়ের চিহ্নের কাছাকাছি কেউ চলে গেল, কিন্তু চিহ্নটা তার নজরে পড়বে না; কিন্তু সেটার কাছে এলেই যে কোন শূয়োর শুঁকে বুঝতে পারে আর পালিয়ে যায়। এতে প্রমাণ হয় ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তাই নয়? নিজের গন্ধ তুমি নিজেই জানো না, কিন্তু ও জানে। আর একটা কথা বলতেই হবে: শূয়োরটাকে মারতে তুমি চাও, কিন্তু ওটা চায় জ্যান্ত অবস্থায় বনে ঘোরাফেরা করতে। তোমার আইন আর ওর আইন আলাদা। শূয়োর হতে পারে বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে খারাপ নয়—আমাদের সবাইকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সত্যিই বোকা, বোকা, বোকা।' বুড়ো কয়েকবার বলল, তারপর মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগল।

ওলেনিনও চিন্তান্বিতভাবে বারান্দা থেকে নেমে এসে পিছনে দুহাত একসঙ্গে করে আঙিনায় পায়চারী করতে লাগল।

এরশ্‌কা সজাগ হয়ে মাথা তুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল: মোমবাতির কম্পমান শিখার চারদিকে আলোর পোকাগুলি উড়ছে, নিজেদের পোড়াচ্ছে।

'কোন বুদ্ধি নেই', বলল সে, 'কোথায় উড়ে উড়ে পড়ছিস? কোন বুদ্ধি নেই', দাঁড়িয়ে উঠে মোটা আঙুলে পোকাগুলি তাড়াতে লাগল।

'পুড়ে মরবি যে, হাবা কোথাকার! ওদিকে ওড়্ না কেন, অনেক জায়গা আছে ওদিকে', মোটা মোটা আঙুল দিয়ে আলতোভাবে একটার পাখ্না ধরবার চেষ্টা করে, আর তাকে ছেড়ে দিয়ে নরম সুরে বলল এরশ্কা। 'নিজেকে মেরে ফেলছিস, তোর জন্য মায়া হয়।'

অনেকক্ষণ রইল সে, অনর্গল কথা বলে গেল, মাঝে মাঝে বোতলে চুমুক দিচ্ছে। আর ওলেনিন আঙিনায় পায়চারী করতে লাগল। হঠাৎ গেটের বাইরে ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনে অবাক হয়ে গেল। অনিচ্ছায় নিশ্বাস চেপে রেখে শুনল একটি মেয়ের হাসির শব্দ, একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর, তারপর চুম্বনের শব্দ। ইচ্ছে করে ঘাসে খস্‌খস্ আওয়াজ তুলে গেল সে আঙিনার অন্যদিকে; অল্পক্ষণ পরে কঞ্চির বেড়া কিচকিচ করে উঠল। বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল কালো চেরকেশ্যান কোট আর শাদা ভেড়ার লোমের টুপি পরা একজন কসাক (সে হল লুকাশ্কা), ওলেনিনকে ছাড়িয়ে চলে গেল শাদা রুমালে মাথা বাঁধা দীর্ঘাকৃতি একটি মেয়ে। মারিয়ান্‌কার দৃঢ় পদক্ষেপ যেন তাকে জানিয়ে দিল: 'তোমার আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই'। ওলেনিনের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল বাড়ীর দরজা পর্যন্ত, এমন কি যখন ঘরে ঢুকে মারিয়ান্‌কা রুমাল খুলে বেঞ্চে বসল জানলা দিয়ে দেখতে পেল। আর হঠাৎ যুবকের মন ভরে গেল নিঃসঙ্গ বিষাদে, অস্পষ্ট আকাংক্ষায় আর আশায়, কারো না কারো প্রতি ঈর্ষায়।

বাড়ী বাড়ী শেষ আলো নিভে গিয়েছে, শেষ সাড়াশব্দ থেমে গিয়েছে। কঞ্চির বেড়া, আঙিনায় বাঁধা গরুবাছুর, অন্ধকারে তাদের শাদা গায়ের সামান্য দীপ্তি, বাড়ীর ছাত আর সুঠাম পপ্‌লারগুলি,— সমস্ত কিছু যেন দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর গভীর শান্ত নিদ্রায়

আচ্ছন্ন। শুধু দূরের জলাতে ব্যাঙের অবিরত মুখর ডাক ওলেনিনের সজাগ কানে এল। পূবদিকে তারার সংখ্যা কমে আসছে, বাড়ন্ত আলোয় যেন গলে যাচ্ছে; কিন্তু ঠিক মাথার উপরে তারাগুলি আগের চেয়ে গভীর আর ঘন হচ্ছে। হাতে মাথা রেখে বুড়ো এরশ্‌কা ঝিমোচ্ছে। ও ধারের আঙিনায় একটা মোরগ ডাকল। কিন্তু ওলেনিন তখনো পায়চারী করছে, কিছু না কিছু ভাবছে। একসঙ্গে কয়েকজনের গাওয়া একটি গানের শব্দ ভেসে এল। ওলেনিন বেড়ার কাছে গিয়ে শুনতে লাগল। কয়েকটি তরুণ কসাক ফুর্তিতে গাইছে, সবার উপরে শোনা গেল একজনের তীক্ষ্ণ জোরালো গলা।

ঘুম থেকে উঠে বুড়ো জিজ্ঞেস করল: 'কে গাইছে জানো? আমাদের বীর লুকাশ্‌কা। একটা চেচেন মেরেছে ও, তাই আমোদ করছে। কিন্তু আনন্দ করবার কী আছে? বোকা, কী বোকা।'

'তুমি কখনো মানুষ মেরেছো?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

কনুই দুটোয় ভর দিয়ে বুড়ো সহসা উঠল, ওলেনিনের মুখের কাছে নিজের মুখ এনে চেঁচিয়ে বলল:

'কী জিজ্ঞেস করছো তুমি, শয়তান কোথাকার? ও বিষয়ে আর কথা বোলো না। মানুষ মারা যা-তা ব্যাপার নয়··· সাংঘাতিক ব্যাপার ওটা। যা হোক, শুভ রাত্রি, বন্ধু। তোমার মদ আর খাবার পেট ভরে খেয়েছি', উঠতে উঠতে সে বলল। 'কাল আসবো নাকি, শিকারের জন্য?'

'হ্যাঁ, এসো।'

'সকাল সকাল উঠো কিন্তু, বেশী ঘুমোলে জরিমানা দিতে হবে।'

'ভেবো না কিছু, তোমার আগেই উঠবো', উত্তর দিল ওলেনিন।

বুড়ো চলে গেল। গান থেমে গেল। পায়ের শব্দ আর খোশগল্প তখনো শোনা যাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরে আবার গান শুরু হল, কিন্তু

এবারে আরো দূরে। সেই গানে যোগ দিল এরশ্‌কার জোর গলা।
'কেমন লোক এরা আর কী রকম জীবন।' ভাবল ওলেনিন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একলা কুটিরে ফিরে এল।

১৬

এরশ্‌কা খুড়ো আর কর্মরত অবস্থায় নেই, একাকী থাকে। বছর বিশ আগে তার স্ত্রী অর্থোডক্স চার্চে যোগ দেয়, তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে একটি রুশ সার্জেণ্ট-মেজরকে বিয়ে করে। তার সন্তানাদি ছিল না। যৌবনে গ্রামের সবচেয়ে অসমসাহসিক ছোকরা ছিল সে কথাটা জাঁক করে বলেনি। রেজিমেণ্টের সবাই তার প্রাক্তন পরাক্রমের কথা জানত। একাধিক রুশ ও চেচেনের মৃত্যুর কথা তার বিবেকে জাগ্রত। পাহাড়ে লুঠপাট করত, রুশদেরও ছাড়ত না; দুবার জেল খেটেছে সে। জীবনের অধিকাংশ কেটেছে বনেজঙ্গলে, শিকারে। সেখানে দিনের পর দিন শুধু রুটি আর জল খেয়ে কাটাত। কিন্তু যখন গ্রামে থাকত তখন দিবারাত্রি হৈ-হুল্লোড় করত। ওলেনিনের ওখান থেকে ফিরে এসে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে আলো হবার আগেই জেগে উঠল। বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল গত সন্ধ্যায় আলাপ-হওয়া লোকটির কথা। ওলেনিনের সরলতা (মদ খাওয়াতে একেবারে কার্পণ্য করেনি সেই অর্থে সরলতা) তাকে খুব খুসী করেছিল। ওলেনিন মানুষটিকেও ভালো লেগেছিল তার। অবাক হল রুশেরা সবাই কেন এত সহজ সরল এবং অবস্থাসম্পন্ন, কেন কিছু না জেনেও তারা শিক্ষিত। গভীর চিন্তা করছিল এ সব বিষয়ে, আর ভাবছিল কী কী জিনিষ ওলেনিনের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারবে। এরশ্‌কা খুড়োর বাড়ী বড়ো গোছের, পুরোনোও নয়, কিন্তু মেয়েছেলে না থাকলে যে হাল হয় তার ছাপ অতি স্পষ্ট। কসাকদের স্বভাবসুলভ পরিচ্ছন্নতার তুলনায় গোটা

বাড়ীটা নোংরা আর অত্যন্ত অগোছালো। টেবিলের উপরে একটা রক্তের দাগ ভরা কোট; ময়দার কেকের আধ টুকরো পড়ে আছে পালক ছাড়ানো, থেঁতলানো একটা দাঁড়কাকের পাশে, দাঁড়কাকটি শিকারী শ্যেনের আহার্য। কাঁচা চামড়ার জুতো, বন্দুক একটা, ছোরা, ছোট একটা ব্যাগ, ভিজে কাপড়চোপড় আরো নানারকমের ছেঁড়া ন্যাকড়া বেঞ্চগুলোর উপরে ইতস্তত ছড়ানো। কোণে দুর্গন্ধ জলের টব, একজোড়া কাঁচা চামড়ার জুতো তাতে ডোবানো, কাছেই একটা বন্দুক আর শিকারের পর্দা। মেঝেতে পড়ে রয়েছে কয়েকটা মরা ফেজাণ্ট আর একটা জাল। একটি ঠ্যাং-বাঁধা মুরগী টেবিলের কাছে ঘুরছে, নোংরা মেঝেতে ঠোকরাচ্ছে। নেভানো উনুনের মধ্যে ভাঙা বাটি, দুধে তৈরী কী একটা তাতে। উনুনের মাথায় একটা শিকারী শ্যেন খালি চেঁচাচ্ছে, চেষ্টা করছে পায়ের দড়িটা খুলে ফেলতে। ধারে শান্তভাবে বসে একটা পালকহীন বাজপাখী মুরগীটিকে আড়চোখে দেখছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। শুধু সার্ট পরে এরশ্‌কা খুড়ো দেয়াল আর উনুনের মাঝখানে পাতা একটি ছোট খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে, তার বলিষ্ঠ পা দুটো উঁচু করে উনুনের উপরে রাখা। হাতে বাজ-পাখীটার আঁচড়ের দাগ মোটা আঙুলে খুঁটছে, দস্তানা না পরেই পাখীটাকে নিয়ে ঘোরা তার অভ্যাস। সারা ঘরটায়, বিশেষ করে বুড়োর কাছাকাছি ভাসছে নানা মিশ্রিত গন্ধ, উগ্র কিন্তু অপ্রীতিকর নয়, বুড়োর গা থেকে সর্বদাই এ রকম গন্ধ বেরুত।

'উইদে-মা, খুড়ো?' (খুড়ো ঘরে আছো না কি?) জানলা দিয়ে এলো কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, বুড়ো তক্ষুনি বুঝলো লুকাশ্‌কার গলা।

'উইদে, উইদে, উইদে। ঘরে আছি, ঘরে আছি।' বুড়ো চেঁচিয়ে বলল। 'ভেতরে এসো, পড়শী মার্কা, লুকা মার্কা। খুড়ো তোমার জন্য কী করতে পারে? বেষ্টনীর পথে না কি?'

প্রভুর গলা শুনে বাজপাখীটা ডানা ঝাপ্‌টিয়ে দড়িতে টান দিল।

লুকাশ্‌কাকে বুড়োর ভালো লাগত, নবীন কসাকদের প্রতি তার সাধারণ অবজ্ঞার ভাব থেকে শুধু লুকাশ্‌কা বাদ পড়ত। তাছাড়া, লুকাশ্‌কা ও তার মা নিকট প্রতিবেশী বলে প্রায়ই বুড়োকে মদ, ছানা আর বাড়ীর তৈরী অন্যান্য জিনিষ দিত, যা এরশ্‌কার ছিল না। চিরকাল এরশ্‌কা খুড়ো নানা উত্তেজনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার নানা আসক্তি ও মোহের ব্যাখ্যা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সে করত। 'কেন দেবে না শুনি! দেবার অবস্থা আছে ওদের', নিজেকে বলত, 'ওদের কিছু তাজা মাংস দেবো, কিম্বা একটা পাখী, ওরা তাহলে খুড়োকে ভুলবে না, কখনো কখনো পিঠে কিম্বা কেক আনবে।'

'সুপ্রভাত, মার্কা! তোমাকে দেখে খুসী হয়েছি', প্রফুল্ল গলায় বলল এরশ্‌কা, খালি পা তাড়াতাড়ি নামিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল, ক্যাঁচকেঁচে মেঝেতে দু এক পা হেঁটে বাঁকা পা দেখল, পায়ের চেহারা দেখে মজা লাগাতে হঠাৎ হেসে গোড়ালি দিয়ে একবার, দুবার মাটি ঠুকে এক চক্কর নেচে নিল। ছোট ছোট চোখ চক্‌চক্‌ করছে, জিজ্ঞেস করল: 'বেড়ে নেচেছি, কী বলো?' লুকাশ্‌কা অল্প হাসল। 'বেষ্টনীতে ফিরে যাচ্ছো?' বুড়ো বলল।

'বেষ্টনীতে থাকার সময় চিখির দেবো বলেছিলাম, সেটা এনেছি।'

'যীশু তোমার ভালো করুন', বুড়ো বলল। ঢলঢলে পাতলুন মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সেটা আর বেস্‌মেত পরে কোমরে বেল্ট লাগাল, মাটির একটা ভাঁড় থেকে জল ঢেলে হাত ধুয়ে পুরোনো পাতলুনে হাত মুছে এক টুকরো চিরুণী দিয়ে দাড়ি আঁচড়াল, তারপর লুকাশ্‌কার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তৈয়ার'।

লকাশ্‌কা একটি পানপাত্র এনে সেটা মুছে মদ ঢেলে বেঞ্চে বসে বুড়োকে দিল।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে পানপাত্রটি নিয়ে এরশ্‌কা বলল: 'তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি। পিতা আর পুত্রের নাম করি। তোমার সব মনস্কামনা পূর্ণ হোক্‌, বীর থাকো, সামরিক ক্রস্‌ বাছা যেন পাও।'

প্রার্থনার পর লুকাশ্‌কাও একটু পান করল তারপর পানপাত্রটি টেবিলে রাখল। বুড়ো উঠে একটা শুকনো মাছ বের করে দোরগোড়ায় ফেলে নরম করবার জন্য লাঠি দিয়ে থেঁতলাল, তার একমাত্র নীল প্লেটে কর্কশ হাতে মাছটাকে বসিয়ে টেবিলে রাখল।

'যা চাই সবই আমার আছে, চাটের অভাব নেই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', বলল গর্বিতভাবে। 'আচ্ছা, মোসেভের খবর কী?'

বুড়ো কী বলে শোনবার জন্য লুকাশ্‌কা তার কাছ থেকে করপোরালের বন্দুক নেবার ঘটনাটি বলল।

'বন্দুকের কথা ছেড়ে দাও। বন্দুক না দিলে কোন পুরস্কার পাবে না ত', বলল বুড়ো।

'কিন্তু খুড়ো, লোকে বলে যে অশ্বারোহী কসাক না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ কিছু পুরস্কার মেলে না, আর বন্দুকটা চমৎকার, দাম হবে আশি রুবল।'

'ছেড়ে দাও ওটা। একবার একটা অফিসারের সঙ্গে আমার এরকম ঝগড়া হয়, আমার ঘোড়াটা সে চায়। আমাকে বলে "ঘোড়াটা দিয়ে দাও, তোমাকে করনেট বানিয়ে দেবো"। আমি দিইনি, তার ফলে কিছুই পাইনি।'

'তা ঠিক, খুড়ো, কিন্তু আমাকে একটা ঘোড়া কিনতে হবে, আর লোকে বলে নদীর ওপারে পঞ্চাশ রুবলের কমে ঘোড়া পাওয়া যায় না। মা তো এখনো মদ বেচে দেয়নি।'

'আমরা মোটেই মাথা ঘামাতাম না', বুড়ো বলল। 'তোমার বয়সে আমি নোগাইদের কাছ থেকে ঘোড়ার দলকে দল চুরি করে তেরেক

পার করে এনেছি। মাঝে মাঝে তো দু পাঁইট ভদ্‌কা কিম্বা একটা ফেল্ট ক্লোকের বদলে ভালো ঘোড়া দিয়ে দিতাম।'

'এত সস্তায় কেন?' লুকাশ্‌কা বলল।

'একেবারে গাধা তুমি, কিচ্ছু বোঝো না', অবজ্ঞাসূচকভাবে বুড়ো বলল। 'লোকে চুরি করে কেন? কিপ্‌টে যাতে না হতে হয় তার জন্য। আর তোমরা, তোমাদের দেখে মনে হয় কী করে ঘোড়া চুরি করতে হয় তার ঘুণাক্ষরও জানো না। কথা বলছো না কেন?'

'কী আর বলব, খুড়ো। মনে হচ্ছে আমাদের জাত আলাদা।'

'একেবারে গাধা তুমি, মার্কা। জাত আলাদা।' লুকাশ্‌কাকে ভেঙচিয়ে বুড়ো উত্তর দিল। 'তোমার বয়সে আমি মোটেই তোমার মত ছিলাম না।'

'সেটা কী রকম?'

অবজ্ঞার সঙ্গে বুড়ো মাথা ঝাঁকানি দিল। 'এরশ্‌কা খুড়ো সহজ সরল ছিল, কিছু দিতে থুতে কখনো দ্বিধা করত না। সারা চেচ্‌নিয়ার সঙ্গে তাই আমার দোস্তি ছিল। কোন কুনাক এলে ভদকা খাইয়ে তাকে মাতাল আর খুসী করে দিতাম, ছেড়ে দিতাম নিজের বিছানা, আর তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কোন উপহার, পেশকেশ নিয়ে যেতাম। এই ভাবেই তো চলা উচিত, তোমাদের মত নয়। এখনকার ছেলেদের একমাত্র আনন্দ হল বীজ দাঁত দিয়ে কড়কড় করে ভাঙা আর খোলাগুলো থুথু করে ফেলা।' অবজ্ঞাসূচক ভাবে, আজকালকার কসাকদের বীজ ভাঙা আর থুথু করে খোলা ছিটনোকে ব্যঙ্গ করল বুড়ো।

'তা জানি', লুকাশ্‌কা বলল। 'তুমি হক্‌ কথাই বলেছো।'

'যদি আসল মানুষ হতে চাও তাহলে দ্‌জিগিত হও, চাষা নয়। এমন কি চাষা পর্যন্ত ঘোড়া কিনতে পারে, ফেলে টাকা, নেয় ঘোড়া।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল।

‘গ্রামে আর বেষ্টনীতে ভয়ানক একঘেয়ে লাগে, খুড়ো, কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ করার কোন জায়গাও নেই। আমাদের সব ছোকরারাই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আছে। ধরো, নাজার্‌কা। সেদিন যখন চেচেন্‌দের গ্রামে গেলাম, গিরেই খাঁ নোগাইতে আমাদের আসতে বলল ঘোড়ার জন্য। কিন্তু কেউ গেলো না। আমি একা একা কী করে যাই?’

‘তোমার খুড়ো আছে কেন? তুমি কি ভাবো আমি শুকিয়ে গিয়েছি? মোটেই শুকিয়ে যাইনি। একটা ঘোড়া জোগাড় করে দাও, এক্ষুনি নোগাই যাবো।’

‘বাজে কথা ছাড়ো। বরঞ্চ বলো গিরেই খাঁকে নিয়ে কী করা যায়। ও বলে: “তেরেকের ধারে ঘোড়াগুলোকে একবার শুধু এনে ফেল, এক দল আনলেও থাকবার জায়গা চুঁড়ে দেবো।” ও লোকটাও তো চেচেন, ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না।’

‘গিরেই খাঁকে বিশ্বেস করতে পারো, ওর জাতিবর্গ সবাই ভালো লোক ছিল। ওর বাপ ছিল আমার বিশ্বস্ত কুনাক্। খুড়োর কথা শোনো, তোমাকে ভুল শিক্ষা আমি দেবো না। গিরেই খাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নাও, তাহলে সবকিছু ঠিক থাকবে। ওর সঙ্গে যদি যাও, পিস্তল সব সময়ে তৈয়ার রাখবে, বিশেষ করে ঘোড়াগুলো ভাগ করার সময়। একবার একটা চেচেন আমাকে মেরে ফেলেছিল প্রায়, তার কাছে একটা ঘোড়ার বদলে দশ রুবল চেয়েছিলাম বলে। লোকজনকে বিশ্বাস করা ভালো কথা, কিন্তু বন্দুক নিয়ে কখনো ঘুমিয়ে পড়ো না।’

মনোযোগ সহকারে লুকাশ্‌কা বুড়োর কথা শুনছিল।

‘ভালো কথা, খুড়ো, তোমার কাছে পাথর-কুচি ঘাস আছে?’ কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করল।

‘নেই, কিন্তু কী করে পাওয়া যায় বলতে পারি। তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে, বুড়োকে ভুলো না। বলব কী করে পাওয়া যায়?’

'বলো, খুড়ো।'

'কাছিমটা জানো তো? কাছিমটা একেবারে শয়তানী।'

'জানি।'

'ওর বাসাটা খুঁজে বের করে চারদিকে ঘিরে দাও যাতে ওটা ভেতরে ঢুকতে না পারে। বেটি আসবে, চারদিক ঘুরবে, তারপর যাবে পাথর-কুচি ঘাস খুঁজতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু পাথর-কুচি ঘাস এনে বেড়া ভেঙ্গে ফেলবে। মনে রেখো, তার পরদিন সকাল সকাল তোমাকে যেতে হবে, যেখানে বেড়াটা ভাঙ্গা সেখানে পাথর-কুচি ঘাস পাবে। যেখানে খুসী নিয়ে যেতে পারো, তালাচাবি কিম্বা গরাদ কিছুই তোমাকে রুখতে পারবে না।'

'নিজে কখনো চেষ্টা করে দেখেছো, খুড়ো?'

'না, নিজে কখনো চেষ্টা করিনি, তবে অনেক ভালো লোক এ বিষয়ে আমাকে বলেছে। আমি শুধু একটা তুক জানতাম, সেটা হল, ঘোড়ায় চড়বার সময় বলা: "জয়স্ত।" সেজন্য কেউ আমাকে মেরে ফেলতে পারেনি।'

'"জয়স্ত" ব্যাপারটা কী, খুড়ো?'

'জানো না বুঝি? কী রকম লোক বাপু তোমরা। যাক্ খুড়োকে জিজ্ঞেস করে ভালোই করেছো। শোনো, আর যা বলছি আমার সঙ্গে সঙ্গে আওড়াও:

"জয়স্ত জায়নবাসীরা,
দেখ তোমাদের রাজাকে।
আমরা ঘোড়ায় চড়ছি,
সোফোনিয়া কাঁদছে,
জাকারিয়াস্ কথা বলছে,
ফাদার মান্‌ড্রিচ্,
মানবজাতিকে বরাবর ভালোবেসে।"

'মানবজাতিকে বরাবর ভালোবেসে', বুড়ো পুনরাবৃত্তি করল। 'এখন জেনেছো তো? বলবার চেষ্টা করো।'

লুকাশ্‌কা হেসে উঠল।

'যাও খুড়ো, সত্যি এর জন্যেই তোমাকে কেউ মেরে ফেলেনি? হয়ত সেটা এমনিতেই ঘটেনি।'

'খুব সেয়ানা হয়েছো দেখছি! মুখস্থ করে এটা আবৃত্তি করো, তাতে কোন লোকসান হবে না। গান গেয়ে বলো: "জয়স্তু", গাইলে তোমার মঙ্গল হবে।' বুড়ো নিজেই তারপর হাসতে শুরু করল আর বলল, 'লুকা, তোমার নোগাইতে না যাওয়াই উচিত।'

'কেন?'

'দিনকাল বদলে গিয়েছে, তোমরাও আর আগেকার কসাকের মত নেই। তোমরা কসাকেরা সব এখন ছন্নছাড়া। আর দেখো দিকি কত রুশ আমাদের ঘাড়ে চেপেছে! তোমাদের ওরা আদালতে হাজির করবে। ও সব ছেড়ে দাও, ও কাজের যুগ্যি তোমরা নও। গির্‌চিক্ আর আমি, আমরা...'

বুড়ো আবার কোন অতি দীর্ঘ গল্প বলতে উদ্যত হয়েছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লুকাশ্‌কা বাধা দিল:

'সকাল হয়ে গিয়েছে খুড়ো, এবার আমাকে যেতে হবে। একদিন আমাদের ওখানে এসো না।'

'যীশু তোমার মঙ্গল করুন। আমি যাচ্ছি পল্‌টনের লোকটির কাছে, শিকারে নিয়ে যাবো কথা দিয়েছি। লোকটা ভালো মনে হয়।'

১৭

এরশ্‌কার কাছ থেকে লুকাশ্‌কা বাড়ী চলল। মাটি থেকে শিশিরে কুয়াশা উঠে গ্রামটিকে ঢাকছে। গরু বাছুর দেখা যায় না, কিন্তু চারিদিকেই তাদের নড়াচড়ার শব্দ। মোরগরা পরস্পরকে ডাকছে.

ডাকের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে। ক্রমশ আলো হয়ে আসছে, লোকেরা ঘুম থেকে উঠে পড়ছে। খুব কাছে এসে তবেই লুকাশ্‌কা তার আঙিনার শিশিরে ভেজা বেড়া, বারান্দা আর খোলা গোয়াল দেখতে পেল। কুয়াশাচ্ছন্ন আঙিনা থেকে আসছে কুঠারে কাঠ কাটার শব্দ। বাড়ীতে ঢুকল লুকাশ্‌কা। মা উঠে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে, কাঠ দিচ্ছে। ছোট বোন তখনো বিছানায় নিদ্রামগ্ন।

'কী লুকাশ্‌কা, তোর আমোদ-প্রমোদ শেষ হল?' মা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। 'রাত্রে কোথায় ছিলি?'

'গ্রামে', অনিচ্ছায় জবাব দিয়ে লুকাশ্‌কা বন্দুকের দিকে হাত বাড়াল, খাপ থেকে সেটা বের করে পরীক্ষা করে দেখল।

তার মা শুধু মাথা নাড়ল।

তাকের ওপর কিছু বারুদ ঢেলে, ছোট থলি থেকে কয়েকটা খালি কার্তুজ বের করে লুকাশ্‌কা সেগুলো ভর্তি করতে শুরু করল, কাপড় জড়ানো একটা গুলি দিয়ে প্রত্যেকটিকে সযত্নে ঠেসে ঠেসে। তারপর বারুদভর্তি কার্তুজগুলো দাঁত দিয়ে পরীক্ষা করে থলিটা সরিয়ে রাখল।

'আচ্ছা, মা, থলেগুলো খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেগুলো সারাতে বলেছিলাম, সারিয়েছো কি?'

'বোবা মেয়েটা কাল রাত্রে কী একটা সারাচ্ছিল। তোর কি এর মধ্যেই বেষ্টনীতে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেল? তোকে তো চোখেই দেখলাম না।'

'হ্যাঁ, তৈরী হয়ে গেলেই যেতে হবে', বারুদ বাঁধতে বাঁধতে বলল লুকাশ্‌কা। 'বোবা বোনটি কোথায়, বাইরে?'

'কাঠ কাটছে বোধ হয়। তোর জন্য খুব অস্থির হয়েছিল, আমাকে বলল, "ওর সঙ্গে মোটেই দেখা হল না"। মুখে এরকমভাবে হাত

দিয়ে, জিভ দিয়ে শব্দ করে আবার হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে, যেন বলতে চায়, "বড্ড মায়া হচ্ছে ওর জন্য।" মেয়েটাকে ডাকবো না কি? আব্রেকের ব্যাপারটা সমস্ত ও বুঝতে পেরেছে।'

'ওকে ডাকো তাহলে। আর আমার কিছু চর্বি রাখা ছিল, সেটা এনো, তলোয়ারটায় লাগাতে হবে।'

বৃদ্ধা বাইরে গেল, কয়েক মিনিট পরেই নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে লুকাশ্‌কার বোবা-কালা বোনটি ঘরে ঢুকলো। লুকাশ্‌কার চেয়ে ছ বছর বড়ো, দেখতে ঠিক ওর মতই হত যদি না মুখে থাকত স্থূলভাবে পরিবর্তনশীল একটা জড় ভাব, সব বোবা-কালাদের যেমন থাকে। তাপ্পি দেওয়া মোটা স্মক তার পরনে, খোলা পা দুটো কাদায় মাখা, মাথায় নীল রঙের পুরোনো রুমাল। ঘাড়, হাত আর মুখ পুরুষের মত পেশীবন্ধবহুল। জামাকাপড় আর চেহারায় বোঝা যায় কঠোর পুরুষালী কাজে সে অভ্যস্ত। হাত বোঝাই কাঠ এনে উনুনের পাশে ফেলল, হাসিতে সমস্ত মুখ কুঁচকে গেল। ভাই'এর কাছে এসে, পিঠে হাত দিয়ে হাত, মুখ, সমস্ত শরীর দিয়ে নানা দ্রুত ইসারা করতে লাগল।

মাথা নেড়ে লুকাশ্‌কা বলল, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, স্তেপ্‌কা। সবকিছু তুমি নিয়ে এসেছো, সবকিছু সারিয়েছো, বড়ো লক্ষ্মী তুমি। এই নাও তোমার পুরস্কার।' পকেট থেকে দুটো বিস্কুট তাকে দিল।

বোবা মেয়েটির মুখ খুসীতে রক্তিম হয়ে গেল, আনন্দসূচক নানারকম অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল সে। বিস্কুট দুটো হাতে নিয়ে তার অঙ্গভঙ্গী হল আরো দ্রুত, মোটা আঙুল মুখ আর ভুরুর উপরে বারবার বুলিয়ে একটি দিকে ক্রমাগত দেখাতে লাগল। কী বলছে বুঝতে পেরে লুকাশ্‌কা অল্প হেসে মাথা নাড়তে লাগল। ও বলছিল মেয়েদের

মিঠাই খাওয়াতে, বলছিল মেয়েরা লুকাশ্‌কাকে পছন্দ করে আর একটি মেয়ে, মারিয়ান্‌কা—সেরা মেয়ে সে—তাকে ভালোবাসে। মারিয়ান্‌কার বাড়ীর দিকে দেখিয়ে দিয়ে, নিজের ভুরু আর মুখ দেখিয়ে, চুম্বনের শব্দ করে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল মারিয়ান্‌কার কথা বলছে। মারিয়ান্‌কা যে লুকাশ্‌কাকে ভালোবাসে সেটা বোঝালো বুকে হাত দিয়ে, হাতে চুমু খেয়ে আর কাউকে যেন আলিঙ্গন করছে এমন ভাব করে। মা ফিরে এসে দেখল বোবা মেয়েটি কী বলছে, দেখে হেসে মাথা নাড়ল। মাকে বিস্কুট দেখিয়ে মেয়েটি আবার আনন্দসূচক শব্দ করল।

'সেদিন উলিত্‌কাকে বললাম যে ঘটক পাঠাবো', মা বলল। 'ভালোভাবেই কথাটা সে নিলো।'

কোন কথা না বলে লুকাশ্‌কা মা'র দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'মদ বেচার কী হল, মা? আমার যে একটা ঘোড়া দরকার।'

'সময় হলে বাজারে পাঠাবো। পিপেগুলো ঠিক করতে হবে', মা বলল, বাড়ীর ব্যাপারে ছেলের হস্তক্ষেপ মোটেই চায় না স্পষ্টত বোঝা গেল। 'বাইরে গিয়ে প্রবেশপথে একটা ব্যাগ দেখবি। পড়শীদের কাছে ধার করেছি ওটা, বেষ্টনীতে নিয়ে যাবার জন্য ওতে কিছু আছে। ওটা কি তোর জিনের থলেতে রাখবো?'

'আচ্ছা তাই রাখো। আর যদি গিরেই খাঁ নদী পার হয়ে আসে তাহলে বেষ্টনীতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। অনেকদিন আর ছুটি পাবো না, ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে।'

রওনা হবার জন্য সে তৈরী হতে লাগল।

'ওকে পাঠিয়ে দেবো', বৃদ্ধা বলল। 'কাল সারা রাত ইয়াম্‌কার ওখানে ফুর্তি করেছিস, তাই নয়? গরুবাছুর দেখতে রাত্তিরে বেড়িয়েছিলাম, মনে হল তোর গলা শুনলাম, গান গাইছিলি।'

উত্তর না দিয়ে লুকাশ্‌কা প্রবেশপথে গেল, ব্যাগগুলো কাঁধে ফেলে, কোটের প্রান্ত গুটিয়ে বন্দুকটা নিল, দোরগোড়ায় দাঁড়াল একবার।

'যাই তাহলে, মা', বেরিয়ে গেট বন্ধ করতে করতে বলল। 'নাজার্‌কার সঙ্গে মদের পিপে একটা পাঠিয়ে দিও, কসাকদের কথা দিয়েছি আমি। ওটা নিতে নাজার্‌কা আসবে।'

'যীশু তোকে রক্ষা করুন, লুকাশ্‌কা। ভগবান তোকে দেখুন। নতুন পিপে থেকে কিছু মদ পাঠাবো', বেড়ার কাছে গিয়ে বৃদ্ধা বলল। বেড়ার উপরে ঝুঁকে বলল, 'একটা কথা শোন।'

লুকাশ্‌কা থামল।

'এখানে ফুর্তি করছিস, কর, বলবার কিছু নেই। ছোকরা বয়সে ফুর্তি করবি না কেন? আর ভগবান তোকে সৌভাগ্যবান করেছেন। ভালো কথা সেটা। কিন্তু এখন সাবধানে থাকিস, বাছা। কোন গোলমালে জড়িয়ে পড়িস না যেন… আর সব সময়ে উপরওয়ালাদের খাতির করে চলিস, সেটা অবশ্য কর্তব্য। আমি মদ বেচে ঘোড়া কেনার টাকা দেবো, মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা', ভুরু কুঁচকে তার ছেলে জবাব দিল।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বোবা বোনটি আওয়াজ করল, চেচেনের কামানো মাথা বোঝাবার জন্য নিজের মাথা আর করতল দেখালো, তারপর ভ্রূকুটি করে বন্দুক নিশানা করছে ভান করে চেঁচিয়ে উঠল, খুব তাড়াতাড়ি গুনগুন করে উঠে বারবার মাথা নাড়াতে লাগল। তার মানে লুকাশ্‌কার আর একটি চেচেন্‌ মারা উচিত।

লুকাশ্‌কা সেটা বুঝে হাসল, ক্লোকের নিচে পিঠে বন্দুক রেখে দ্রুত, লঘু পদক্ষেপে চলে গেল ঘন কুয়াশায়।

দোরগোড়ায় কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধা ফিরে এল ঘরে, অবিলম্বে আবার কাজ শুরু করল।

১৮

বেষ্টনীতে লুকাশ্‌কা যখন রওনা হল ঠিক সে সময় এরশ্‌কা খুড়ো কুকুরদের শিস দিয়ে ডেকে, বেড়া টপকে পিছনের অলিগলি দিয়ে ওলেনিনের ওখানে গেল। শিকারে যাবার সময়ে কোন মেয়েকে দেখা সে অপছন্দ করত। ওলেনিন তখনো নিদ্রামগ্ন। এমন কি ভান্যুশা পর্যন্ত জাগ্রত হলেও বিছানা ছাড়েনি, শুয়ে শুয়ে ভাবছে ওঠবার সময় হয়েছে কি না, এমন সময় বন্দুক কাঁধে, শিকারীর পুরো সাজে এরশ্‌কা খুড়ো দরজা খুলল।

ভারী গলায় চেঁচিয়ে বলল: 'মোটা লাঠি চাই একটা! হুঁশিয়ার! চেচেন্‌রা এসে পড়েছে! ইভান্‌, তোমার কর্তার জন্য সামোভার তৈরী কর; আর তুমিও চটপট উঠে পড়ো! জলদি, জলদি! আমাদের রেওয়াজ এটা, বাচ্ছা মেয়েরা পর্যন্ত উঠে পড়েছে, জানলা দিয়ে দেখ, ও মেয়েটা জল আনতে যাচ্ছে আর তুমি এখনো শুয়ে আছো!'

ওলেনিনের ঘুম ভেঙে গেল, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল সে, বুড়োকে দেখে আর তার গলা শুনে তার বেশ তাজা আর হালকা লাগল।

'জলদি, জলদি', চেঁচিয়ে বলল ভান্যুশাকে।

'তুমি বুঝি এইভাবে শিকারে যেতে?' বুড়ো বলল। 'অন্যেরা সকালের খাবার খাচ্ছে, আর তুমি এখনো বিছানায় শুয়ে। লিয়াম্‌, কোথায় যাচ্ছিস?' কুকুরটাকে ডাকল। 'তোমার বন্দুক তৈরী?' এত চেঁচিয়ে বলল যেন ঘরে একগাদা লোক।

'অন্যায় হয়েছে মানছি, কিন্তু কী করব? বারুদটা কোথায়, আর টিপলেগুলো, ভানুাশা?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'জরিমানা!' বুড়ো চেঁচিয়ে বলল।

দন্ত বিকাশ করে ভানুাশা জিজ্ঞেস করল: 'দ্যু তে ভুলেভু?'*

'তুমি আমাদের লোক নও, তোমার ও কিচিরমিচির আমাদের মত নয়, শয়তান কোথাকার।' দাঁতের গোড়া দেখিয়ে ভানুাশাকে চেঁচিয়ে বুড়ো বলল।

'প্রথম অপরাধ সর্বদাই মার্জনীয়', লম্বা বুট পরতে পরতে প্রফুল্ল কণ্ঠে ওলেনিন বলল।

'প্রথম অপরাধ মাপ করা গেল', এরশ্কা জবাব দিল, 'কিন্তু আর একবার হলে এক বালতি চিখির জরিমানা হবে। আরো গরম হলে কোন হরিণের পাত্তা পাবে না।'

'আর যদি বা একটা পাই, সেটা আমাদের চেয়ে সেয়ানা', গত সন্ধ্যায় বুড়ো যা বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করে ওলেনিন বলল, 'তাকে ঠকাতে পারবে না।'

'হাসতে চাও হাসো। একটা মারো আগে, তারপর কথা বোলো। জলদি করো। দেখ বাড়ীর কর্তা নিজে আসছে তোমাকে দেখতে', জানলা দিয়ে তাকিয়ে এরশ্কা বলল। 'কেমন সাজগোজ করেছে দেখ। অফিসার যে সেটা জানাবার জন্য নতুন কোট চাপিয়েছে। কেমন সব লোক এরা, কেমন সব লোক।'

আর সত্যিই ভানুাশা এসে ঘোষণা করল বাড়ীর কর্তা ওলেনিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'লারজ্যান।'** গভীরভাবে বলল সে, সাক্ষাতের তাৎপর্যটা

---

* চা খেতে চান?

** টাকা।

প্রভুকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। তাকে অনুসরণ করে হেলে দুলে ঘরে এল গৃহকর্তা, অফিসারের তকমা লাগানো নূতন চেরকেশ্যান কোট গায়ে, পায়ে চক্‌চকে লম্বা জুতো (চক্‌চকে জুতো কসাকদের মধ্যে বিরল), এসে ওলেনিনকে অভ্যর্থনা করল।

ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ্‌ 'শিক্ষিত' কসাক। খাস রাশিয়া সে দেখেছে, স্কুলে পড়ায়, সবচেয়ে বড়ো কথা হল যে সে 'অভিজাত'। তাকে দেখে সবাই 'অভিজাত' মনে করে সেটা চাইত কিন্তু লোকে না ভেবে পারত না যে তার শালীনতার হাস্যকর প্রয়াস, ভড়ং, আত্ম-সন্তোষ, কথাবার্তা বলার বিদঘুটে ঢং, সবকিছু সত্ত্বেও সে ঠিক এরশ্‌কা খুড়োর মত আর একজন। তার রোদে-পোড়া মুখ, হাত আর লাল নাকও সে কথাটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করত। ওলেনিন তাকে বসতে বলল।

'সুপ্রভাত, ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ্‌ মহাশয়', বলল এরশ্‌কা, এতখানি আনত হয়ে যে সেটা ওলেনিনের কাছে ব্যঙ্গসূচক লাগল।

'সুপ্রভাত, খুড়ো। এরি মধ্যে এসে পড়েছো দেখছি', উদাসীন ভাবে মাথা নেড়ে অফিসার জবাব দিল।

বয়স তার বছর চল্লিশ, পাকা, ছুঁচলো দাড়ি, শুকনো দোহারা চেহারার সুদর্শন লোক, বয়সের তুলনায় এখনো বেশ নবীন। ওলেনিন যদি তাকে সাধারণ কসাক ভাবে সে ভয়ে সে সন্ত্রস্ত, চাইছিল গোড়া থেকেই ওলেনিন বুঝুক সে একটা কেউ-কেটা।

'এ হচ্ছে আমাদের ইজিপ্‌সান্‌ নিমরড্‌', আত্ম-সন্তুষ্টভাবে হেসে সে বুড়োকে দেখাল। 'প্রভুর সামনে দুর্দান্ত শিকারী বটে, সব ব্যাপারে আমাদের সেরা আদমী। ওর সঙ্গে আলাপ করে আপনি ইতিমধ্যেই খুসী হয়েছেন দেখছি।'

ভিজে, কাঁচা চামড়ার জুতো-পরা পায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এরশ্‌কা খুড়ো অফিসারের ধূর্ত বুদ্ধির কথা ভেবে গম্ভীরভাবে

মাথা নাড়ল, অনুচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করল 'জিপ্‌সান্ নিমরড্! লোকটা কত কী না জানে।'

'হ্যাঁ, শিকারে যাবার মতলব আছে আমাদের', ওলেনিন বলল।

'তাই নাকি! কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

'কী করতে পারি বলুন?'

'আপনি তো দেখছি ভদ্রলোক', ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ্ শুরু করল, 'আর আমিও নিজেকে অফিসার শ্রেণীর লোক গণ্য করি তাই আমরা দুজনে ভদ্রলোকের মত উন্নতভাবে আপোষ আলোচনা করতে পারি' (একবার থেমে হেসে সে ওলেনিন এবং বুড়োর দিকে তাকাল)। 'কিন্তু আমার অনুমতিক্রমে যদি বাসনা করেন তাহলে বলি, যেহেতু আমার স্ত্রী আমাদের শ্রেণীর নির্বোধ মেয়ে, সেহেতু আপনার গতকালের কথা সম্যকভাবে সে বুঝতে পারেনি। সেজন্য রেজিমেণ্টাল এ্যাড্‌জুটাণ্টকে আমাদের ঘরবাড়ী, আস্তাবল বাদ দিয়ে মাসে ছ'রুবলে ভাড়া দেওয়া যায়, অবশ্য যদি কেউ ভাড়া না দেয় তাহলে তাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে দিতে পারি। তবু আপনি ভাড়া দিতে চান, সেজন্য আমিও, যেহেতু অফিসার পদের লোক, আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে স্থির করতে পারি, এবং এ জেলার বাসিন্দে হিসেবে, সবকিছু ঠিক করতে পারি, অবশ্য আমাদের প্রথা অনুসারে নয়, কিন্তু সব কিছু মানিয়ে…'

'বেশ গুছিয়ে বলতে পারে দেখছি', বুড়ো বিড়বিড় করে বলল।

অনেকক্ষণ ধরে অফিসার ব্যক্তিটি এইভাবে কথা চালিয়ে গেল। অবশেষে, অবশ্য সহজে নয়, ওলেনিন বুঝতে পারল যে মাসে ছ'রুবলে তাকে ঘর ভাড়া দিতে চায়। ওলেনিন তাতে সানন্দে রাজী হয়ে অভ্যাগতকে এক গেলাস চা খেতে বলল, কিন্তু অফিসারটি সেটি প্রত্যাখ্যান করল।

'পার্থিব গেলাস থেকে চা খাওয়া আমাদের নির্বোধ প্রথা অনুসারে অনেকটা পাপের মত', বলল সে। 'আমি শিক্ষিত, কিছুটা

বুঝতে পারি হয়ত, কিন্তু আমার স্ত্রী, তার মানবীয় দুর্বলতার জন্য …’

‘আচ্ছা, বেশ, আপনি চা পান করবেন?’

‘যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার নিজের ‘বিশেষ’ গেলাসটা নিয়ে আসি।’ দরজার বাইরে পা দিয়ে হাঁকলো, ‘আমার গেলাসটা নিয়ে এসো।’

কয়েক মিনিট পরে দরজাটা খুলে গেল, গোলাপী আস্তিনে, রোদে-পোড়া কিশোরী হাত গেলাস একটা ঠেলে ভিতরে দিল। সেটা তুলে নিয়ে করনেট ফিসফিস করে মেয়েকে কী যেন বলল। ওলেনিন করনেটের জন্য চা ঢালল ওর ‘বিশেষ’ গেলাসে আর ‘পার্থিব’ গেলাসে ঢালল এরশ্‌কার জন্য।

‘আমি আপনার দেরী করিয়ে দিতে চাই না অবশ্য’, প্রায় ঠোঁট পুড়িয়ে ঢকঢক করে গেলাসের গরম চা শেষ করে করনেট বলল। ‘মাছ্ ধরতে আমি বেজায় ভালোবাসি, এখানে এসেছি বলতে পারেন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে চিত্তবিনোদনের জন্য। ভাগ্য পরখ করার বাসনা আমারো আছে, যাতে তেরেকের কিছু দান আমার ভাগে পড়ে। আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আমাদের গ্রামের প্রথা অনুযায়ী মদ্যপান করবেন।’

আনত হয়ে ওলেনিনের সঙ্গে করমর্দন করে করনেট বেরিয়ে গেল। তৈরী হতে হতে ওলেনিন শুনল করনেট পরিবারের লোকজনকে প্রভুত্বসূচক ও বুদ্ধিমন্তভাবে নানারকম হুকুম করছে। আর কয়েক মিনিট পরে ওলেনিন দেখল যে জানলাটার পাশ দিয়ে সে চলে গেল, ছেঁড়াখোঁড়া একটা কোট গায়ে, পাতলুন হাঁটু অবধি গোটানো, কাঁধে মাছ্ ধরবার জাল।

‘বেটা ভয়ানক পাজী’, পার্থিব চায়ের গেলাস শেষ করতে করতে এরশ্‌কা বলল। ‘সত্যি সত্যি ওকে ছ’রুবল ভাড়া দেবে নাকি?

কখনো এরকম কথা শুনিনি। দু'রুবলে গ্রামের সেরা বাড়ী অনায়াসে পেতে পারো। বেটা নচ্ছার। বলো ত আমার ঘর তোমাকে তিন রুবলে ভাড়া দিতে পারি।'

'না, এখানেই থেকে যাবো', ওলেনিন বলল।

'ছ'রুবল! টাকা যেন খোলামকুচি!' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বুড়ো বলল। 'কিছু চিখির দাও ত ইভান!'

পাথেয় হিসেবে এক গেলাস ভদ্‌কা আর স্বল্প আহারের পর আটটা বাজবার আগেই ওলেনিন ও বুড়ো বেরিয়ে পড়ল।

দরজার কাছে দেখল একটা বলদে-টানা গাড়ী। মারিয়ান্‌কা বলদগুলোকে শিঙের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মাথার শাদা রুমালে প্রায় চোখ পর্যন্ত ঢাকা, স্মকের উপরে বেস্‌মেত, উঁচু বুট পায়ে, হাতে লম্বা ডাল।

'কী সুন্দরী তুমি', বুড়ো বলল, ভান করল যেন তাকে ধরবে।

তার দিকে ডাল তুলে মারিয়ান্‌কা হাসিমুখে সুন্দর চোখে দু জনের দিকে তাকাল।

ওলেনিনের ফুর্তি বেড়ে গেল।

কাঁধে বন্দুক রেখে বলল, 'চলো, এবার যাই'। মারিয়ান্‌কা যে তার দিকে তাকিয়ে আছে তাতে সে সচেতন।

পিছনে বেজে উঠল মারিয়ান্‌কার কণ্ঠস্বর, বলদগুলোকে কী বলছে, তারপর শোনা গেল গরুর গাড়ীটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে চলেছে।

পশু-চারণ ভূমির রাস্তা ধরে চলার সময় এরশ্‌কা ক্রমাগত বকে চলল। করনেটের কথা সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই, তাকে গালিগালাজ করতে লাগল।

'ওর ওপর তুমি এত চটা কেন?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'লোকটা বড়ো লোভী, সেটা আমার ভালো লাগে না', বুড়ো

উত্তরে বলল। 'মারা গেলে সমস্ত কিছু ফেলে যেতে হবে ওর, কার জন্য তাহলে জমাচ্ছে? দুটো বাড়ী তৈরী করেছে, মোকদ্দমা করে ভাই-এর কাছ থেকে আর একটা ফলের বাগান বাগিয়েছে। আর কাগজপত্তর লেখার ব্যাপারে লোকটা একেবারে কুকুরের মত। অন্য গ্রাম থেকে লোক আসে ওকে দিয়ে কাগজপত্তর লিখিয়ে নিতে। আর বেটা যা লেখে ঠিক তাই ঘটে। ঠিক মত লিখতে পারে। কিন্তু কার জন্য জমাচ্ছে? আছে তো মাত্র একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলে আর কে থাকবে?'

'মেয়ের বিয়ের যৌতুকের জন্য জমাচ্ছে তাহলে', ওলেনিন বলল।

'যৌতুক আবার কী? সবাই মেয়েটিকে চায়, খাসা মেয়েটা। কিন্তু বেটা এমন শয়তান যে বড়োলোক ছাড়া বিয়ে দিতে চায় না। মোটা টাকা চায়। ধর না, এই তো লুকা আছে, কসাক সে, পড়শী আমার, বোনপোও বটে, খাসা ছোকরা। একটা চেচেন্ ওই তো মেরেছে সেদিন। অনেকদিন ধরে মারিয়ান্‌কাকে বিয়ে করতে চাইছে, কিন্তু ওকে বিয়ে দেবে না। একটার পর একটা ছুতো তুলছে। বলে, মেয়ের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি। কিন্তু ও কী চায় আমি জানি। ও চায় যে ওরা ওকে অনুনয়বিনয় করে চলুক। শেষ পর্যন্ত ওরা লুকাশকার সঙ্গেই বিয়ে দেবে, কেননা লুকাশ্‌কা গ্রামের সেরা কসাক, দ্‌জিগিত সে, একটা আব্রেক্ মেরেছে, তার জন্য ক্রস্ পাবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা বুঝছি না। কাল রাত্রে আঙিনায় বেড়াবার সময় দেখলাম গৃহকর্তার মেয়ে আর একটি কসাক দুজনে দুজনকে চুমো খাচ্ছে', ওলেনিন বলল।

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না', থমকে দাঁড়িয়ে বুড়ো সজোরে বলল।

'দিব্যি করে বলছি।'

'বেটি একেবারে শয়তানী' বলে এরশ্‌কা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। 'কিন্তু কসাকটা কে ছিল?'

'সেটা দেখতে পাইনি।'

'আচ্ছা, ওর মাথায় কী ছিল, শাদা টুপি?'

'হ্যাঁ।'

'লাল কোট পরেছিল? লম্বায় কি তোমার মত?'

'না, আরো একটু লম্বা।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে এরশ্‌কা বলল: 'আরে, ও তো মার্কা নিজে। নাম ওর লুকা, কিন্তু ইয়ার্কি করে আমি ওকে মার্কা বলে ডাকি। তাহলে ও ছিল মার্কা। ওকে আমি ভালোবাসি। যৌবনে আমি ঠিক ওর মত ছিলাম। এসব ব্যাপারে মনে করার কী আছে? আমার প্রণয়িনী তার মা ও বৌদির সঙ্গে ঘুমোত, কিন্তু তবু রাত্রে আমি যেতাম। ওপরতলায় ও ঘুমোত, আর ওর ডাইনী মাটা ত একেবারে দানবী ছিল। আমাকে কি ঘেন্নাই না করত। যা হোক্, বন্ধুর সঙ্গে আমি যেতাম, তার নাম ছিল গির্‌চিক্। জানলার নিচে গিয়ে দাঁড়াতাম, বন্ধুটির কাঁধের ওপরে চড়ে জানলা খুলে অন্ধকারে হাতড়াতাম, ঠিক সেখানেই একটা বেঞ্চে মেয়েটি শুয়ে থাকত। একবার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়াতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমাকে চিনতে পারেনি। 'কে ওটা' বলে উঠল, কিন্তু জবাব দিতে পারলাম না। ওর মা নড়েচড়ে উঠল, কিন্তু আমি টুপিটা খুলে ওর মুখ চাপা দিলাম, তক্ষুনি চিনতে পারল সে, কারণ টুপিটা ছিল ছেঁড়া। দৌড়ে বাইরে এলো। সে সময় যা চাইতাম তাই পেতাম। মেয়েটি আমার জন্য ছানা, আঙুর আরো অনেক কিছু আনত।' যোগ করল এরশ্‌কা তার বৈষয়িক ভঙ্গীতে, 'আর ওই আমার একমাত্র প্রণয়িনী ছিল না। এই হল জীবন।'

'আর এখন?'

'এখন কুকুরটার পেছন পেছন যাই চলো, গাছের ওপরে ফেজাণ্ট একটা বসুক, তখন গুলি কোরো।'

'মারিয়ান্‌কার সঙ্গে চালাতে চেষ্টা কর না কেন?'

তার প্রিয় কুকুর লিয়াম্‌কে দেখিয়ে বুড়ো বলল: 'কুকুরগুলো দেখ। রাত্রে গল্পটা শেষ করবো।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকল।

তারপর প্রায় এক শ' পা যাওয়া না পর্যন্ত আবার আলাপ করতে লাগল। পথে পড়েছিল একটা গাছের ডাল, সেটা দেখিয়ে থেমে বুড়ো বলল:

'এটা কী মনে হয়? কিছুই না বুঝি? এভাবে পড়ে থাকা উচিত নয়। খারাপ লক্ষণ এটা।'

'খারাপ কেন?'

অবজ্ঞাসূচক ভাবে হেসে বুড়ো বলল: 'তুমি বাপু কিছুই জানো না দেখছি। যা বলছি শোন। গাছের ডাল ওরকমভাবে পড়ে থাকলে সেটা পেরিয়ে যেও না, ঘুরে যেও, কিম্বা এভাবে তুলে পথ থেকে ছুঁড়ে সরিয়ে দিয়ে বোলো: "পিতা, পুত্র আর পবিত্রাত্মার নামে", তারপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে যেও। তাহলে অশুভ কিছু ঘটবে না। এ কথা বুড়ো লোকেরা আমাকে বলেছে।'

'কী বাজে কথা সব বলছ? বরঞ্চ মারিয়ান্‌কার বিষয়ে আরো কিছু বল। ও কি লুকাশ্‌কার সঙ্গে চালিয়েছে?'

'চুপ্, কথা বোলো না এখন', ফিস্‌ফিস্ করে তাকে বাধা দিয়ে বুড়ো বলল। 'চুপ করে শোনো। আমরা বন ঘুরে যাবো।'

নিঃশব্দে কাঁচা চামড়ার জুতোয় পা গলিয়ে বুড়ো একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে বনের ঘন বুনো নিচু গাছপালার মধ্যে এল। মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করে ওলেনিনের দিকে তাকাচ্ছে, ও চলেছে খস্‌খস্

করে ভারী জুতোর আওয়াজ তুলে, এত অসাবধানে বন্দুকটা ধরেছে যে কয়েকবার রাস্তায় এসে পড়া গাছের ডালপালায় লেগে গেল।

'অত শব্দ কোরো না, চুপচাপ চলো, বীরপুঙ্গব', ক্রুদ্ধভাবে বুড়ো ফিস্‌ফিস্‌ করল।

সূর্য উঠেছে, হাওয়ার ধরণে বোঝা যায়। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গাছের মাথা তখনো ঢাকা। বনটাকে অসম্ভব উঁচু দেখাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে দৃশ্য যাচ্ছে বদলে। যেটা গাছ মনে হল সেটা দেখা গেল একটা ঝোপ, খাগড়াকে গাছ মনে হচ্ছে।

১৯

খাগড়ার ছাত থেকে কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে, নিচুর কুয়াশা রাস্তা আর বেড়ার পাশের ঘাসে ভিজে শিশিরে পরিণত হচ্ছে। সমস্ত উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। গ্রাম থেকে কেউ বা কাজে যাচ্ছে, কেউ বা নদীতে, কেউ বা বেষ্টনীতে। ভিজে ঘাসে ভরা রাস্তায় শিকারীরা পাশাপাশি চলেছে। লেজ নেড়ে প্রভুর দিকে ফিরে তাকিয়ে কুকুরগুলো রাস্তার দুধারে দৌড়লো। কোটি কোটি মশা হাওয়ায় উড়ছে, শিকারীদের তাড়া করছে, তাদের পিঠ, চোখ, হাত সব মশায় আচ্ছন্ন। হাওয়ায় ঘাসের আর জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। ওলেনিন বারবার ফিরে তাকাচ্ছে গরুর গাড়ীতে, যেখানে মারিয়ান্‌কা বসে ডাল দিয়ে বলদদের তাড়া করছে, সেদিকে।

নিস্তব্ধ বন। শুরুতে গ্রাম থেকে যে সব শব্দ আসছিল এখন আর শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু কুকুরগুলো দৌড়িয়ে গেলে বুনো কাঁটা-গাছগুলোর মড়মড়, কখনো কখনো পাখীর ডাক। ওলেনিন জানত বনে অনেক গুপ্ত বিপদ আছে, এরকম জায়গায় আব্রেক্‌রা সবসময় লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এটাও জানত বনে পায়ে হেঁটে গেলে বন্দুকের উপরে অনেকখানি নির্ভর করা যায়। ভয় সে পায়নি,

কিন্তু তার জায়গায় অন্য কেউ হলে ভয় পেত, এটা সে অনুভব করল। আর্দ্র, কুয়াশাচ্ছন্ন বনের দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে, ক্বচিৎ, অস্ফুট নানা শব্দ কান পেতে শুনে, বন্দুকটা মাঝে মাঝে শক্ত করে চেপে ধরছে, একটি নূতন প্রীতিকর অনুভূতি তার হল। সামনে এরশ্কা খুড়ো থেমে থেমে প্রত্যেকটি ডোবা নিবিষ্ট চিত্তে দেখছে, কোন জন্তুর আসা যাওয়ার জোড়া দাগ ওলেনিনকে দেখাচ্ছে। কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে সে, শুধু মাঝে মাঝে ওলেনিনকে ফিস্‌ফিস্‌ করে দু একটা জিনিষ জানাচ্ছে। যে পথে তারা যাচ্ছে সেটা এক কালে গরুর গাড়ীর চাকার চাপে হয়েছিল কিন্তু চাকার দাগ অনেকদিন হল ঘাসে ঢেকে গিয়েছে। দু'ধারে এল্‌ম্‌ আর প্লেন গাছের জঙ্গল এত ঘন আর লতাপাতায় ভরা যে কিছু দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেক গাছই গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত বুনো দ্রাক্ষালতায় জড়ানো; কালো নিবিড় কাঁটা-গাছে সমস্ত জমি আচ্ছন্ন। যেখানেই ফাঁকা জায়গা সেখানেই ব্ল্যাক-বেরির ঝোপ আর পাঁশুটে, পালকের মত খাগড়ার আন্দোলিত শিষ। পথ থেকে ঝোপজঙ্গলে মাঝে মাঝে চলে গিয়েছে বড়ো জন্তুর পথ চলার দাগ আর ফেজাণ্টের ছোট ছোট চোঙা আকারের পায়ের চিহ্ন। এই বনে কখনো গরুমোষ চড়েনি, এর বলিষ্ঠ বিস্তৃতি বারবার ওলেনিনকে নাড়া দিল, এরকম দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। ঘন অরণ্য, বিপদের আভাস, বুড়ো আর তার রহস্যজনক ফিস্‌ফিসানি, মারিয়ান্‌কার সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারা, আর পাহাড়, সব মিলিয়ে স্বপ্ন মনে হল।

ঘুরে তাকিয়ে মুখে টুপি টেনে বুড়ো ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল: 'একটা ফেজাণ্ট বসেছে। তোমার বদনখানি ঢেকে ফেল—একটা ফেজাণ্ট ওখানে।' ওলেনিনের দিকে বিরক্তির অঙ্গভঙ্গী করে, প্রায় হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। 'মানুষের মুখ ওরা মোটেই পছন্দ করে না।'

থেমে বুড়ো একটি গাছ দেখতে লাগল, ওলেনিন তখনো পিছনে। গাছের উপরে বসে একটা ফেজাণ্ট, কুকুরটা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করছে, তার দিকে চেয়ে পাখীটা কোঁক কোঁক করছে, ওলেনিনও পাখীটাকে দেখতে পেল। ঠিক সেই মুহূর্তে এরশ্কার বিরাট বন্দুক কামানের মত গর্জন করে উঠল, কিছু পালক ছড়িয়ে ঝটপট করে উড়ল পাখীটা, আর পড়ল মাটিতে। বুড়োর দিকে ওলেনিন যাচ্ছে, আর একটা পাখী উড়ল। বন্দুক তুলে টিপ করে ওলেনিন গুলি ছুঁড়ল। মুহূর্তের জন্য সোজা উড়ে গাছের ডালে লেগে পাখীটা মাটিতে পড়ল।

'খাসা লেড়কা', হেসে বুড়ো বলল। উড়ন্ত পাখী বুড়ো গুলি করতে পারত না।

ফেজাণ্টগুলো তুলে নিয়ে তারা আবার চলল। ঘুরে বেড়ানোয় আর প্রশংসায় উত্তেজিত হয়ে ওলেনিন বুড়োকে নানা কথা বলতে লাগল।

'থামো এবার, এদিকে চলো', বাধা দিয়ে এরশ্কা বলল। 'কাল ওখানে হরিণের পায়ের চিহ্ন দেখেছিলাম।'

ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে প্রায় তিন শ' পা গিয়ে একটা জায়গায় তারা এল, সেটা খাগড়ায় ভরা, কিছুটা আবার জলের নিচে। ওলেনিন বৃদ্ধ শিকারীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পরে এরশ্কা খুড়ো, প্রায় বিশ গজ দূরে তখন, থামল, মাথা নেড়ে তাকে আসতে ইসারা করল। কাছে এসে ওলেনিন দেখল এরশ্কা তাকে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখাচ্ছে।

'দেখছো?'

'হ্যাঁ', যতদূর সম্ভব শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করল ওলেনিন। 'মানুষের পায়ের দাগ দেখছি।'

চকিতে তার কুপারের 'পাথফাইণ্ডার' আর আব্রেক্দের কথা

মনে হল, বুড়ো রহস্যজনক ভাবে এগিয়ে চলল দেখে তাকে প্রশ্ন করতে ইতস্তত করল। ঠিক বুঝতে পারল না কেন বুড়োর এই রহস্যের ভাব, এর কারণ বিপদের আশঙ্কা না শিকারের আগ্রহ।

'না, এটা আমার পায়ের দাগ', খুব সহজভাবে বুড়ো জবাব দিয়ে, ঘাসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, সেখানে একটা জন্তুর পায়ের দাগ কোনক্রমে দেখা যাচ্ছে।

বুড়ো এগিয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে ওলেনিনও। প্রায় বিশ গজ গিয়ে আরো নিচু জমিতে নেমে তারা একটি বড়ো বিস্তারিত ন্যাসপাতি গাছের কাছে এল, তার নিচে কালো মাটিতে কোন জন্তু কিছুক্ষণ আগে বিষ্ঠাত্যাগ করে গিয়েছে।

জায়গাটি বুনো দ্রাক্ষালতায় ভরা, অন্ধকার আর ঠাণ্ডা ঘনিষ্ঠ নিকুঞ্জের মত।

'সকালেই এখানে এসেছিল', নিশ্বাস ফেলে বুড়ো বলল, 'যে জায়গায় থাকে সেটা এখনো স্যাঁতসেঁতে। এটা একেবারে টাটকা।'

হঠাৎ প্রায় দশ গজ দূরে হল বিকট কড়মড় আওয়াজ। চমকে উঠে দুজনেই বন্দুক বাগিয়ে ধরল, কিন্তু নজরে এল না কিছু, শুধু শোনা গেল গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। কোন জন্তু চার পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে, মুহূর্তের জন্য তার দ্রুত, নিয়মিত ধপ্‌ধপ শব্দ শোনা গেল, তারপর সে শব্দ ফাঁকা গুরুগুরু আওয়াজে পরিণত হয়ে দূরে ক্রমশ দূরে চলে গেল, ক্রমশ বৃত্তাকারে বনে বাড়তে লাগল তার প্রতিধ্বনি। ওলেনিনের মনে হল তার বুকের ভিতরে কী একটা হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছে। বৃথাই সবুজ ঝোপঝাড়ে উঁকি মেরে শেষ পর্যন্ত বুড়োর দিকে তাকাল। তখনো বন্দুক বুকে চেপে এরশ্‌কা খুড়ো স্থানুর মত দাঁড়িয়ে, টুপি মাথার পিছনে হেলানো, অস্বাভাবিক ভাবে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, হলদে, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতওয়ালা ক্রুদ্ধ খোলা মুখ, যেন শক্ত হয়ে গিয়েছে।

'বল্‌গা হরিণ।' অস্ফুট স্বরে বলে, হতাশায় বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুড়ো নিজের পাকা দাড়ি টানতে লাগল: 'একেবারে নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের ঘুরে পথ দিয়ে আসা উচিত ছিল। গাধা। একেবারে গাধা।' খুব জোরে দাড়িতে একটা টান দিয়ে বলল। 'গাধা, 'শূয়োর।' আবার বলল, যন্ত্রণায় দাড়ি টানতে টানতে। কুয়াশার মধ্যে বনের উপর দিয়ে কী যেন উড়ে চলে গেল; পলাতক হরিণের শব্দ দূরে, আরো দূরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত কিন্তু বলিষ্ঠ মনে ওলেনিন বুড়োর সঙ্গে যখন ফিরল তখন গোধূলি। রাত্রির খানা তৈরী। বুড়োর সঙ্গে পান আহারাদি করার পর ওলেনিনের বেশ উষ্ণ আর প্রফুল্ল লাগল, উঠে বারান্দায় গেল। সূর্যাস্তের আলোয় আবার পাহাড়ের সারি তার দৃষ্টি-পটে এল। আবার বুড়ো তাকে অফুরন্ত গল্প করল শিকারের, আব্রেক্‌দের, তার প্রণয়িনীদের, তার দুঃসাহসী, বেপরোয়া জীবনের। আবার মারিয়ান্‌কা আঙিনা দিয়ে গেল আর এল, ঘোরাফেরা করল; স্মকের ভিতর দিয়ে তার প্রখর কুমারী সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

২০

পরের দিন ওলেনিন একাই গেল সেখানে যেখানে তাকে আর বুড়োকে দেখে হরিণটা চমকে পালিয়েছিল। ঘুরে গেট দিয়ে না বেরিয়ে কাঁটার বেড়া টপ্‌কাল অন্যদের মত, কোটের কাঁটা তুলতে না তুলতেই এগিয়ে-যাওয়া কুকুরটার সামনে দুটো ফেজাণ্ট উড়ল। কাঁটা গাছের ঝোপে আসতেই প্রতি পদে মাটি ছেড়ে ফেজাণ্ট উঠছে (বুড়ো আগের দিন জায়গাটা তাকে দেখায়নি, তার ইচ্ছে ছিল এখানে পর্দার আড়ালে থেকে শিকার করবে)। বারো বার গুলি ছুঁড়ে পাঁচটা ফেজাণ্ট ওলেনিন মারল, কিন্তু ঝোপঝাড় ভেঙে তাদের পিছু ধাওয়া করে ক্লান্তিতে তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল।

কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে, বন্দুকের ঘোড়া খুলে কার্তুজে কিছু গুলি ভরে আস্তে আস্তে চলল কালকের জায়গাটিতে, চেরকেশ্যান কোটের আস্তিনে মশা তাড়াতে তাড়াতে। কুকুরটাকে কিন্তু সামলানো দায়, পথেই অনেক শিকারের চিহ্ন সে বারবার পাচ্ছে, আরো দুটো ফেজাণ্ট ওলেনিন মারল। তাদের খুঁজে বের করে কালকের পরিচিত স্থানে যখন পৌঁছল তখন প্রায় দুপুর।

উষ্ণ, পরিষ্কার, প্রশান্ত দিন। সকালের আর্দ্রভাব বনে পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে—অসংখ্য মশা ওলেনিনের মুখ হাত পিঠ ঢেকে ফেলেছে। কালো কুকুরটার পিঠে এত মশা যে ধূসর দেখাচ্ছে, ওলেনিনের কোটের অবস্থাও তাই,—কোট ফুঁড়ে মশা কামড়াচ্ছে। সব ছেড়ে পালাতে পারলে ওলেনিন বাঁচে; তার মনে হল গ্রীষ্মকালে গ্রামে থাকা অসম্ভব। বাড়ী ফিরতে পা বাড়িয়ে মনে হল যে অন্য লোকে এ ধরণের কষ্ট সইয়ে চলে, তখন সবকিছু সহ্য করবে স্থির করে মশা আর পোকামাকড়ের কাছে সে আত্মসমর্পণ করল। আর ব্যাপারটা বিচিত্র হলেও দুপুর হতে না হতে তার সত্যি বেশ ভালো লাগতে শুরু করল। এমন কি মনে হল বনটির বৈশিষ্ট আর সৌন্দর্য তার কাছে কমে যেত যদি জায়গাটা মশায় আচ্ছন্ন না হত, হাতে মাখামাখি মশার রক্ত আর ঘাম মুখে না লাগত, আর সর্বাঙ্গে অবিরত জ্বালার ভাব না থাকত। গাছপালার এই বন্য, বিপুল বদান্যতা, অসংখ্য জীবজন্তু, পাখী, অন্ধকার পত্রপুঞ্জ, সুগন্ধি উষ্ণ হাওয়া, ঝুঁকে পড়া ডালপালার নিচে তেরেক থেকে চুঁইয়ে আসা কত ঘোলা জলের ধাবমান নালা, সব কিছুর সঙ্গে অগণিত পোকামাকড় এত মানিয়ে গিয়েছে যে প্রথমে যেটা তার কাছে ভয়াবহ ও অসহনীয় মনে হয়েছিল সেটাই পরে প্রীতিকর ঠেকল। যেখানে হরিণ দেখেছিল তার চারদিক ঘুরে কিছু নজরে না আসাতে মনে হল বিশ্রাম করে। সূর্য ঠিক বনের উপরে, কোনো

খোলা জায়গায় কিম্বা রাস্তায় এলেই মুখে পিঠে কড়া রোদ লাগছে। কোমরে ঝোলানো সাতটা ফেজাণ্ট বেশ ভারী লাগছে। হরিণের খুরের কালকের চিহ্ন খুঁজে বের করে ওলেনিন একটি ঝোপে গুঁড়ি মেরে ঢুকল, হরিণটা যেখানে শুয়েছিল ঠিক তার কাছে শুয়ে পড়ল। ভালো করে দেখল চারপাশের অন্ধকার পত্রপুঞ্জ, একটা জায়গায় হরিণের ঘামের ছাপ পড়েছে, ওদিকে তার কালকের বিষ্ঠা, ওর হাঁটুর দাগ, লাফিয়ে ওঠার সময় কালো কালো মাটি ছিটকে এসেছে, ওলেনিনের নিজের পায়ের চিহ্নও আছে। ওলেনিনের বেশ ঠাণ্ডা আর আরাম লাগছিল, মনে তার কোন ভাবনা ও বাসনা নেই। আর হঠাৎ তাকে অভিভূত করল অকারণ আনন্দের একটি বিচিত্র অনুভূতি, সবকিছুর প্রতি অনুরাগ, তাই সে ছোটবেলায় যেমন করত তেমনভাবে বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে যেন কাকে ধন্যবাদ দিল। হঠাৎ, অস্বাভাবিক স্বচ্ছতায় সে ভাবল: 'এখানে এখন আমি, দ্‌মিত্রি ওলেনিন, সবার থেকে বিভিন্ন একটি মানুষ, শুয়ে আছি ভগবান জানেন কোথায়—এখানে থাকত একটা হরিণ, সুন্দর প্রাচীন একটা জীব, হয়ত কখনো মানুষের মুখ দেখেনি। এখানে আগে কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি, আমি যা ভাবছি কেউ ভাবেনি। এখানে আমি আর আমাকে ঘিরে নবীন ও প্রাচীন নানা গাছ, তার একটায় বুনো দ্রাক্ষালতার বাহার, ফেজাণ্টগুলো ফট্‌ফট্‌ করছে, এ ওকে তাড়া করছে, হয়ত নিহত সাথীদের গন্ধও পাচ্ছে।' ফেজাণ্টগুলোর গায়ে হাত দিয়ে দেখে তাদের উষ্ণ রক্ত কোটে মুছল। 'শেয়ালগুলোও গন্ধ পাচ্ছে হয়ত আর মুখ বেজার করে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। মাথার উপরে পাতার ফাঁকে ফাঁকে মশারা ঝুলছে আর গুন্‌গুন্‌ করছে, গাছের পাতা তাদের কাছে বিরাট দ্বীপের মত লাগে: একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, এক শ', হাজার, লক্ষ লক্ষ মশা, প্রত্যেকটাই গুন্‌গুন্‌ করে কিছু না কিছু বলছে, প্রত্যেকটাই অন্য থেকে বিভিন্ন দ্‌মিত্রি

ওলেনিন, যেমন আমি নিজে।' মশারা কী বলছে সুস্পষ্টভাবে কল্পনা করল: 'এদিকে, ছোকরারা, এদিকে এসো, এখানে খাবার মত একজন আছে।' তারপর ভন্‌ভন্‌ করে তার গায়ে লেগে থাকছে। স্পষ্টত তার মনে হল যে সে একজন রুশ অভিজাত নয়, মস্কো সমাজের জীব নয়, অমুক অমুকের বন্ধু কিম্বা অমুক অমুকের আত্মীয় নয়। সে একটা মশা, কিম্বা ফেজাণ্ট কিম্বা হরিণ, তার চারদিকে এখন যারা, ঠিক তাদের মত। 'ঠিক এদের মত, এরশ্‌কা খুড়োর মত কিছুদিন বেঁচে মরে যাব, আর খুড়ো যা বলে সত্যি, কবরের উপরে ঘাস গজাবে শুধু, আর কিছু নয়।'

'কিন্তু ঘাস গজালেই বা কী', সে ভাবতে লাগল, 'বাঁচতেই হবে আমাকে, সুখী হতে হবে, কারণ আনন্দই আমার একমাত্র বাসনা। আমি কী তাতে কিছু এসে যায় না—অন্যদের মত জীব আমি, মারা গেলে যার উপরে ঘাস গজাবে, আর কিছু হবে না, কিম্বা হয়ত একটা কাঠাম যাতে ঈশ্বরের এক টুকরো অংশ বসানো হয়েছে—তবুও শ্রেয়ভাবে আমাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু কী ভাবে বাঁচলে সুখী হব, আগে কেন আমি সুখী হইনি?' পুরোনো জীবনের কথা ভেবে নিজের প্রতি ঘৃণা হল। আগে প্রবল স্বার্থপরতায় অন্যের কাছে অনেক কিছু দাবীদাওয়া করত, সে সবের প্রয়োজন সত্যি তার কখনো ছিল না এখন বুঝতে পারল। পত্রপুঞ্জ ভেদ করে আসছে সূর্যের আলো, সূর্য নেমে যাচ্ছে, আকাশ পরিষ্কার, সব দেখে আবার আগেকার মত তার মন সুখে ভরে গেল। 'এখন এত সুখী লাগছে কেন, কীসের জন্য আগে আমি বাঁচতাম', ওলেনিন ভাবল। 'নিজের জন্য কত কিছু না চেয়েছি, কত মাথা খাটিয়েছি অথচ লজ্জা আর দুঃখ ছাড়া কিছু জোটেনি। আর এখন সুখী হবার জন্য আমার কিছুই চাই না।' হঠাৎ যেন সামনে দেখল নূতন আলো। 'সুখের মানে হল অপরের জন্য বাঁচা। এটা স্বতঃসিদ্ধ। সুখের

আবশ্যিকতাবোধ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সহজাত, তাই কোন অবৈধতা নেই তাতে। স্বার্থপরভাবে, অর্থাৎ নিজের জন্য ধনমান, আরাম কিম্বা প্রেম যেচে এই সুখের আবশ্যিকতাবোধ মেটাতে গেলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে সুখী হওয়া অসম্ভব হয়। এর মানে এই সব বাসনা হল অবৈধ, কিন্তু সুখের আবশ্যিকতাবোধ অবৈধ নয়। কিন্তু কী কামনা বহির্জগতের উপরে নির্ভর না করেও মেটানো যায়? সেগুলো কী? প্রেম আর আত্মত্যাগ।' তার কাছে এটা মনে হল নূতন সত্যোপলব্ধি, এটা আবিষ্কার করে এত আনন্দিত আর উত্তেজিত লাগল যে সে দাঁড়িয়ে উঠল, অধৈর্যভাবে এমন কাউকে চাইল যার জন্য আত্মত্যাগ করতে পারে, যাকে ভালোবাসতে পারে, যার মঙ্গল করতে পারে। 'যখন নিজের জন্য কোন কিছুর দরকার নেই, তখন অপরের জন্য বাঁচব না কেন?', বারবার ভাবল। বন্দুক তুলে নিল সে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এ বিষয়ে আরো ভাববে আর কারুর উপকার করার সুবিধা খুঁজবে এই ইচ্ছা। ঝোপঝাড় থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে চারিদিক দেখল: গাছের উপরে সূর্য আর দেখা যায় না, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়েছে, জায়গাটা অচেনা লাগল, গ্রামের আশেপাশের মত নয়। হঠাৎ সবকিছু যেন বদলে গিয়েছে, আবহাওয়া আর বনের বিশিষ্ট রূপ পর্যন্ত; আকাশ মেঘে ঢাকছে, গাছের মাথায় হাওয়ার জোরালো ধ্বনি, চারিদিকে খাগড়া আর জীর্ণ ভাঙ্গা গাছ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কোন জন্তুকে কুকুরটা তাড়া করেছিল, তাকে ডাকল, ডাকটা ফিরে এল, যেমন মরুভূমিতে ফিরে আসে। হঠাৎ ভয়াল আতঙ্ক তাকে আচ্ছন্ন করল। কাপুরুষের মত লাগল নিজেকে। মনে এল আব্রেক্‌দের কথা শোনা খুনখারাপীর কথা, হয়ত যে কোন মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে তাকে আক্রমণ করবে কোন চেচেন্, নিজেকে রক্ষার জন্য মরতে হবে কিম্বা কাপুরুষের মত ব্যবহার করতে হবে। ঈশ্বর এবং পরলোকের কথা ভাবল, অনেকদিন এভাবে ভাবেনি।

তাকে ঘিরে শুধু বিষণ্ণ, কঠোর, বন্য প্রকৃতি। 'কোন ভালো কাজ না করে যে কোন মুহূর্তে লোকের অগোচরে মরে যাবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহলে নিজের জন্য বাঁচার অর্থটা কী?' ওলেনিন ভাবল। চলল যে দিকে গ্রাম মনে হচ্ছে সে দিকে। শিকারের কথা আর মনে ছিল না, ভয়ানক ক্লান্ত সে, প্রত্যেকটি ঝোপ আর গাছ দেখছে একাগ্র দৃষ্টিতে, প্রায় আতঙ্কে, ভাবছে যে কোন মুহূর্তে জীবনের জবাবদিহি করতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর এল একটা নালার কাছে, তেরেকের বালুভরা ঠাণ্ডা জল তাতে আসছে, পথভ্রষ্ট যাতে না হয় তার জন্য নালা ধরে চলাই ঠিক করল। কোথায় পৌঁছবে না জেনে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ পিছনের খাগড়ায় খর্‌খর্‌ আওয়াজ হওয়াতে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে বন্দুক চেপে ধরল। পর মুহূর্তে তার নিদারুণ লজ্জা হল: ক্লান্ত কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে নালার ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে জল খাচ্ছে তার শব্দ।

ওলেনিনও জল খেল, তারপর কুকুরটা যে দিকে যেতে চাইছে সেদিকে গেল, তার ধারণা ওটা শেষ পর্যন্ত গ্রামে নিয়ে যাবে। কিন্তু কুকুরটা তাকে সঙ্গ দিলেও আশেপাশের সবকিছু আরো বিষণ্ণ মনে হতে লাগল। বন আরো অন্ধকার হয়ে এল, বাতাসের জোরালো শব্দ ভাঙ্গা পুরোন গাছের মাথায়, সেখানে নিজেদের বাসার চারদিকে ডেকে ডেকে বৃহদাকার পাখীরা ঘুরছে। ক্রমশ পথটা পাতলা হয়ে এল, দেখা যেতে লাগল খস্‌খসে খাগড়া আর বালুময় ফাঁকা জায়গা, সেখানে অনেক জন্তুর পদচিহ্ন। হাওয়ার চীৎকারের সঙ্গে মিশছে একটি নিরানন্দ, একটানা গর্জন। ওলেনিন একেবারে বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। পেছনে হাত দিয়ে দেখল একটা ফেজাণ্ট নেই, ধড়টা কোথাও ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে, বেল্টে আটকে আছে শুধু রক্তাক্ত গলা আর মাথাটা। এবারে ওলেনিন দারুণ ভয় পেল, আগে এত ভীত কখনো বোধ করেনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করল, সবচেয়ে

বেশী আশঙ্কা তার যে কোন ভালো কিম্বা সদয় কাজ করার আগেই যদি মৃত্যু ঘটে। আর বাঁচতে সে চায় প্রবলভাবে, আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য বাঁচতে চায়।

২১

হঠাৎ যেন তার অন্তরে পড়ল সূর্যের আলো। কানে এল রুশ ভাষায় কারা কথা বলছে আর তেরেকের খর একটানা শব্দ, কয়েক গজ দূরেই দেখা গেল নদীটির বাদামী বুক, তীরের আর চবার ধূসর সিক্ত বালি, দূরে স্তেপ, নদীর উপরে বেষ্টনীর পাহারা-বুরুজের আদড়া, কাঁটা গাছের মধ্যে জিন পরা, বাঁধা-পা একটা ঘোড়া, তারপর পাহাড়ের পর পাহাড়। লোহিত সূর্য এক নিমেষের জন্য মেঘের অন্তরালে দেখা গেল, দিনশেষের সেই উজ্জ্বল আলো পড়ল নদী, খাগড়া, পাহারা-বুরুজ আর একদল কসাকের উপরে, তার মধ্যে লুকাশ্‌কার বলিষ্ঠ মূর্তি ওলেনিনের চোখে পড়ল।

ওলেনিন অনুভব করল বিনা কারণে আবার তার মনে আনন্দ ফিরে এসেছে। তেরেকের পারে নিজ্‌নে-প্রতৎস্কি ঘাঁটিতে সে পেঁৗছিয়েছে, ওপারে শান্তিপূর্ণ একটি চেচেন গ্রাম। কসাকদের প্রথমে সেই নমস্কার করল, কিন্তু কারুর উপকার করার কোন সুযোগ না পেয়ে কসাকদের আড্ডায় গেল, সেখানেও কোন সুযোগ পেল না। কসাকেরা নিস্পৃহভাবে তাকে অভ্যর্থনা করল। মাটির বাড়ীতে প্রবেশ করে একটা সিগারেট ধরালো সে। কসাকেরা তাকে বিশেষ পাত্তা দিল না দুটো কারণে, প্রথমত, সে ধূমপান করছে, দ্বিতীয়ত সে সন্ধ্যায় তাদের মন অন্য ব্যাপারে লিপ্ত। নিহত আব্রেক্‌টির আত্মীয় কয়েকটি শত্রুভাবাপন্ন চেচেন্ একটি গুপ্তচরের সঙ্গে, পয়সা দিয়ে মৃতদেহটি খালাস করার উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে এসেছে। কসাকেরা অপেক্ষা করছে কখন তাদের উপরওয়ালারা

গ্রাম থেকে আসে। মৃত আব্রেক্‌টির ভাই,—দীর্ঘাকৃতি, সুন্দর গঠন তার, ছোট করে কাটা দাড়িতে লাল কলপ, পরনের কোট জীর্ণ, টুপিটাও তাই, তবু তাকে দেখাচ্ছে রাজার মত মহান আর ধীরস্থির। তার মুখের সঙ্গে মৃত আব্রেকের মুখের অনেক আদল আছে। কারুর দিকে তাকানো দরকার সে মনে করছে না, মৃতদেহটির দিকেও নয়। ছায়ায় উবু হয়ে বসে ছোট পাইপে ধূমপান করতে করতে মাঝে মাঝে থুতু ফেলছে, কখনো কখনো কর্কশ গলায় হুকুম করছে দু একটা, যা বলছে তার সঙ্গী বিনীতভাবে শুনছে। বোঝা যাচ্ছে সে দ্‌জিগিত। একাধিকবার ভিন্ন পরিস্থিতিতে রুশদের দেখেছে, এখন রুশদের কিছুই সেজন্য তার বিস্ময় কিম্বা কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে না। কাছে গিয়ে ওলেনিন মৃতদেহটি দেখছে, দ্‌জিগিতটি শান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে তার দিকে ভুরুর নিচ দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ রেগে তীক্ষ্ণস্বরে কী যেন বলল। তাড়াতাড়ি এসে গুপ্তচর শবদেহটির মুখে কোট ঢাকা দিল। দ্‌জিগিতটির মুখের কঠোর আর মর্যাদাময় ভাব ওলেনিনকে বিস্মিত করল। জিজ্ঞেস করল কোন গ্রাম থেকে এসেছে, কিন্তু তার দিকে প্রায় না তাকিয়েই চেচেন্‌টি অবজ্ঞাসূচক ভাবে থুতু ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার সম্বন্ধে চেচেন্‌টির কোন কৌতূহল নেই দেখে ওলেনিন অত্যন্ত বিস্মিত হল, ভাবল এর কারণ নিশ্চয় তার বুদ্ধিহীনতা কিম্বা রুশ ভাষায় অজ্ঞতা। তাই যে গুপ্তচরটি দোভাষীর কাজ করছিল তাকে সম্বোধন করল, তার পোষাক পরিচ্ছদও সমান জীর্ণ, তবে অন্যের চুল লাল তার চুল কালো, সে চঞ্চল, দাঁত তার ঝক্‌ঝকে শাদা, চোখ উজ্জ্বল কালো। স্বেচ্ছায়ই সে কথাবার্তা শুরু করে একটা সিগারেট চাইল।

ভাঙা ভাঙা রুশে সে বলতে শুরু করল: 'ওরা ছিল পাঁচ ভাই, এটিকে নিয়ে তিনটিকে রুশেরা মেরেছে, মাত্র দুটি বেঁচে আছে।' চেচেন্‌টিকে দেখিয়ে বলল: 'ও হল দ্‌জিগিত, খুব বড়ো দ্‌জিগিত।

ওর ভাই আহমেদ খাঁ যখন মারা পড়ে তখন নদীর ওপারে খাগড়ার মধ্যে ও বসেছিল। সবকিছু ও দেখেছিল, দেখেছিল নৌকোয় চাপিয়ে লাশটাকে নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হল। রাত্তির পর্যন্ত বসেছিল, ঠিক করেছিল বুড়োকে মারবে, কিন্তু অন্যেরা বাধা দিল।'

তাদের কাছে গিয়ে লুকাশ্‌কা বসল।

'কোন গ্রাম থেকে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পাহাড়ের ওই দিক থেকে', তেরেকের ওপারে কুয়াশায় ঝাপসা, নীলচে গিরিপথ দেখিয়ে গুপ্তচরটি বলল। 'স্যুয়ুক্‌-স্যু কোথায় জানো? আমাদের গ্রাম সেটা ছাড়িয়ে আরো প্রায় দশ ভারস্ত দূরে।'

'স্যুয়ুক্‌-স্যু'র গিরেই খাঁকে চেনো? ও হল আমার কুনাক্‌', লুকাশ্‌কা বলল। সে গিরেই খাঁকে চেনে, তাই তার গলায় গর্বের সুর।

'গিরেই খাঁ আমার পড়শী', গুপ্তচর জবার দিল।

'খাসা লোক সে।' উৎসাহান্বিত হয়ে লুকাশ্‌কা তাতার ভাষায় গুপ্তচরটির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়ায় চেপে এল একটি কসাক লেফ্‌টেনাণ্ট আর গ্রামের মোড়ল, সঙ্গে দুটি কসাক অনুচর। লেফ্‌টেনাণ্ট হালে কসাক অফিসার হয়েছে, 'স্বাস্থ্য কামনা করি' বলে কসাকদের সম্বোধন করল কিন্তু জবাবে রুশ বাহিনীর প্রথামত কেউ বলল না, 'আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি হুজুর', কয়েকজন মাত্র অভিবাদন করল। লুকাশ্‌কা আর কয়েকজন শুধু সামরিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান জানাল। ঘাঁটির সবকিছু ঠিক আছে, করপোরাল বলল। সমস্ত ব্যাপারটা ওলেনিনের কাছে হাস্যকর ঠেকছিল, মনে হচ্ছিল এরা সৈন্য হবার অভিনয় করছে। কিন্তু লৌকিকতা অবিলম্বে সহজ সাধারণ ব্যবহারে পরিণত হল আর লেফ্‌টেনাণ্টটি, অন্যান্য কসাকদের মত চটপটে সে, পরিষ্কার তাতার ভাষায় দোভাষীর সঙ্গে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। একটা দলিল তৈরী করে তার হাতে দেওয়াতে সে কিছু টাকা দিল, তারপর তারা গেল মৃতদেহটির কাছে।

'কার নাম লুকা গাভ্রিলভ্?' লেফটেনাণ্ট জিজ্ঞেস করল।

টুপি খুলে লুকাশ্কা এগিয়ে গেল।

'তোমার বাহাদুরীর কথা বড়ো কর্তাকে জানিয়েছি। তার ফল কী হবে জানি না। তোমাকে ক্রস্ দেওয়ার সুপারিশ করেছি। করপোরাল হবার বয়স তোমার এখনো হয়নি। পড়তে পারো?'

'না, পারি না।'

'কিন্তু দেখতে তোমাকে খাসা!' লেফ্টেনাণ্ট বলল, আবার উপরওয়ালার ভূমিকায় সে অভিনয় করছে। 'টুপিটা পর। কোন গাভ্রিলভের বাড়ীর লোক, বৃষস্কন্ধ গাভ্রিলভের?'

'তার বোনপো', করপোরাল জবাব দিল।

'জানি, জানি।' কসাকদের দিকে লেফ্টেনাণ্ট ঘুরে বলল, 'লাশটাকে সরাতে এবার হাত লাগাও।'

লুকাশ্কার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর। করপোরালের কাছ থেকে সরে এসে টুপি পরে নিয়ে ওলেনিনের পাশে বসল।

শবদেহটি নৌকায় তুলে দেবার পর মৃতের ভাই জলের ধারে নামল। কসাকেরা স্বতই সরে গিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিল। বলিষ্ঠ পায়ের ধাক্কায় নৌকায় লাফিয়ে উঠল সে। এই প্রথমবার সে, ওলেনিন লক্ষ্য করল, কসাকদের দিকে দ্রুত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আবার তার সহচরকে তাড়াতাড়ি কী জিজ্ঞেস করল। কী যেন জবাব দিয়ে সে লুকাশ্কাকে দেখাল। লুকাশ্কার দিকে তাকিয়ে চেচেন্টি আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে নদীর ওপারের দিকে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টি অবজ্ঞাসূচক, বৈরিতার নয়। আবার কী বলল সে।

'কী বলছে ও?' ছট্ফটে দোভাষীকে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'তোমাদের লোক আমাদের লোককে মারে, আমাদের লোক তোমাদের, বরাবরই এ রকম চলে আসছে', গুপ্তচরটি জবাব দিল।

বোঝা গেল কথাটা সে বানিয়ে বলছে। শাদা দাঁত হাসিতে ঝক্‌ঝকিয়ে নৌকায় লাফিয়ে উঠল।

অন্য পারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃত চেচেনের ভাই স্থির ভাবে বসে রইল। এ পারের কিছুই তার কৌতূহল আকর্ষণ করছে না, অন্তরে তার এত বৈরিতা আর অবজ্ঞা। নৌকার এক কোণে দাঁড়িয়ে গুপ্তচরটি কখনো এদিকে কখনো ওদিকে দাঁড় ফেলে নৌকাটিকে পাকা হাতে চালাচ্ছে, অবিরাম কথা বলে চলেছে। আড়াআড়ি ভাবে যেতে যেতে নৌকাটি ক্রমশ ছোট দেখাল, আরোহীদের গলার আওয়াজ প্রায় শোনা যায় না, অবশেষে তারা নামল ওপারে, তখনো তারা দৃষ্টিগোচর। সেখানে তাদের ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে। শবদেহটি তুলে একটি জিনে রাখল, ঘোড়াটি চমকে উঠল, তারপর ঘোড়ায় চড়ে তারা চলল অতি মন্থর গতিতে, রাস্তা ধরে একটি গ্রাম পেরিয়ে, সেখানকার লোক বেরিয়ে এসে ভিড় করে তাদের দেখতে লাগল। নদীর এ পারে কসাকদের মন ফুর্তি আর আনন্দে ভরে গিয়েছে। চারিধারে শোনা যাচ্ছে হাসি ঠাট্টার হুল্লোড়। পানভোজন করতে লেফ্‌টেনাণ্ট আর গ্রামের মোড়ল কুটিরে প্রবেশ করল। লুকাশ্‌কার মুখে ফুর্তির ছাপ, মুখে গম্ভীর ভাব আনার বৃথা চেষ্টা সে করছে, হাঁটুতে কনুই রেখে ওলেনিনের পাশে বসে ছুরি দিয়ে একটা লাঠি চাঁচাছোলা করতে লাগল।

যেন কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'ধূমপান করেন কেন? জিনিষটা কি ভালো?'

তার কথা বলার একমাত্র কারণ হল সে লক্ষ্য করেছিল যে কসাকদের মধ্যে থাকতে ওলেনিনের অস্বস্তি ও খাপছাড়া লাগছে।

'নেহাৎ অভ্যেস', ওলেনিন জবাব দিল। 'কিন্তু কেন?'

'হুঁ, আমাদের কেউ ধূমপান করলে বিপদে পড়ে যাবে। আচ্ছা, পাহাড়গুলো তো খুব দূরে নয়, কিন্তু তবুও ওখানে যাওয়া যায় না।...

একলা আপনি কী করে ফিরবেন? অন্ধকার হয়ে আসছে। যদি চান তো আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। করপোরালকে বলেন না আমাকে ছুটি দিতে।'

লুকাশ্‌কার হাসিখুসী মুখের দিকে তাকিয়ে ওলেনিন ভাবল, 'কী খাসা ছোকরা!' মনে পড়ল মারিয়ান্‌কার কথা আর গেটের পাশে শোনা চুম্বনের শব্দ, আর লুকাশ্‌কা ও তার অমার্জিত রুচির জন্য মায়া হল। 'কী সৃষ্টিছাড়া আর গোলমেলে কাণ্ড সব', সে ভাবল। 'একজনকে হত্যা করে আর একজন আনন্দে আর আত্মপ্রসাদে ভরে গিয়েছে, যেন আহা মরি কিছু করেছে। একবারও কি মনে হয় না যে এত আনন্দ করার কোন কারণ নেই, আনন্দের মানে অন্যকে হত্যা করা নয়, আত্মত্যাগ?'

কসাকদের একজন লুকাশ্‌কাকে বলল: 'ভালো কথা, ওর সঙ্গে তোমার আর দেখা না হওয়াই ভালো, ভাই।' নৌকাটি ছাড়ার সময় সে সেখানে ছিল। 'তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল, শুনেছিলে?'

লুকাশ্‌কা মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছ, আমার ধর্মপুত্রের?' মৃত চেচেন্‌টিকে সে ধর্মপুত্র বলছে।

'তোমার ধর্মপুত্র তো আর বেঁচে উঠবে না, ওর লাল চুলো ভাইটার কথা বলছি।'

'ও যে বেঁচে ফিরেছে তার জন্য ওর ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।' হাসতে হাসতে লুকাশ্‌কা বলল।

'তোমার খুসী হবার কারণ কি?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল। 'তোমার ভাই যদি মারা পড়ত তাহলে কি খুসী হতে?'

হাসি চোখে ওলেনিনের দিকে কসাকটি তাকালো। ভাবটা এই ওলেনিন যা বলতে চায় তা তার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, কিন্তু সে নিজে এসব ভাবনার উপরে।

'হ্যাঁ, ওরকম হয়ই তো! আমাদের লোকেরা মাঝে মাঝে মারা পড়ে না?'

২২

লেফ্‌টেনাণ্ট আর গ্রামের মোড়ল ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। লুকাশ্‌কাকে খুসী করবার জন্যও বটে, আর যাতে একলা অন্ধকার বনে ফিরতে না হয় তার জন্যও বটে ওলেনিন করপোরালকে অনুরোধ করল লুকাশ্‌কাকে ছুটি দিতে, করপোরাল রাজী হল। লুকাশ্‌কা দেখতে চায় মারিয়ান্‌কাকে, ওলেনিনের মনে হল, তা ছাড়া লুকাশ্‌কার মত আলাপ-প্রিয় ও সুপুরুষ কসাকের সঙ্গ পেয়ে তার নিজেরো ভালো লাগছে। লুকাশ্‌কা আর মারিয়ান্‌কা তার মনে আপনা থেকেই একসূত্রে বাঁধা, ভাবতে ভালো লাগে ওদের কথা। 'ও মারিয়ান্‌কাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসতে পারতাম', ওলেনিন ভাবল আর অন্ধকার বনে একসঙ্গে গ্রামের দিকে যেতে যেতে ওর মন ভরে গেল প্রবল অভিনব কোমল আবেগে। লুকাশ্‌কারও খুসী লাগছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির এই দুটি যুবকের মধ্যে অনুরাগের মত কী একটা গড়ে উঠল। চোখে চোখ পড়লেই তাদের ইচ্ছে করছিল হাসতে।

'কোন গেট দিয়ে তুমি ঢোকো?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'মাঝখানের গেট দিয়ে। আমি কিন্তু আপনাকে জলা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবো। তারপর আর ভয়ের কোন কারণ নেই।'

ওলেনিন হাসল।

'তুমি কি ভাবছ আমি ভয় পেয়েছি? তাহলে ফিরে যাও, অনেক ধন্যবাদ। আমি একলাই যেতে পারি।'

'এমনিই বলছিলাম। আমার করবার কিছু নেই। তা ছাড়া ভয় না পেয়ে উপায় কী? এমন কি আমরাও ভয় পাই', ওলেনিনের আত্মমর্যাদা যাতে আহত না হয় সে জন্য লুকাশ্‌কা বলল, আর হাসতে লাগল।

'তাহলে এসো আমার বাড়ীতে। গল্পগুজব আর পান করব, সকালে তুমি ফিরে যেতে পারো।'

লুকাশ্‌কা হেসে বলল: 'আপনি কি ভাবেন আমার রাত কাটাবার জায়গা নেই? যা হোক, করপোরাল আমাকে ফিরে যেতে বলেছে।'

'কাল রাত্রে তোমাকে গাইতে শুনেছিলাম, দেখেছিলামও একবার ...'

'হুঁ, কী লোক...' লুকাশ্‌কা মাথা নাড়ল।

'সত্যি কি তুমি বিয়ে করছ?'

'মা'র ইচ্ছে আমি বিয়ে করি। কিন্তু আমার এখনো ঘোড়া নেই।'

'অশ্বারোহী বাহিনীতে তুমি নেই?'

'একেবারেই না। সবে মাত্র পদাতিক হয়েছি। ঘোড়া নেই, একটা জোগাড় করতেও পারছি না। সেই জন্য বিয়ে হচ্ছে না।'

'একটা ঘোড়ার দাম কত?'

'নদীর ওপারে সেদিন দর করছিলাম, ওরা ষাটটা রূপোর রুব্‌লেও গররাজী, তাও নোগাই ঘোড়ার জন্য।'

'তুমি আমার দ্রাবান্ত হবে?' (অভিযানের সময় অফিসারকে আর্দালী গোছের যে লোক দেওয়া হয় তার নাম 'দ্রাবান্ত'।) আমি তাহলে বন্দোবস্ত করে তোমাকে একটা ঘোড়া উপহার দেব', হঠাৎ ওলেনিন বলল। 'সত্যি সত্যি, দুটো ঘোড়া আমার আছে, আর দুটোর দরকার আমার নেই।'

হেসে লুকাশ্‌কা বলল: 'দুটোর দরকার নেই? একটা আমাকে দান করবেন কেন? ভগবানের দয়ায় আমরা নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারব।'

'না, সত্যি বলছি! কিন্তু হয়ত তুমি কি দ্রাবান্ত হতে চাও না?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল। লুকাশ্‌কাকে ঘোড়া দেবার কথাটা যে মনে হয়েছে তাতে সে খুসী, যদিও, কেন সে নিজেই জানে না, তার কেমন যেন অস্বস্তি ও বিব্রত লাগছিল। কথা বলতে গিয়ে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

লুকাশ্‌কাই প্রথমে আবার কথা বলল।

জিজ্ঞেস করল, 'রাশিয়াতে আপনার নিজের বাড়ী আছে?'

ওলেনিন না বলে পারল না যে একটা নয়, কয়েকটা বাড়ী আছে।

'ভালো বাড়ী, আমাদের চেয়েও বড়ো?' ভালোভাবেই লুকাশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'অনেক বড়ো, প্রায় দশ গুণ বড়ো, আর তিন তলা।'

'আমাদের মত ঘোড়া আছে আপনার?'

'একশটা ঘোড়া আছে, প্রত্যেকটার দাম হবে তিন শ', চার শ' রুবল, কিন্তু ঘোড়াগুলো এখানকার মত নয়। তিন শ' রূপোর রুবল! জোর কদমে চলে··· তবুও এখানকার ঘোড়া আমার অনেক বেশী পছন্দ।'

'আচ্ছা, আপনি কি নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছেন না আপনাকে পাঠিয়েছে?' লুকাশ্‌কাকে দেখে মনে হচ্ছে তখনো হাসছে। একটি রাস্তা পার হচ্ছে, সেটা দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, এখানেই আপনি পথ হারিয়েছিলেন। ডান দিকে যাওয়া আপনার উচিত ছিল।'

'নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছি,' ওলেনিন জবাব দিল। 'ইচ্ছে ছিল তোমাদের অঞ্চল দেখা আর অভিযানে যোগ দেওয়া।'

'যে কোন দিন অভিযানে যেতে বললে আমি যাই', লুকাশ্‌কা বলল। 'শেয়াল ডাকছে, শুনতে পাচ্ছেন?' কান পেতে শুনতে শুনতে লুকাশ্‌কা বলল।

'আচ্ছা, সত্যি বলত, মানুষ মেরে তোমার কোন আতঙ্ক হয় না?' ওলেনিন প্রশ্ন করল।

'আতঙ্কিত হবার কী আছে? কিন্তু অভিযানে যেতাম আমি। অভিযানে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে', লুকাশ্‌কা পুনরুক্তি করল।

'হয়ত আমরা একসঙ্গেই যাবো। ছুটির আগেই আমাদের দল চলে যাবে, তোমাদের একশ' জনের দলটিও।'

'এখানে কেন আসতে চেয়েছিলেন? আপনার নিজের ত ঘরবাড়ী, ঘোড়া আর নোকর আছে। আপনার জায়গায় আমি থাকলে খালি ফুর্তি করতাম। আপনার পদ কী?'

'আমি ক্যাডেট্, কিন্তু অফিসারের পদের জন্য আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছে।'

'সত্যি বলছি, নিজের ঘরবাড়ী নিয়ে যদি বড়াই না করে থাকেন, আমি হলে কখনো ও সব ছেড়ে চলে আসতাম না। সত্যি কোথাও কখনো যেতাম না। আমাদের এখানে আমাদের সঙ্গে থাকতে কি আপনার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে।'

কথাবার্তা বলতে বলতে গ্রামের কাছে যখন ওরা পৌঁছল তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তখনো তাদের ঘিরে বনের গভীর বিষণ্ণতা। গাছের ডগায় ডগায় বাতাসের গর্জন। মনে হল খুব কাছে হঠাৎ শেয়াল ডাকছে, হাসছে আর কাঁদছে, কিন্তু সামনেই গ্রামে মেয়েদের কণ্ঠস্বর আর কুকুরের চীৎকার শোনা গেল, বাড়ীগুলির রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আলো জ্বলছে, হাওয়ায় ভাসছে ঘুঁটের ধোঁয়ার বিশেষ গন্ধ। আর সে রাত্রে বিশেষ করে ওলেনিন অনুভব করল যে এই গ্রামেই তার গৃহ, তার আত্মীয়স্বজন, তার সুখশান্তি, আগে সে কখনো ঠিক সুখীভাবে জীবনধারণ করেনি, এই কসাক গ্রামে যে রকম সুখে আছে আর কোথাও সে ভাবে থাকতে পারবে না। সবাইকে তার এত প্রিয় লাগল সে রাত্রে, বিশেষ করে লুকাশ্‌কাকে। বাড়ী পৌঁছিয়ে লুকাশ্‌কাকে অবাক করে দিয়ে সে নিজেই আস্তাবল থেকে গ্রজ্‌নায়াতে কেনা একটা ঘোড়া বের করে আনল, যে ঘোড়াটায় সে সাধারণত চাপত সেটা নয়, অন্য একটা। জোয়ান না হলেও ঘোড়াটা খারাপ নয়; লুকাশ্‌কাকে সেটা দিল।

'আমাকে এটা দান করবেন কেন?' লুকাশ্‌কা বলল। 'এখনো ত আপনার জন্য কিছু করিনি।'

'এটা সত্যিই কিছু নয়। এখন ঘোড়াটা নাও, পরে আমাকে একটা কোন উপহার দিও··· আমরা একসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে যাবো।'

লুকাশ্‌কা অপ্রস্তুত বোধ করল।

'কী ব্যাপার! একটা ঘোড়ার দাম ত কম নয়?' ঘোড়াটির দিকে না তাকিয়ে সে বলল।

'আরে, এটা নিয়ে নাও, নিয়ে নাও! না নিলে আমার অপমানিত লাগবে। ভানুষ্যা! ওর বাড়ীতে ছাই রঙের ঘোড়াটা পৌঁছিয়ে দাও।'

ঘোড়ার লাগাম ধরে লুকাশ্‌কা বলল, 'বেশ, অনেক ধন্যবাদ। কখনো এটা আশা করিনি···'

ওলেনিন খুসী হল বারো বছরের ছেলের মত।

'ওটাকে এখানে বেঁধে দাও। ঘোড়াটা ভালো। গ্রজ্‌নায়ায় কিনেছিলাম, চমৎকার দৌড়য়। ভানুষ্যা, কিছু চিখির আনো ত। ভেতরে এসো।'

চিখির এলো। লুকাশ্‌কা একটি মদের পাত্র নিল।

মদ শেষ করে বলল: 'ঈশ্বরের কৃপায় আপনার ঋণশোধের সুযোগ আশা করি হবে। তোমার নাম কী?'

'দ্‌মিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ্‌।'

'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, দ্‌মিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ্‌। আমরা দু জনে এখন থেকে কুনাক্‌ হলাম। এবার আমাদের বাড়ীতে তোমাকে আসতেই হবে। আমরা হয়ত ধনী নয়, কিন্তু কুনাক্‌কে কী ভাবে খাতির করতে হয় জানি। মাকে বলব, ছানা কিম্বা আঙুর, যা কিছু তোমার দরকার, তোমাকে দিতে। আর যদি

বেষ্টনীতে যাও, তাহলে শিকার, নদীপার করা, যা চাও তাতেই তোমার অনুচর হবো। এই ত সেদিন প্রকাণ্ড, একটা শূয়োর মেরেছিলাম, তার মাংস ভাগ করে কসাকদের দিলাম; জানলে সবটাই তোমাকে দিতাম।'

'সে ত ভালো কথা, ধন্যবাদ। কিন্তু ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুততে যেও না, ওকে কখনো গাড়ীতে জোতা হয়নি।'

'গাড়ীতে জুততে যাবো কেন? আর শোনো, তোমাকে আর একটা কথা বলি,' নিচু গলায় লুকাশ্‌কা বলল। 'আমার একটি কুনাক্ আছে, গিরেই খাঁ তার নাম। ওরা পাহাড় থেকে যেখানে নামে সেখানে ওর সঙ্গে ওৎ পেতে বসে থাকতে বলেছিল। যাবে আমার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে বেইমানী করব না, তোমাকে তালিম্ দেবো।'

'আচ্ছা, একদিন না হয় যাবো।'

লুকাশ্‌কা তার শান্তভাব ফিরে পেয়েছে মনে হল, ওলেনিন কী ভাবে তাকে দেখে যেন বুঝতে পেরেছে। তার শান্ত স্বাভাবিক ব্যবহার ওলেনিনকে বিস্মিত করল, একটু অপ্রীতিকরও মনে হল। অনেকক্ষণ তারা গল্পগুজব করল, যখন লুকাশ্‌কা অনেকটা পান করে অথচ মাতাল না হয়ে (সে কখনো মাতাল হত না) বিদায়ের আগে তার সঙ্গে করমর্দন করল তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

সে কী করে দেখবার জন্য ওলেনিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল। মাথা নামিয়ে লুকাশ্‌কা মন্থরভাবে বেরিয়ে গেল। ঘোড়াটাকে গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ মাথা তুলে তার পিঠে বেড়ালের মত লাফিয়ে উঠে লাগাম হাতে ধরে জোরে একবার আওয়াজ করল, তারপর দ্রুতগতিতে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। ওলেনিন ভেবেছিল লুকাশ্‌কা মারিয়ান্‌কার কাছে যাবে তাকে তার আনন্দের ভাগীদার করতে; কিন্তু সেটা না করলেও অন্তরে অভূতপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল। ছোট ছেলের মত সুখী সে, ভানুশাকে না বলে পারল না ঘোড়াটা

লুকাশ্‌কাকে দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে, আনন্দের বিষয়ে তার নূতন মতামতের কথাটাও বলল। ভান্যুশা তার মতামত সমর্থন করল না, ঘোষণা করল 'লারজান ইল ন্যা পা,'* অতএব এ সব অর্থহীন।

বাড়ী গিয়ে লুকাশ্‌কা লাফিয়ে নেমে ঘোড়াটাকে তার মাকে দিয়ে বলল যে কসাকদের ঘোড়ার দলের সঙ্গে ওটাকে যেন পাঠানো হয়। সেই রাত্রেই তাকে বেষ্টনীতে ফিরে যেতে হবে। তার বোবা বোন ঘোড়াটির দেখাশুনো করবে বলল, ইঙ্গিত করে বোঝাল যে এটিকে যিনি দিয়েছেন তাকে দেখলে তার পায়ে নতি জানাবে। ছেলের কাহিনী শুনে মা শুধু মাথা নাড়ল, তার ধারণা ঘোড়াটা চোরাই মাল। সুতরাং ভোর হবার আগেই ঘোড়াটিকে দলে নিয়ে যেতে বলল মেয়েকে।

ওলেনিন কেন ঘোড়াটি দিয়েছে ভাবতে ভাবতে লুকাশ্‌কা বেষ্টনীতে ফিরল। তার বিবেচনায় ঘোড়াটা ভালো না হলেও দাম হবে অন্তত চল্লিশ রুবল, ওটা উপহার হিসেবে পেয়ে খুব খুসী সে। কিন্তু কেন ওলেনিন ওটা দিয়েছে বুঝতে না পাওয়াতে কৃতজ্ঞতার কোন অনুভূতিও তার হল না। বরঞ্চ ক্যাডেটের কোন কুঅভিসন্ধি আছে ভেবে চিন্তান্বিত হল। মতলবটা কি সে জানে না, কিন্তু মিছিমিছি, শুধু দয়াপরবশ হয়ে কোন অচেনা লোক তাকে চল্লিশ রুবলের একটা ঘোড়া দিয়ে দেবে সেটা মানতে সে পারে না, অসম্ভব সেটা। নেশার ঘোরে করলে তবু বোঝা যেত, তখন জাঁক দেখাবার ইচ্ছে হতে পারে। কিন্তু ওলেনিন ত প্রকৃতিস্থ ছিল; সুতরাং ঘুষ দিয়ে তাকে দিয়ে কোন খারাপ কাজ করানোর মতলব তার নিশ্চয় আছে। 'সব ধাপ্পা', লুকাশ্‌কা ভাবল। 'ঘোড়াটা ত পেয়ে

---

* টাকা নেই।

গিয়েছি, পরে দেখা যাবে কী হয়, ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে, কে কাকে ঠকায় দেখব।' সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে মনে হওয়াতে ওলেনিনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব হল। কাউকে বলল না ঘোড়াটি কী করে পেয়েছে। কাউকে বলল কিনেছে, আবার কাউকে বা এড়িয়ে যাওয়া গোছের উত্তর দিল। যাই হোক, আসল কথাটি অবিলম্বে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, আর লুকাশ্‌কার মা, মারিয়ান্‌কা, ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ্‌ এবং অন্যান্য কসাকেরা ওলেনিনের অকারণ দানের কথা শুনে সংশয়াচ্ছন্নচিত্তে তার বিষয়ে সতর্ক হয়ে রইল। কিন্তু নানা সন্দেহ সত্ত্বেও তার 'সরলতা' ও ঐশ্বর্য্যের জন্য তাদের মনে এল গভীর সম্ভ্রমের ভাব।

একজন বলল, 'শুনেছো, ইলিয়া ভাসিলিচের বাড়ীর ক্যাডেট্‌টা পঞ্চাশ রুবলের একটা ঘোড়া লুকাশ্‌কাকে এমনিতেই দিয়ে দিয়েছে? লোকটা ধনী।'

'শুনেছি', অন্য একজন অর্থঘন স্বরে বলল। 'লুকাশ্‌কা নিশ্চয়ই ওর খুব উপকার করেছে। দেখা যাক লুকাশ্‌কার শেষ পর্যন্ত কী হয়। উর্‌ভানের কপাল ভাল বলতে হবে।'

'ক্যাডেট্‌গুলো বেজায় সেয়ানা লোক', বলল আর একজন। 'দেখ আবার কারুর বাড়ীতে আগুন না লাগায় কিম্বা ওরকম একটা কিছু না করে।'

২৩

একঘেয়ে নিয়মানুবর্তিতায় ওলেনিনের জীবন কাটছে। উপরওয়ালা কিম্বা সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ তার কম। এদিক দিয়ে, ককেশাসে ধনী ক্যাডেটদের অবস্থা বিশেষ করে সুবিধাজনক ছিল। কাজে কিম্বা সামরিক শিক্ষায় তাদের পাঠানো হত না। অভিযানে যোগ দিয়েছে তার প্রতিদানে অফিসারের পদের জন্য সুপারিশ করে

ওলেনিনকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হল। অভিজাত গণ্য করে অফিসাররা তার সঙ্গে সসম্ভ্রমে ব্যবহার করত।

তাদের তাসখেলা, সৈনিক গাইয়েদের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পানোৎসব বাহিনীতে থাকতে থাকতে ওলেনিন দেখেছিল, এ সব তাকে আকর্ষণ করত না, সেজন্য সেও গ্রামে অফিসারদের সঙ্গ আর জীবনযাপনের পদ্ধতি এড়িয়ে চলত। কসাক গ্রামে ধাঁচি-বাঁধা অফিসারদের জীবনযাত্রায় একটি বিশিষ্ট ঢং অনেক দিন ধরে চলে আসছে। দুর্গে থাকার সময় ক্যাডেট কিম্বা অফিসার নিয়মিত বিয়ার খায়, তাস খেলে আর অভিযানে যোগ দেবার জন্য কী কী পুরস্কার পাওয়া গিয়েছে তার আলোচনা চলে; কসাক গ্রামে যখন আস্তানা গাড়ে তখন গৃহকর্তার সঙ্গে নিয়মিতভাবে চিখির খায়, মেয়েদের খাওয়ায় মিঠাই আর মধু, কসাক মেয়েদের পিছনে ঘোরে, তাদের প্রেমে পড়ে, কখনো কখনো বিয়েও করে। ওলেনিন বরাবর নিজের রাস্তা বেছে নিয়েছে। বাঁধা সড়কে চলা নিজের অজ্ঞাতসারে সে পছন্দ করত না। আর এখানেও ককেশান অফিসারের গতানুগতিক জীবনযাত্রা সে এড়িয়ে চলেছিল।

আপনা থেকেই ভোরে তার ঘুম ভেঙে যেত। প্রথমে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে পাহাড় আর প্রভাত আর মারিয়ান্‌কার তারিফ করত, তারপর গায়ে চাপাত ছেঁড়াখোঁড়া ষাঁড়ের চামড়ার কোট, ভিজে কাঁচা চামড়ার জুতো পরে, কোমরে ছোরা গুঁজে, বন্দুকটা নিত, আর থলিতে কিছু খাবার আর সিগারেট ভরে কুকুরটাকে ডাকত, পাঁচটা বাজার কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের বাইরে বনের দিকে রওনা হত। ফিরত সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ, ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত, বেল্টে ঝুলছে পাঁচ ছটা ফেজাণ্ট (কখনো কখনো অন্য জন্তুও থাকত), থলির খাবার আর সিগারেটে হাত পড়েনি। থলিতে সিগারেটের মত মাথায় ভাবনাচিন্তা শোয়ানো থাকলে বোঝা যেত

যে চোদ্দ ঘণ্টা বাইরে কাটানোর সময় একবারও কোন চিন্তা নড়াচড়া করেনি। ফিরত সে সতেজ মনে, সুস্থ ও প্রফুল্ল চিত্তে। কী ভেবেছে এতক্ষণ বলতে পারত না। তার মনে এতক্ষণ কী ঘোরাফেরা করেছে, চিন্তা না স্মৃতি না স্বপ্ন? প্রায়ই তিনটের মধ্যে কোন ভেদ থাকত না। সজাগ হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করত কী ভাবছিল? নিজেকে মনে হত যেন কোন কসাক, আঙুরের ক্ষেতে কসাক বধূর সঙ্গে কাজ করছে, কিম্বা পাহাড়ের কোন আব্রেক্, কিম্বা ওর কাছ থেকে পলাতক কোন শূকর। সঙ্গে সঙ্গে অথচ সে চোখ পেতে আছে, যদি কোন ফেজাণ্ট কিম্বা শূয়োর কিম্বা হরিণ নজরে আসে।

সন্ধ্যায় এরশ্কা খুড়ো আসতই। এক পাঁইট চিখির আনত ভানুশা, আস্তে আস্তে কথাবার্তা আর পান চলত, তারপর বিদায় গ্রহণ আর হৃষ্ট মনে নিদ্রা। পরের দিন আবার শিকার, আবার সুস্থ ক্লান্তিতে ফিরে আসা, গল্প আর প্রচুর মদ্যপান, মনে আবার সুখের আমেজ। ছুটির কিম্বা বিশ্রামের দিনে মাঝে মাঝে ওলেনিন সমস্ত দিন বাড়ীতেই কাটাত। তখন তার প্রধান কাজ হত মারিয়ান্কাকে দেখা, নিজের অজ্ঞাতসারে মারিয়ান্কার গতিবিধি জানলা কিম্বা বারান্দা থেকে লোভীর মত দেখত। মারিয়ান্কাকে দেখত আর তাকে ভালোবাসত (অন্তত তাই সে ভাবত) ঠিক যেভাবে সে ভালোবাসে পাহাড় আর আকাশের সৌন্দর্য, তার সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্কের কথা ভাবত না। মনে হত লুকাশ্কা ও মারিয়ান্কার যা সম্পর্ক, কিম্বা ধনী অফিসার ও অন্যান্য কসাক মেয়েদের মধ্যে যা সম্পর্ক, তার আর মারিয়ান্কার মধ্যে সেরকম হতে পারে না। মনে হত অন্যান্য অফিসারের মত ব্যবহার করলে তার ধ্যানের অখণ্ড আনন্দের পরিবর্তে আসবে গভীর দুঃখ, স্বপ্নভঙ্গ আর অনুশোচনা। তা ছাড়া, মারিয়ান্কার বিষয়ে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা সে দেখিয়েছে, তাতে বেজায় খুসী সে; সবচেয়ে বড়ো কথা হল মারিয়ান্কাকে

সে কেন যেন ভয় পেত, তাকে হাল্কাভাবে প্রেমের কথা বলার সাহস তার কখনোই হত না।

সেই গ্রীষ্মে একদিন শিকারে না গিয়ে ওলেনিন বাড়ীতে বসে আছে। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এল মস্কোর আলাপী একজন, অল্প বয়স তার, মস্কোর সমাজে তার সঙ্গে ওলেনিনের দেখা হয়েছিল।

'আ, mon cher, প্রিয় বন্ধু, এখানে আছেন শুনে কী খুসীই না হয়েছিলাম!' শুরু করল সে মস্কো-ফরাসীতে, কথাবার্তায় ফরাসী শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করে বলে চলল: 'ওরা বলল, "ওলেনিন"। কোন ওলেনিন? এত খুসী লাগল··· ভাগ্যচক্রে তাহলে আমাদের দুজনের আবার এখানে দেখা হল! কেমন আছেন বলুন; কী খবর?'

প্রিন্স বেলেৎস্কি নিজের গল্প সমস্ত বলল। কী করে অস্থায়ীভাবে বাহিনীতে ঢুকেছে, সেনানায়ক তাকে পার্শ্বচর করতে চান, অভিযানের পর পদটি সে নেবে। যদিও ও পদে তার একেবারে ঝোঁক নেই।

'তবে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকতে গেলে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই হবে, কোন সামরিক ক্রস্ কিম্বা উঁচু পদ নেহাৎ দরকার, রাজার দেহ-রক্ষী সৈন্যদলে বদলী হতে হবে। ওটা না হলে চলবে না, ঠিক আমার জন্য নয় অবশ্য, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের খাতিরে। সেনানায়ক আমাকে বেশ খাতির করেছেন, চমৎকার লোক তিনি', না থেমে বেলেৎস্কি বলে চলল, 'অভিযানের জন্য আমাকে সেণ্ট আনা'র ক্রস্ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অভিযান শুরু না হওয়া পর্যন্ত কিছু দিন এখানে থাকতে হবে। জায়গাটা খাসা কিন্তু, এখানকার মেয়েরা দারুণ! কেমন চলছে বলুন? আমাদের ক্যাপটেন, স্তারৎসেভ, তাকে চেনেন ত, লোকটা ভালো মানুষ, কিন্তু একেবারে নির্বোধ··· বলল যে আপনি এখানে

ভয়াবহ বর্বরের মত বাস করছেন, কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। আমাদের এখানকার অফিসারদের সঙ্গে কেন মিশতে চান না বুঝি। আপনার আমার মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হবে ভেবে বেজায় খুসী লাগছে। করপোরালের বাড়ীতে আমি আছি, খাসা একটি মেয়ে সেখানে আছে, উস্‌তেন্‌কা। মেয়েটা বেড়ে, সত্যি বলছি।'

ফরাসী ও রুশ শব্দের তোড় বেড়েই চলল, তারা আসছে সেই জগৎ থেকে যে জগতের সঙ্গে চিরবিদায় হয়ে গিয়েছে বলে ওলেনিন ভেবেছিল। বেলেৎস্কির সম্বন্ধে সাধারণ মত ছিল যে ছেলেটি বেশ, ওর মন ভালো। হয়ত সে সত্যিই তাই, কিন্তু তার সুন্দর, ভালোমানুষী মুখ সত্ত্বেও তাকে ওলেনিনের বিশেষ অপ্রীতিকর মনে হল। যে হেয় জীবন সে ছেড়ে চলে এসেছে তার ছাপ বেলেৎস্কির চাল-চলনে। সবচেয়ে বিরক্ত লাগল তার যে পুরোনো জগৎ থেকে আগত এই লোকটিকে সে কিছুতেই এড়াতে পারল না, এড়াবার শক্তি ছিল না। ওলেনিনের উপরে তার পুরোনো জগতের দাবী যেন অদম্য। নিজের এবং বেলেৎস্কির উপর সে বিরক্ত, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাবার্তায় ফরাসী শব্দের আমদানী সে করল, সেনানায়ক এবং মস্কোর আলাপীদের কথায় দেখাল আগ্রহ, এবং এই কসাক গ্রামে সে এবং বেলেৎস্কি ফরাসী বলতে পারে বলে অন্যান্য অফিসার এবং কসাকদের বিষয়ে অবজ্ঞার সুরে কথা বলল। বেলেৎস্কির সঙ্গে তার দোস্তি, তার সঙ্গে দেখা করবে কথা দিল, তাকেও আসতে বলল। যাই হোক, ওলেনিন নিজে কিন্তু বেলেৎস্কির সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। কিন্তু ভান্যুশা বেলেৎস্কির তারিফ করল, সত্যিকার ভদ্রলোক বটে।

কসাক গ্রামে ধনী অফিসারের মামুলী জীবনযাত্রা বেলেৎস্কি অবিলম্বে গ্রহণ করল। ওলেনিনের চোখের সামনেই এক মাসের মধ্যে সে গ্রামের পুরোনো বাসিন্দের মত হয়ে গেল; বুড়োদের মদ খাইয়ে মাতাল করে দিত, সন্ধ্যাবেলায় পার্টির বন্দোবস্ত করত, মেয়েরা

পার্টির আয়োজন করলে নিজে যেত, কত মেয়ে জয় করেছে তাই নিয়ে করত বড়াই। এত তার জনপ্রিয়তা যে, যে কোন কারণেই হোক প্রবীণা আর নবীনারা তাকে দাদু বলে ডাকতে শুরু করল। যে লোক মদ ও মেয়েমানুষ ভালোবাসে তাকে কসাকেরা সহজেই চেনে, তাই বেলেৎস্কিকে তারা মেনে নিল, ওলেনিনের চেয়েও তাকে বেশী পছন্দ করত, ওলেনিন তাদের কাছে হেঁয়ালির মত।

২৪

ভোর পাঁচটা। বারান্দায় সামোভার জ্বালাচ্ছে ভানু্যশা, লম্বা বুট দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে। তেরেকে স্নান করতে ওলেনিন চলে গিয়েছে। (তেরেকে স্নান করা মজার ব্যাপার, এটা ওর সাম্প্রতিক আবিষ্কার)। গৃহকর্ত্রী বাইরের বাড়ীতে, চিমনী থেকে উঠছে ঘন ধোঁয়া। গোয়ালে মারিয়ান্‌কা মোষ দোয়াচ্ছে। 'বেটি একদণ্ড স্থির হয়ে থাকতে পারে না', তার অধৈর্য্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তারপর এল দোয়ানোর নিয়মিত শব্দ। সামনের রাস্তায় খুরের খট্‌খট্ আওয়াজ, একটি সুন্দর কালো-ধূসর ঘোড়ার খোলা পিঠে চেপে ওলেনিন এল গেটে। ঘোড়ার পিঠটা তখনো ভিজে আর মসৃণ। গোয়ালে দেখা গেল মারিয়ান্‌কার লাল রুমালে বাঁধা সুগঠিত মাথা, তারপর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ওলেনিনের পরনে লাল সিল্কের সার্ট, শাদা চেরকেশ্যান কোট, কোটের চামড়ার বেল্টে ছোরা, মাথায় লম্বা টুপি। ঈষৎ সচেতন শালীনতার সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বন্দুক কাঁধে গেট খোলার জন্য ঝুঁকে হাত বাড়াল। তখনো তার চুল ভিজে, মুখে যৌবন আর স্বাস্থ্যের রক্তিমা। নিজেকে তার বেশ সুপুরুষ, চটপটে আর দ্‌জিগিতের মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেটা ভুল, কোন অভিজ্ঞ ককেশানের চোখে সে তখনো সৈনিক মাত্র। মারিয়ান্‌কা মাথা বের করেছে দেখে বিশেষ তৎপরতায় ঝুঁকে গেটটা খুলে, লাগাম টেনে, চাবুক নাড়িয়ে

অঙ্গনে ঢুকল সে। গোয়ালের দরজার দিকে না তাকিয়ে প্রফুল্লভাবে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভানুশ্যা, চা তৈয়ার?' সুন্দর ঘোড়াটি তার কেমন টান হয়ে লাগামে জোর দিচ্ছে, প্রতিটি পেশী থরথর কাঁপছে, উঠোনের শক্ত মাটিতে লাফাচ্ছে, যেন একলাফে বেড়া পার হবে, ওলেনিনের ভালো লাগছিল। 'সে প্রে!'* জবাব দিল ভানুশ্যা, ওলেনিনের মনে হল মারিয়ান্‌কা তার সুন্দর মাথা গোয়াল থেকে বাড়িয়ে তখনো দেখছে, কিন্তু ওদিকে তাকাল না সে। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামবার সময় বন্দুকটা বারান্দায় গেল লেগে, বিসদৃশ ভাবে টলে গিয়ে সন্ত্রস্তভাবে গোয়ালের দিকে তাকাল, কেউ সেখানে নেই, শুধু দোয়ানোর শব্দ তখনো সেখান থেকে আসছে।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল চা খেতে, হাতে পাইপ আর একটা বই, বারান্দায় যেখানে রোদ নেই সেখানে বসল। মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে সেদিন কোথাও যাবে না ঠিক করেছে, কয়েকটি চিঠি লিখতে হবে, এত দিন লেখা হয়ে ওঠেনি; কিন্তু কেন জানি না বারান্দা ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে করছে না, ঘর যেন জেলখানা, সেখানে ফিরতে মন সরে না। গৃহকর্ত্রী উনুন জ্বালিয়েছে, আর মারিয়ান্‌কা গরুবাছুর বের করে দিয়ে ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়ার পাশে জমা করছে। ওলেনিন পড়ে চলল বটে, কিন্তু সামনে রাখা বই-এর এক অক্ষরও তার মাথায় ঢুকল না। বারবার চোখ তুলে দেখছে আঙিনায় বলিষ্ঠ মেয়েটি ঘোরাফেরা করছে। কখনো বাড়ীর আর্দ্র ছায়ায় যাচ্ছে, কখনো বা উঠানের মাঝখানে, সেখানে নবীন জোরালো আলোয় উজ্জ্বল রঙীন জামাকাপড় পরা তার সুঠাম দেহ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, আর কালো ছায়া পড়ছে। ওলেনিনের ভয় তার চলাফেরার কোনো ভঙ্গী যদি

---

* তৈয়ার।

না দেখতে পায়। কী সহজ সুন্দরভাবে সে হেঁট হচ্ছে, আর তখন তার একমাত্র আবরণ, লাল স্মকটা বুকে আর সুগঠিত পায়ে কী ভাবে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে; সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় আঁটোসাঁটো স্মকের নিচে দেখা যাচ্ছে স্তনের ওঠাপড়া; পুরোনো লাল চপ্পল পরা পায়ের পাতা মাটিতে পড়ছে আকৃতি বিন্দুমাত্র না বদলিয়ে; আস্তিন-গুটানো বলিষ্ঠ হাত, পেশীর বিস্তারে কোদালি ধরেছে যেন ক্রোধে, মাঝে মাঝে গভীর কালো চোখ তার দিকে ফেরাচ্ছে, সবকিছু দেখতে ওলেনিনের ভালো লাগছিল। পাতলা ভুরু কোঁচকালেও মারিয়ান্‌কার চোখ খুসী, সৌন্দর্যের সচেতনতার ছাপ তাতে।

'কী ওলেনিন, অনেকক্ষণ উঠেছেন না কি?' ককেশান অফিসারের কোট গায়ে বেলেৎস্কি আঙিনায় ঢুকে বলল।

'বেলেৎস্কি যে', ওলেনিন হাত বাড়িয়ে বলল, 'এত সকালে বেরিয়েছেন, ব্যাপারটা কী?'

'উঠতেই হল, আমাকে তাড়িয়ে দিল। আজ রাত্রে বল-নাচ হচ্ছে। মারিয়ান্‌কা, উস্‌তেন্‌কার ওখানে নিশ্চয়ই আসছ তুমি?' মেয়েটির দিকে ঘুরে সে যোগ করল।

এত সহজে মারিয়ান্‌কার সঙ্গে কথা বলছে দেখে ওলেনিন বিস্মিত হল। কিন্তু যেন তার কথা কানে যায়নি এমন ভাব দেখিয়ে মারিয়ান্‌কা মাথা নিচু করল, কাঁধে কোদাল চাপিয়ে বাইরের ঘরের দিকে দৃঢ়, পুরুষালী পদক্ষেপে চলে গেল।

পিছু ডেকে বেলেৎস্কি বলল, 'বড়ো লাজুক মেয়ে তুমি, ডার্লিং।' হেসে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠতে উঠতে যোগ করল, 'আপনাকে লজ্জা পায়।'

'বল-নাচ হবে? আর কে আপনাকে ভাগিয়ে দিয়েছে, ব্যাপারটা কী?'

'বল-নাচ হবে উস্‌তেন্‌কার ওখানে, আমার গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে, আপনারও নিমন্ত্রণ সেখানে। বল-নাচ মানে পিঠে আর মেয়েদের সমাগম।'

'কিন্তু ওখানে আমরা কী করব?'

সব জানে এমন ভাবে হেসে বেলেৎস্কি চোখ ঠেরে মারিয়ান্‌কা বাইরের যে ঘরে অদৃশ্য হয়েছে সে দিকে মাথা নাড়াল।

ওলেনিন কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে লাল হয়ে উঠল। 'সত্যি সত্যি, আপনি কেমন অদ্ভুত লোক', বেলেৎস্কিকে বলল।

'আর ভান করবেন না।'

ওলেনিন ভ্রূকুটি করাতে বেলেৎস্কি অনুগ্রহসূচকভাবে হাসল। 'আপনি কী বলতে চান? একই বাড়ীতে আছেন, আর এমন একটি খাসা মেয়ে, চমৎকার মেয়ে, এমন একটি অপরূপ সুন্দরী...'

'আশ্চর্য সুন্দর বটে। এরকম মেয়ে কখনো দেখিনি', ওলেনিন বলল।

'তাহলে?' পরিস্থিতিটা ঠিক বুঝতে না পেরে বেলেৎস্কি বলল।

'আপনার অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু যা সত্যি কেন বলব না? এখানে আসার পর মনে হয় আমার কাছে মেয়েদের অস্তিত্ব নেই। আর তাতে বেশ লাগে, সত্যি বলছি। এ ধরণের মেয়েদের আর আমাদের মধ্যে কী মিল থাকতে পারে? এরশ্‌কা,—তার কথা আলাদা। আমাদের এক বিষয়ে মিল আছে, শিকার করতে আমরা দুজনেই দারুণ ভালোবাসি।'

'তাই বলুন। কী মিল আছে? আমালিয়া ইভানোভ্‌নার সঙ্গে আমার কী মিল আছে? একই ব্যাপার এটা। বলতে পারেন ওরা খুব পরিষ্কার নয়, সেটা আলাদা কথা... A la guerre, comme á la guerre!*...

---

* যুদ্ধে যুদ্ধের মত করা দরকার।

‘কিন্তু আমালিয়া ইভানোভ্না গোছের মেয়ের সঙ্গে আমার কখনো আলাপ হয়নি, ও ধরণের মেয়ের সঙ্গে কী ভাবে চলতে হয় কখনো জানিনি। ওদের সম্মান করা যায় না, কিন্তু এদের করা যায়।’

‘বেশ, সম্মান করে যান, কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে?’

ওলেনিন জবাব দিল না, যা বলতে চেয়েছিল সেটা শেষ করতে স্পষ্টতই সে চায়। তার অন্তরের কথা সেটা।

‘জানি আমি খাপছাড়া…’ (তার বিব্রত লাগছে বোঝা গেল।) ‘আমার জীবন যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে আমার নিজের রীতিনীতি বদলাবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না, কিন্তু আপনার মত এখানে মোটেই থাকতে পারতাম না, এখন যেমন আনন্দে আছি তার কথা ত ছেড়েই দিন। সেজন্য আমি অন্য কিছুর সন্ধান করি, ওদের মধ্যে আপনি যা চান তা নয়, অন্য কিছু দেখতে চাই।’

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বেলেৎস্কি ভুরু কপালে তুলে বলল: ‘যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আসুন। মারিয়ান্কাও আসবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আসবেন কিন্তু। একঘেয়ে লাগলে না হয় চলে যাবেন। আসবেন ত?’

‘যাবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু সত্যি বলছি জড়িয়ে পড়ব ভয় হয়।’

‘ও তাই নাকি?’ বেলেৎস্কি চেঁচিয়ে বলল। ‘আসুন ত, আপনার মেজাজ ঠিক করে দেব। আসবেন ত। ঠিক বলছেন?’

‘আসতাম, কিন্তু কী করব ওখানে ঠিক বুঝতে পারছি না; ওখানে আমাদের ভূমিকাটা কী হবে?’

‘আপনাকে অনুরোধ করছি, আসুন। আসবেন ত?’

‘হয়ত যাবো’, ওলেনিন বলল।

‘আপনি দেখালেন। অন্য কোথাও দেখা যায় না এমন সব

মোহিনীরা এখানে, আর আপনি আছেন সন্ন্যাসীর মত। সৃষ্টিছাড়া সখ বটে। হাতের কাছে যা আছে তা ভোগ না করে কেন জীবনটা নষ্ট করছেন? আমাদের দলকে ভজ্‌দ্‌ভিজেন্‌স্কায়ায় যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, জানেন ত?'

'খুব সম্ভব নয়। শুনছি অষ্টম দলকে ওখানে পাঠানো হবে', বলল ওলেনিন।

'না। সেনানায়কের পার্শ্বচরের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে সেনানায়ক নিজে অভিযানে যোগ দেবেন। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হবে ভেবে খুব ভালো লাগছে। এ জায়গাটা একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে।'

'শুনছি আমরা না কি শীগগিরই আক্রমণ করব।'

'কথাটা আমি শুনিনি, শুনেছি যে আক্রমণ করার জন্য ক্রিনোভিৎসিন্ সেণ্ট আনা'র অর্ডার পেয়েছে। ও আশা করছিল লেফ্‌টেনাণ্ট হবে', হেসে বেলেৎস্কি বলল। 'বসিয়ে দিয়েছে ওকে, কী বলেন? হেড্‌কোয়ার্টার-এ গিয়েছিল এ বিষয়ে তদারক করতে...'

সন্ধ্যা হয় হয়, ওলেনিন পার্টির কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। নিমন্ত্রিত হয়েছে বলে সে চিন্তিত। যাবার ইচ্ছে আছে তার, কিন্তু ওখানে যা ঘটতে পারে তার সম্বন্ধে অদ্ভুত, বন্য এমন কি ভীতিকর ভাবনা হল। জানত ওখানে কসাক পুরুষ ও বয়স্কা স্ত্রীলোক কেউ থাকবে না, শুধু থাকবে মেয়েরা। কী ঘটবে ওখানে? কেমনভাবে চলবে সে? ওরা কী বিষয়ে আলাপ করবে? ওই সব বন্য কসাক মেয়েদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তাদের সঙ্গে বিচিত্র, বেসরম অথচ সীমাবদ্ধ নানা সম্পর্কের কথা বেলেৎস্কি তাকে বলেছে। ভাবতে তার বিচিত্র লাগছিল যে মারিয়ান্‌কার সঙ্গে এক ঘরে সে থাকবে, হয়ত তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওর

চালচলনের মহিমার কথা ভাবলে সেটা অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু সব যেন অত্যন্ত সহজ, বেলেৎস্কি সে সম্বন্ধে তাকে বলেছিল। 'বেলেৎস্কি মারিয়ান্‌কার সঙ্গেও ও রকম ব্যবহার করবে, সেটা কি সম্ভব? কৌতূহলের ব্যাপার এটা', ভাবল সে। 'আমার না যাওয়াই ভালো, সবকিছু এমন বীভৎস আর ইতর, মোটের ওপর এ সব করে কিছুই হয় না।' কিন্তু আবার কী ঘটবে ভেবে তার উৎকণ্ঠা হল। তা ছাড়া মনে হল সে কথা দিয়েছে, তাকে যেতেই হবে। মনস্থির না করে সে বেরিয়ে পড়ল, বেলেৎস্কি যেখানে থাকে ততদূর গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

বেলেৎস্কির বাড়ী ওলেনিনের বাসার মত। কাঠের খুঁটি দিয়ে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচুতে বসানো, দুটো ঘর। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রথম যে ঘরে ওলেনিন উঠল, তাতে আছে পালকের বিছানা, মোটা আর পাতলা কম্বল, কার্পেট, কসাক কায়দায় তাকিয়াগুলো সামনের দেয়ালের গায়ে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সাজানো। অন্য দেয়ালগুলিতে ঝোলানো তামার চাটু আর অস্ত্রশস্ত্র, মেঝেতে বেঞ্চের নিচে তরমুজ আর লাউ-কুমড়ো। দ্বিতীয় ঘরটিতে ইঁটের বড়ো উনুন, একটা টেবিল, বেঞ্চ আর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীর নানা আইকন। এই ঘরে বেলেৎস্কি আর তার ভাঁজ-করা খাট, পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতি জিনিষপত্রের জায়গা করা হয়েছে। দেয়ালে একটা কার্পেটের উপরে তার অস্ত্রশস্ত্র টাঙ্গানো, টেবিলে কয়েকটি ছবি আর প্রসাধন সামগ্রী। বেঞ্চে পড়ে আছে একটি সিল্কের ড্রেসিং গাউন। বেলেৎস্কি নিজে ফিট্‌ফাট্ খাসা চেহারায়, শুধু অন্তর্বাস পরে বিছানায় শুয়ে Les Trois Mousquetaires* পড়ছে।

লাফিয়ে উঠল সে। 'দেখুন দিকি কেমন সাজিয়েছি, সুন্দর নয়? আপনি আসাতে খুব খুসী হয়েছি। ওরা ভয়ানক খাটছে। পিঠে

---

* থ্রি মাস্কেটিয়ারস্।

কী দিয়ে তৈরী হয় জানেন? ময়দা, তার ভেতরে থাকে শূয়োরের মাংস আর আঙুর। কিন্তু সেটাই সব নয়, ওখানে কেমন সাড়া পড়ে গিয়েছে দেখুন।'

জানলা দিয়ে তাকিয়ে সত্যই দেখল কুটিরে অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো। মেয়েরা এটা সেটার জন্য ছুটোছুটি করছে।

বেলেৎস্কি ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'শীগ্‌গিরই সব তৈরী হয়ে যাবে ত?'

'খুব শীগ্‌গিরই। কেন? দাদুর কি ক্ষিধে পেয়েছে?' কুটিরের ভিতর থেকে এল হাসির রোল।

প্লেট নিতে বেলেৎস্কির ঘরে দৌড়িয়ে এল উস্‌তেন্‌কা, মোটাসোটা, বেঁটে, গোলাপী, টুক্‌টুকে মেয়েটা, জামার আস্তিন গুটানো।

বেলেৎস্কিকে এড়িয়ে যেতে যেতে চীৎকার করে বলল, 'সরে যাও বলছি, নইলে সব কটা প্লেট ভাঙ্গবো।' হেসে ওলেনিনকে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি বরঞ্চ এসে আমাদের সাহায্য কর। আর মেয়েদের জন্য কিছু খাবার আনতে ভুলো না।' ('খাবার' মানে বিস্কুট আর মিঠাই।)

'মারিয়ান্‌কা এসেছে?'

'এসেছে বই কি, ময়দাটা ও এনেছে।'

'জানেন', বলল বেলেৎস্কি, 'যদি উস্‌তেন্‌কাকে সাফ আর মাজাঘষা করে ভালো করে সাজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের সব সুন্দরীরা হার মানবে। কর্ণেলকে বিয়ে করেছে যে কসাক মেয়েটা তাকে দেখেছেন? কি মধুর চেহারা! বর্‌শ্‌শেভা তার নাম। কী মহিমা তার! কোথা থেকে এরা এমন চেহারা বাগায়!'

'বর্‌শ্‌শেভাকে দেখিনি, কিন্তু এরা যে পোশাক পরে তার তুলনা নেই।'

খুসীর নিঃশ্বাস ফেলে বেলেৎস্কি বলল, 'যে কোন অবস্থায় মানিয়ে চলতে আমি বিস্তর জানি। গিয়ে দেখি ওরা কী করছে।'

ড্রেসিং-গাউন কাঁধে ফেলে দৌড়িয়ে বেরিয়ে গেল, বলে গেল, 'আপনি বরঞ্চ "খাবারের" তদারক করুন।'

ওলেনিন বিস্কুট আর মধু কিনতে বেলেৎস্কির আর্দালীকে পাঠাল। কিন্তু টাকা দেওয়াটা হঠাৎ তার এত খারাপ লাগল (যেন কাকে ঘুষ দিচ্ছে) যে আর্দালী যখন কত পুদিনা-বিস্কুট আর কত মধু-বিস্কুট আনবে জিজ্ঞেস করল তখন কোন স্পষ্ট জবাব দিল না।

'তোমার যা খুসী।'

'তাহলে সব টাকাটাই কি খরচ করব', ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে আর্দালী জিজ্ঞেস করল। 'পুদিনা-বিস্কুটের দাম বেশী, ষোলো কোপেক লাগবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবটাই খরচ কোরো' বলে ওলেনিন জানলার পাশে বসল, অবাক হয়ে ভাবল তার বুক কেন এত ধক্ ধক্ করছে, যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও খারাপ কাজ করতে সে উদ্যত।

বেলেৎস্কি মেয়েদের ওখানে যাবার পর মেয়েরা চেঁচাচ্ছে শুনল, কয়েক মুহূর্ত পরে দেখল হাসি আর চীৎকার আর হৈচৈ-এর মধ্যে বেলেৎস্কি লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নেমে চলে এল।

'ভাগিয়ে দিয়েছে', ও বলল।

একটু পরে উস্তেন্কা এসে গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করল সব তৈয়ার, এবারে অভ্যাগতেরা আসতে পারেন।

ঘরে গিয়ে তারা দেখল সত্যি সত্যিই সবকিছু তৈরী। দেয়ালের গায়ে তাকিয়াগুলো উস্তেন্কা সাজাচ্ছে। টেবিলে চাদর পাতা, মোটেই প্রমাণসই নয় সেটা, তার ওপরে চিখিরের পাত্র আর শুকনো মাছ। মাখা ময়দা আর আঙুরের গন্ধে ঘরটি ভরপূর। ছ সাত জন মেয়ে উনুনের পিছনে একটি কোণে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে

ফিস্‌ফিস করছে, কখনো মুখ চেপে হাসছে, কখনো বা হাসিতে ফেটে পড়ছে। পরনে তাদের ফিটফাট বেস্‌মেত, মাথা খোলা, সাধারণত যেমন তেমন রুমাল দিয়ে ঢাকা নয়।

'আমার দেবতাকে সম্মান দেখাতে আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি', অতিথিদের খেতে বলে উস্‌তেন্‌কা বলল।

সব কটি মেয়েই দেখতে সুন্দর, তাদের মধ্যে ওলেনিনের নজরে এল মারিয়ান্‌কা; এই ইতর, অস্বস্তিকর পরিবেশে তার সঙ্গে দেখা হল ভেবে তার বিরক্ত ও আহত লাগল। নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে, ওলেনিন ঠিক করল বেলেৎস্কি যা করবে সেও তাই করবে। বেলেৎস্কি এগিয়ে টেবিলের কাছে গেল, তার চালচলনে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের ভাব থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই; উস্‌তেন্‌কার স্বাস্থ্য কামনা করে এক গেলাস সুরাপান করে অন্যান্যদের পান করতে অনুরোধ করল। উস্‌তেন্‌কা ঘোষণা করল মেয়েরা মদ্যপান করে না।

দলের মধ্যে একজন বলল: 'খেতে পারি, কিছু মধু দিয়ে।'

বিস্কুট আর মধু নিয়ে আর্দালী সবে মাত্র ফিরেছে, তাকে ডাকা হল। কী যেন ঈর্ষায় অথবা অবজ্ঞায় ভুরুর নিচে থেকে ভদ্রলোক দুটির দিকে সে তাকাল, তার মতে ওরা দুজন মজা লুঠছে, সযত্নে ও সাড়ম্বরে খরখরে কাগজে মোড়া বিস্কুট আর কিছু মধু হাতে দিয়ে কত খরচা হয়েছে কত ফিরেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে শুরু করেছে, বেলেৎস্কি তাকে যেতে বলল।

গেলাসে মদের সঙ্গে মধু মিশিয়ে, টেবিলে তিন পাউণ্ড বিস্কুট দরাজহাতে উপুড় করে দিয়ে বেলেৎস্কি কোণ থেকে মেয়েদের টেনে নিয়ে এসে বসাল টেবিলে, তাদের বিস্কুট ভাগ করে দিতে আরম্ভ করল। ওলেনিনের চোখে পড়ল মারিয়ান্‌কা দুটো পুদিনা আর একটা বাদামী রঙের বিস্কুট নিয়ে তামাটে, কিন্তু ছোট হাতে মুঠো

করে ধরল, কী করবে ওগুলো নিয়ে জানা নেই। উস্‌তেন্‌কা আর বেলেৎস্কির সহজ স্বচ্ছন্দ আচরণ আর আড্ডা জমিয়ে তোলার প্রয়াস সত্ত্বেও কথাবার্তা থেমে থেমে চলছে, ঠিক যুৎসই হচ্ছে না। ওলেনিনের বাধো বাধো ঠেকছিল, ভাবছিল কী বলবে, মনে হচ্ছিল অন্যদের কৌতূহল, হয়ত বা পরিহাসের উদ্রেক করছে সে, তার আড়ষ্টভাব অন্যতেও সংক্রামিত হচ্ছে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল, মনে হল বিশেষ করে মারিয়ান্‌কা অস্বস্তি বোধ করছে। 'ওরা নিশ্চয়ই আশা করছে আমরা কিছু টাকা দেবো, কিন্তু কী করে দিই? কী করে দিয়ে যত শীঘ্র পারি বেরিয়ে যাওয়া যায়?' ওলেনিন ভাবল।

২৫

মারিয়ান্‌কাকে সম্বোধন করে বেলেৎস্কি বলল, 'নিজের ভাড়াটিয়াকে চেন না, এটা কেমন ব্যাপার?'

একবার ওলেনিনের দিকে তাকিয়ে মারিয়ান্‌কা বলল, 'কী করে চিনব, উনি ত কখনো আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না।'

ওলেনিনের ভয় করল, কেন জানি না। লাল হয়ে উঠে কি বলছে প্রায় না ভেবেই বলল, 'তোমার মাকে ভয় পাই, প্রথম যে দিন গিয়েছিলাম সে দিন কী বকুনীটাই না দিয়েছিল।' মারিয়ান্‌কা সশব্দে হেসে উঠে বলল: 'আর তাতেই ভয় পেয়ে গেলে?' তার দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল সে।

এই প্রথম তার সুন্দর মুখের সমস্তটা ওলেনিন দেখল। এর আগে যত বার দেখেছে চোখ পর্যন্ত রুমালে ঢাকা থাকত। গ্রামের সেরা সুন্দরী ওকে বলা হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উস্‌তেন্‌কার চেহারা বেশ মিষ্টি, ছোটখাটো, গোলগাল মেয়ে, গোলাপী রঙ, বাদামী হাসিখুসী চোখ জোড়া আর লাল ঠোঁট যেন সব সময়ই

হাসছে আর কথা বলছে। মারিয়ান্‌কাকে মিষ্টি বলা চলে না, সে সুন্দর। তার চেহারা বেশী মাত্রায় পুরুষালী, প্রায় কর্কশ মনে হতে পারত, কিন্তু তার দীর্ঘ, সুঠাম গড়ন, তার ভরাট বুক আর কাঁধ, বিশেষ করে ঘন কৃষ্ণ ভুরুর ছায়ায় তার টানাটানা কালো চোখের কঠোর অথচ কোমল দৃষ্টি, তার মুখের আর হাসির নম্র ভাব, সব মিলিয়ে সেটা মনে হত না। হাসে সে খুব কম, কিন্তু হাসলে সবাই-এর চোখে পড়ে। কৌমার্য্যের শক্তি ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেখানে উপস্থিত মেয়েদের প্রত্যেকেরই চেহারা ভালো, কিন্তু তারা নিজেরা, বেলেৎস্কি, বিস্কুট-নিয়ে-আসা আর্দালী, সবাই মারিয়ান্‌কার দিকে না তাকিয়ে পারছিল না, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হলেই প্রথমেই মারিয়ান্‌কাকে সম্বোধন করা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে তাকে মনে হচ্ছিল গর্বিত, চঞ্চল রাণীর মত।

পার্টি জমিয়ে রাখার জন্য বেলেৎস্কি ক্রমাগত বক্‌বক করে চলেছে, মেয়েদের দিয়ে চিখির পরিবেশন করাচ্ছে, ফষ্টিনষ্টি করছে তাদের সঙ্গে, আর মারিয়ান্‌কার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ওলেনিনের কাছে ফরাসীতে যত অশোভন উক্তি করে, 'আপনার (la vôtre) মারিয়ান্‌কা বলে ওলেনিনকে তার মত ব্যবহার করতে বলছে। ওলেনিনের অস্বস্তি বেড়েই চলল। পালিয়ে যাবার ছুতো খুঁজছে এমন সময় বেলেৎস্কি ঘোষণা করল যে আজ উস্‌তেন্‌কার নামকরণের দিন বলে তাকে পুরুষদের চুম্বন করে চিখির খাওয়াতে হবে। উস্‌তেন্‌কা রাজী হল এই সর্তে যে তার প্লেটে টাকা দিতে হবে, বিয়ের সময় যেমন দেওয়া হয়। 'মরতে এই নক্কারজনক ভোজে কেন এসেছিলাম', ওলেনিন ভাবল, তারপর চলে যাবার জন্য উঠে পড়ল।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'তামাক আনতে', ওলেনিন বলল, তার মতলব চলে যাওয়া।

কিন্তু বেলেৎস্কি তার হাত চেপে ধরে ফরাসীতে বলল, 'আমার সঙ্গে টাকা আছে।'

'এখানে তাহলে টাকা দিতে হবে, চলে যাওয়া চলবে না', তিক্তভাবে ওলেনিন ভাবল, নিজের অস্বস্তির জন্য নিজেরই বিরক্ত লাগছিল তার। 'বেলেৎস্কির মত ব্যবহার করতে সত্যিই কি পারি না? এখানে আসা উচিত হয়নি, কিন্তু এসেছি যখন ওদের রসভঙ্গ করা ঠিক হবে না। কসাকের মত পান করতে হবে।' কাঠের পানপাত্রটা (প্রায় আট গেলাস মদ তাতে ধরে) চিখিরে পূর্ণ করে ওলেনিন প্রায় শেষ করল। খাচ্ছে যখন তখন মেয়েরা বিস্ময়ে, প্রায় সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা তাদের কাছে অদ্ভুত আর অশোভন ঠেকল। দুজনকে আর একটা করে গেলাস দিয়ে দুজনকেই উস্‌তেন্‌কা চুম্বন করল। 'এবারে কিছু মজা করা যাক মেয়েরা', প্লেটে দু জনের দেওয়া চারটে রূপোর রুবল বাজিয়ে উস্‌তেন্‌কা বলল।

ওলেনিনের আর আড়ষ্ট লাগছে না, এখন সে বাগবহুল।

মারিয়ান্‌কার হাত ধরে বেলেৎস্কি বলল, 'মারিয়ান্‌কা, এবার তোমার পালা, চুমো খেয়ে চিখির খাওয়াতে হবে।'

যেন তাকে মারবে এমন ভাবে মারিয়ান্‌কা বলল, 'চুমো খাওয়া দেখাচ্ছি তোমাকে।'

একটি মেয়ে বলল, 'কিছু না দিয়ে দাদুকে যে কেউ চুমু খেতে পারে।'

'এই ত লক্ষ্মী মেয়ে', হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে মেয়েটি, তাকে বেলেৎস্কি চুম্বন করল। মারিয়ান্‌কাকে উদ্দেশ্য করে বলল: 'সত্যিই তোমাকে চুমু খেয়ে চিখির দিতে হবে। তোমার ভাড়াটিয়াকে এক গেলাস দাও।'

হাত ধরে তাকে বেঞ্চে ওলেনিনের পাশে বসাল, পাশ থেকে দেখার জন্য মারিয়ান্‌কার মাথা ঘুরিয়ে দেখে বলল, 'অপরূপ সুন্দরী বটে।'

বাধা দিল না মারিয়ান্‌কা, গর্বিতভাবে হেসে তার টানাটানা চোখ ফেরাল ওলেনিনের দিকে।

বেলেৎস্কি আবার বলল: 'সুন্দরী বটে'।

মারিয়ান্‌কার মুখ দেখে মনে হল কথাটা সেও সমর্থন করে বলছে, 'হ্যাঁ, দেখ কী সুন্দরী আমি।' কী করছে না ভেবে ওলেনিন মারিয়ান্‌কাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনোদ্যত, এমন সময় হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে, বেলেৎস্কিকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে, টেবিলের ওপরটা উল্টে দিয়ে মারিয়ান্‌কা লাফিয়ে চলে গেল উনুনের দিকে। চেঁচামেচি আর হাসির রোল উঠল। বেলেৎস্কি ফিস্‌ফিস্‌ করে মেয়েদের কী বলল, তারা সবাই হঠাৎ সামনের ঘরে দৌড়িয়ে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

'বেলেৎস্কিকে চুমু খেলে, আর আমাকে খাবে না?' জিজ্ঞেস করল ওলেনিন।

'না, এমনিই। খেতে চাই না, ব্যস।' ঠোঁট কামড়ে, ভুরু কুঁচকিয়ে বলল মারিয়ান্‌কা। তারপর হেসে যোগ করল, 'ও ত আমাদের দাদু হয়'। দরজার কাছে গিয়ে পেটাতে শুরু করল, 'দরজা বন্ধ করেছ কেন, হতচ্ছাড়িরা?'

কাছে গিয়ে ওলেনিন বলল, 'ওরা ওখানে থাক, আমরা এখানে থাকি।'

ভ্রূকুটি করে কঠোরভাবে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল মারিয়ান্‌কা। আবার তাকে এত মহান সুন্দর দেখাল যে ওলেনিনের জ্ঞান ফিরে এল, কী করছিল ভেবে লজ্জা হল। দরজার কাছে গিয়ে নিজে সেটা খোলার চেষ্টা করল।

'বেলেৎস্কি, দরজাটা খোলো, বাঁদরামী কোরো না!'

মারিয়ান্‌কা আবার খুসীর দীপ্ত হাসি হেসে বলল, 'আমাকে ভয় করছে না কি?'

'সত্যি, ভয় পাচ্ছি, তুমি ঠিক তোমার মায়ের মত খিট্‌খিটে।'

'এরশ্‌কার সঙ্গে আরো বেশীক্ষণ থাকো ,না কেন, তাহলে মেয়েরা তোমাকে ভালোবাসবে', আবার হাসল সে, সোজাসুজি ওলেনিনের চোখে চোখ রেখে।

কী জবাব দেবে ওলেনিন ভেবে পেল না। 'আর তোমার কাছে যদি যাই?' তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'সেটা আলাদা ব্যাপার', মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মারিয়ান্‌কা।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেলেৎস্কি দরজাটা খুলে দিল, সেখান থেকে চট করে সরে যাবার সময় মারিয়ান্‌কার উরুত লাগল ওলেনিনের পায়ে।

'এতদিন যা ভেবেছি: প্রেম আর আত্মত্যাগ আর লুকাশ্‌কা, সব বাজে। সুখই একমাত্র জিনিষ: যে সুখী ন্যায় তার দিকে', হঠাৎ ওলেনিনের মনে হল, সবলে, অপ্রত্যাশিত শক্তিতে মারিয়ান্‌কাকে ধরে তার কপালে আর গালে চুম্বন করল। মারিয়ান্‌কা চটল না, সশব্দে হেসে দৌড়িয়ে চলে গেল অন্য মেয়েদের কাছে।

পার্টি শেষ হল তখনই। উস্‌তেন্‌কার মা কাজ থেকে ফিরে মেয়েদের খুব বকে বের করে দিল।

২৬

বাড়ী ফিরতে ফিরতে ওলেনিন ভাবল, 'লাগাম একটু ঢিলে করলেই হয়, কসাক মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাবো।' শোবার সময় একই চিন্তা, মনে হল যে এসব উবে যাবে, আগেকার মতই থাকতে পারবে।

কিন্তু পুরাতন জীবন আর ফিরে এল না। মারিয়ান্কার সঙ্গে তার সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। যে দেয়াল ওদের আলাদা করে রেখেছিল সেটা ধূলিসাৎ। দেখা হলেই ওলেনিন তাকে নমস্কার করত।

গৃহকর্তা ভাড়া নিতে এসে ওলেনিনের ঐশ্বর্য আর দরাজ-হাতের কথা শুনে তাকে নিমন্ত্রণ করল। গৃহকর্ত্রী তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল, আর সেই পার্টির দিন থেকে প্রায়ই ওলেনিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের ওখানে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকত। আগেকার মতই আছে মনে হত, কিন্তু অন্তরে সবকিছু বদলে গিয়েছে। দিন কাটত বনে, আট্টা নাগাদ, অন্ধকার হলে হয় এরশ্কা খুড়োর সঙ্গে, নয় একলা ওদের ওখানে যেত। ওর যাওয়াটা ওদের এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে না গেলেই বিস্মিত হত। মদের জন্য বেশী পয়সা দিত, শান্তভাবে বসে থাকত। তার জন্য চা আনত ভানুশা, এক কোণে উনুনের কাছে বসত ওলেনিন। বৃদ্ধা কিছু মনে না করে নিজের কাজ করে যেত, ওরা চা কিম্বা চিখির খেতে খেতে কসাকঘটিত নানা ব্যাপারের, প্রতিবেশীদের কিম্বা রাশিয়ার বিষয়ে আলোচনা করত, রাশিয়ার সম্বন্ধে কথা বলত ওলেনিন, ওরা তাকে জিজ্ঞেস করত। মাঝে মাঝে কোন বই এনে পড়ত। কখনো অন্ধকার কোণে, কখনো বা উনুনের তাকে বন্য ছাগীর মত পা গুটিয়ে বসে থাকত মারিয়ান্কা। কথাবার্তায় যোগ দিত না সে, কিন্তু তার চোখ আর মুখ ওলেনিন দেখত, শুনতে পেত নড়াচড়া করছে কিম্বা সূর্যমুখীর বীজ ভাঙ্গছে, অনুভব করত তার কথা মারিয়ান্কা একাগ্রচিত্তে শুনছে, বই যখন নিঃশব্দে নিজের মনে পড়ত তখন অনুভব করত মারিয়ান্কার উপস্থিতি। মাঝে মাঝে মনে হত তার উপর মারিয়ান্কার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তার চাউনীর দীপ্তি চোখে পড়লে ওলেনিন স্বতই চুপ করে যেত, তাকিয়ে থাকত তার দিকে। তখন তাড়াতাড়ি মুখ ঢেকে নিত

মারিয়ান্‌কা, বৃদ্ধার সঙ্গে গভীর আলোচনার ভান করত ওলেনিন, কিন্তু সর্বক্ষণ মারিয়ান্‌কার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কিম্বা প্রত্যেকটি নড়াচড়ার শব্দ শুনত আর অপেক্ষা করত আবার কখন সে তার দিকে তাকাবে। অন্যেরা থাকলে মারিয়ান্‌কা সাধারণত তার সঙ্গে প্রফুল্লভাবে, বন্ধুর মত কথাবার্তা বলত, কিন্তু যখন শুধু দুজনে তখন তার ব্যবহার হত বন্য আর কর্কশ। কখনো কখনো মারিয়ান্‌কা আসার আগেই ওলেনিন ওদের ওখানে যেত। হঠাৎ উন্মুক্ত দোরগোড়ায় শুনত তার দৃঢ় পদধ্বনি, দেখত তার নীল ছাপা স্মকের আভাস। ঘরের মাঝখানে এসে তাকে দেখে মারিয়ান্‌কার চোখে মুখে ফুটে উঠত অস্ফুট কোমল হাসি, আর ওলেনিনের সুখী আর ভীত লাগত।

তার কাছে ওলেনিন কিছুই চাইত না, চাইবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু দিনের পর দিন মারিয়ান্‌কার উপস্থিতি তার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

কসাক গ্রামের জীবনে ওলেনিন এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে অতীতের সমস্ত কথা তার কাছে বিজাতীয় মনে হত। আর ভবিষ্যতের বিষয়ে, বিশেষ করে যে জগতে এখন আছে তা ছাড়িয়ে অন্য কোন ভবিষ্যতের বিষয়ে তার কোন কৌতূহল ছিল না। দেশ থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের চিঠি এলে সে চটত, ওদের এমন ভাব যেন ওর আশা ছেড়ে দিতে হয়েছে বলে অত্যন্ত দুঃখিত। ওলেনিনের মতে কিন্তু, গ্রামে যে ভাবে নিজে আছে সে ভাবে যারা থাকে না তাদেরই কোন আশা নেই। নিজের পুরাতন পরিবেশ ছেড়ে এসে গ্রামে এই ধরণের নিঃসঙ্গ অভিনব স্বকীয় জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছে বলে কখনো তার অনুশোচনা হবে না, এই বিষয়ে সে নিশ্চিত। অভিযানে গেলে কিম্বা কোন দুর্গে আস্তানা করলেও তার ভালো লাগত, কিন্তু এই গ্রামে এরশ্‌কা খুড়োর পক্ষচ্ছায়ায়, বন কিম্বা গ্রামের প্রান্তে তার নিজের বাসা থেকে, বিশেষ করে যখন মারিয়ান্‌কা আর লুকাশ্‌কার কথা ভাবত, তখন তার অতীত জীবনের সমস্ত

মিথ্যে যেন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করত। এর আগেও এই মিথ্যে তার ক্রোধের উদ্রেক করেছে বটে, কিন্তু এখন সেটা অবর্ণনীয়ভাবে ঘৃণ্য আর হাস্যকর মনে হয়। এখানে যত দিন যাচ্ছে নিজেকে তত মুক্ত আর আসল মানুষ মনে হচ্ছে। প্রথমে যে ছবি কল্পনায় এঁকেছিল ককেশাস তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যা কিছু স্বপ্ন দেখেছে ককেশাসের বিষয়ে, যা কিছু শুনেছে, পড়েছে সে রকম বাস্তবে কিছু মেলেনি। 'ককেশান ক্লোক, খর স্রোত, আমালত-বেকের মত লোকজন, বীরপুরুষ আর দুর্বৃত্ত, এ সব এখানে কিছুই নেই। এখানকার লোকেরা প্রাকৃতিকভাবে থাকে, ওরা মরে, জন্মায়, বিয়ে করে, আরো লোক জন্মায়; ওরা লড়াই করে, খায়-দায়, আনন্দ করে আর আবার মরে; সূর্য, ঘাস, জীবজন্তু আর গাছপালা প্রকৃতির যে নিয়ম মেনে চলে সে নিয়ম ছাড়া ওরা আর কিছুর বশবর্তী নয়, আর কোন আইন ওরা মানে না।' সেজন্য, নিজের তুলনায় ওদের মনে হত সুদর্শন, বলিষ্ঠ এবং স্বাধীন, ওদের দেখলে ওলেনিনের নিজের জন্য লজ্জা আর দুঃখ হত। প্রায়ই সত্যি সত্যি ভাবত সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কসাক বলে নাম লেখাবে, বাড়ী আর গরুবাছুর কিনে কোন কসাক মেয়েকে বিয়ে করবে (মারিয়ান্‌কাকে নয়, ওকে ত দিয়েছে লুকাশ্‌কাকে), থাকবে এরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে, তার সঙ্গে যাবে শিকারে কিম্বা মাছ ধরতে, কসাকদের সঙ্গে অভিযানে যাবে। 'কেন সেটা করছি না, কিসের অপেক্ষায় আছি', নিজেকে ওলেনিন জিজ্ঞেস করত, নিজেকে তাগাদা দিয়ে লজ্জিত করত: 'যেটা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলে মানি সেটা করতে কি আমি ডরাই? সহজ সাধারণ কসাক হবার আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকার বাসনা, কারুর ক্ষতি না করে বরঞ্চ উপকার করার ইচ্ছে, আমার সব পুরোনো সখের চেয়ে—যেমন কিনা মন্ত্রী কিম্বা কর্ণেল হবার সখ—তার চেয়ে কি হেয়? কিন্তু কে যেন তাকে

বলত আরো সবুর কর, কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্তে এসো না। তাকে বাধা দিত ঝাপসা একটা বোধ যে সে ঠিক এরশ্‌কা কিম্বা লুকাশ্‌কার মত থাকতে পারবে না, কারণ আনন্দের ধারণা তার অন্য রকম— আনন্দের মানে আত্মত্যাগ। এই ধারণা তাকে আটকিয়ে রাখত। লুকাশ্‌কার জন্য কী করেছে ভাবলে এখনো তার ভালো লাগে। অন্যদের জন্য আত্মত্যাগের সুযোগ সে চায়, কিন্তু আর পায়নি। মাঝে মাঝে আনন্দের নব-আবিষ্কৃত প্রেসক্রিপসনের কথা ভুলে গিয়ে মনে হত এরশ্‌কা খুড়োর মত জীবনধারণ সে ঠিক মত করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের কথাটা আবার আঁকড়ে ধরত, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশান্ত চিত্তে ও গর্বিতভাবে অন্যান্য মানুষ আর তাদের সুখশান্তির কাণ্ডটা দেখত।

২৭

ঠিক আঙুর তোলার আগে অশ্বপৃষ্ঠে লুকাশ্‌কা এল ওলেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। আরো জাঁকালো দেখাচ্ছে তাকে।

প্রফুল্লভাবে তাকে সম্বোধন করে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল: ‘কেমন আছো? বিয়ে করছ না কি?’

সোজাসুজি জবাব দিল না লুকাশ্‌কা।

‘নদীর ওপারে আপনার দেওয়া ঘোড়াটা বদল করেছি। ঘোড়া বটে এটা। লভের* পালের কাবারদা ঘোড়া। ঘোড়া আমি চিনি।’

নূতন ঘোড়াটিকে দু জনেই পরীক্ষা করল, আঙিনায় নানাভাবে ঘোরালো তাকে। ঘোড়াটি সত্যিই বিশেষ ভালো: আলোহিত-পিঙ্গল

---

*পালের জন্য ‘লভ’ অশ্বশালা ককেশাসে শ্রেষ্ঠ অশ্বশালাগুলির অন্যতম বিবেচিত হত।

রঙ, লম্বা আর চওড়া শরীর, চক্‌চকে চামড়া, পুরু মসৃণ লেজ, মাথা আর ঘাড়ের নরম পাতলা কেশর থেকে বোঝা যায় যে খাস জাতের। এত হৃষ্টপুষ্ট যে 'ওর পিঠে ঘুমোনো যায়', লুকাশ্‌কা বলল। খুর, চোখ আর দাঁতের গড়ন নিখুঁত আর স্পষ্ট, জাত-ঘোড়ার যে রকম হয়। ককেশাসে এত সুন্দর ঘোড়া ওলেনিন কখনো দেখেনি, তারিফ না করে পারল না।

ঘোড়াটির ঘাড় চাপড়িয়ে লুকাশ্‌কা বলল, 'আর চলে কী রকম। কেমন পা ফেলে! আর খুব চালাক, প্রভুর পিছু পিছু ঘোরে।'

'অদলবদল করার সময় কি অনেক টাকা লেগেছিল?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

হেসে লুকাশ্‌কা বলল, 'টাকা গুনিনি। একটা কুনাকের কাছ থেকে পেয়েছি।'

'অদ্ভুত সুন্দর ঘোড়া। এটার বদলে কত নেবে?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল। 'আমাকে দেড় শ' রুবল দিতে চেয়েছে, কিন্তু আপনাকে এমনিতেই দেবো', লুকাশ্‌কা খুসী হয়ে বলল। 'একবার বললেই দেবো। সাজটা খুলে নেই, আপনি ওটাকে নিতে পারেন। শুধু কাজ চালাবার জন্য আমাকে যা-হোক-গোছের একটা ঘোড়া দিন।'

'না, না, কিছুতেই ওটা আমি নেবো না।'

'আচ্ছা, আপনাকে দেবার জন্য একটা উপহার এনেছি', কোমরবন্ধ খুলে সেখানে বাঁধা দুটো ছোরার একটা লুকাশ্‌কা বের করল। 'নদীর ওপারে পেয়েছিলাম।'

'বেশ, ধন্যবাদ।'

'আর মা বলেছে আপনার জন্য কিছু আঙুর আনবে।'

'কোন দরকার নেই। একদিন আমাদের শোধবোধ হয়ে যাবে। দেখছ ত, তোমার ছোরার জন্য টাকা দিতে চাইছি না।'

'কী করে দেবেন, আমরা দু জনে ত কুনাক্। নদীর ওপারে গিরেই খাঁর সঙ্গেও আমার এ রকম সম্পর্ক। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বলল, "কী নেবে নাও।" তাই এ তলোয়ারটা নিলাম। আমাদের রেওয়াজ এটা।'

ঘরে ঢুকে তারা মদ্যপান করল।

'এখানে থাকছ ত?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'না, বিদায় জানাতে এসেছি। ওরা আমাকে বেষ্টনী থেকে তেরেকের ওপারে একটা দলে পাঠাচ্ছে। আজ রাত্রেই আমার কমরেড নাজার্কার সঙ্গে যাচ্ছি।

'বিয়েটা কখন হবে?'

'বাগ্দানের জন্য শীগ্গিরই আসব, তারপর আবার চাকরীতে ফিরে যাবো', অনিচ্ছায় লুকাশ্কা বলল।

'বাগ্দত্তার সঙ্গে দেখাও করবে না?'

'না, দেখে লাভটা কী? অভিযানে গেলে আমার দলকে বৃষস্কন্ধ লুকাশ্কার কথা জিজ্ঞেস করবেন। ওখানে অনেক শূয়োর আছে। আমি দুটো মেরেছি। আপনাকে নিয়ে যাবো।'

'বিদায় তাহলে, যীশু তোমাকে রক্ষা করুন।'

ঘোড়ায় চেপে, মারিয়ান্কার সঙ্গে দেখা না করে ঘোড়াটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে লুকাশ্কা চলে গেল রাস্তা ধরে, নাজার্কা সেখানে তার প্রতীক্ষায় ছিল।

ইয়াম্কার বাড়ীর দিকে চোখ ঠেরে নাজার্কা বলল, 'একবার ওদিক ঘুরে যাই, কী বলো?'

'আচ্ছা। তুমি ঘোড়াটা ওর কাছে নিয়ে যাও, আমার আসতে দেরী হলে ওকে কিছু খড় খেতে দিও। যাই হোক না কেন, কাল সকালের মধ্যে দলে পেঁাছব।'

'ক্যাডেট্ তোমাকে আর কিছু দেয়নি?'

'না, ছোরাটা দিয়ে ধার শোধ করতে পেরেছি তাই যথেষ্ট, আর একটু হলে ঘোড়াটা চাইত', বলল লুকাশ্‌কা। নেমে ঘোড়াটা নাজার্‌কাকে দিল।

ওলেনিনের জানলা ছাড়িয়ে চট করে সে ঢুকল আঙিনায়, করনেটের বাড়ীর জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ অন্ধকার তখন। শুধু স্মক পরে শুতে যাবার আগে মারিয়ান্‌কা চুল আঁচড়াচ্ছে।

ফিস্‌ফিস্‌ করে লুকাশ্‌কা বলল, 'এ ত আমি।'

মারিয়ান্‌কার মুখে কঠোর ঔদাসীন্য, কিন্তু লুকাশ্‌কার ডাক শুনে সে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, জানলা খুলে ঝুঁকে তাকাল, তার মুখে আনন্দ আর ভয় দুইই।

'কী, কী চাই তোমার?'

'খোলো' ফিস্‌ফিস্‌ করে লুকাশ্‌কা বলল। 'এক মিনিটের জন্য আসতে দাও। প্রতীক্ষা করে করে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছি।'

জানলায় হাত বাড়িয়ে মারিয়ান্‌কার মাথা ধরে সে চুম্বন করল।

'খোলো না, লক্ষ্মীটি।'

'আজেবাজে কথা বলছ কেন? বলেছি ত খুলবো না। অনেক দিনের জন্য এসেছো?'

জবাব দিল না লুকাশ্‌কা, তাকে শুধু চুম্বন করতে লাগল, মারিয়ান্‌কাও আর জিজ্ঞেস করল না।

'দেখো, জানলা দিয়ে ভালো করে তোমাকে জড়াতেও পারছি না', লুকাশ্‌কা বলল।

'মারিয়ান্‌কা, তোর সঙ্গে কে?' মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

লুকাশ্‌কা টুপিটা খুলল যাতে তাকে চেনা না যায়, জানলার ধারে নিচু হয়ে বসল।

'শীগ্‌গির যাও', মারিয়ান্‌কা ফিস্‌ফিস্‌ করল।

মাকে জবাব দিল, 'লুকাশ্‌কা এসেছে, বাবার খোঁজ করছে।'

'তাই না কি? তাহলে ওকে এখানে পাঠিয়ে দে।'

'ও চলে গিয়েছে, বলল খুব তাড়া আছে।'

লুকাশ্‌কা নিচু হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে জানলাগুলো পেরিয়ে দৌড়িয়ে আঙিনা পার হয়ে চলে গেল ইয়াম্‌কার বাড়ীর দিকে, ওলেনিন ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পায়নি। দু জগ্‌ চিখির শেষ করে গ্রাম ছেড়ে লুকাশ্‌কা আর নাজার্‌কা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল। উষ্ণ, অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে প্রশান্তি। কোন কথা না বলে তারা চলল, শুধু ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কসাক মিন্‌গালের বিষয়ে একটা গান লুকাশ্‌কা শুরু করল, কিন্তু প্রথম পদ শেষ না করেই থেমে গেল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নাজার্‌কার দিকে ফিরে বলল:

'শুনছ, আমাকে ও ঢুকতেই দিল না।'

'তাই না কি? আমি জানতাম দেবে না। জানো ইয়াম্‌কা আমাকে কী বলেছে? ক্যাডেট্‌ ওদের ওখানে যাতায়াত শুরু করেছে। এরশ্‌কা খুড়ো বড়াই করে যে মারিয়ান্‌কাকে জুটিয়ে দেবার জন্য ক্যাডেট্‌ ওকে একটা বন্দুক দিয়েছে।'

'মিথ্যে কথা বলেছে বেটা বুড়ো শয়তান', রাগতভাবে বলল লুকাশ্‌কা। 'ও ধরণের মেয়ে ও মোটেই নয়। বুড়ো শয়তানটা যদি সাবধান না হয় তাহলে উচিত শিক্ষা দেবো।' তারপর তার প্রিয় গান সে শুরু করল:

ইজ্‌মাইলভো গ্রাম থেকে,
প্রভুর সখের বাগান থেকে,
ঝলমলে-চোখ বাজপাখীটা পালালো একদিন,
কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়ায় চেপে এল এক তরুণ শিকারী,
হাতছানি দিয়ে ঝলমলে-চোখ পাখীটাকে ডেকে বলল:
'আয়, আমার ডান হাতে আয়,
কেননা তুই না এলে ক্রীশ্চান জার
আমাকে দেবে ফাঁসি।'

ঝলমলে-চোখ পাখীটা জবাব দিল:
'সোনার খাঁচায় কী করে আমাকে রাখতে হয় জানতে না তুমি,
জানতে না কী করে ডান হাতে রাখতে হয়।
এখন আমি যাচ্ছি নীল সমুদ্রে;
সেখানে নিজের জন্য মারব রাজহাঁস একটা,
পেট পুরে খাবো রাজহাঁসের মিষ্টি মাংস।'

২৮

করনেটের বাড়ীতে বাগ্‌দানের অনুষ্ঠান। লুকাশ্‌কা গ্রামে ফিরেছে বটে, কিন্তু ওলেনিনের সঙ্গে দেখা করেনি। আর নিমন্ত্রিত হলেও ওলেনিন বাগ্‌দানে যায়নি। বিষণ্ন লাগছে তার। এই কসাক গ্রামে আসার পর এত বিষণ্ন কখনো লাগেনি। সন্ধ্যার সময় সুসজ্জিত লুকাশ্‌কাকে করনেটের বাড়ীতে যেতে দেখেছিল তার মায়ের সঙ্গে। লুকাশ্‌কা তার প্রতি এত উদাসীন কেন ভেবে খারাপ লাগছে। ঘরে দরজা বন্ধ করে ওলেনিন ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করল।

লিখল, 'অনেক বিষয়ে হালে ভেবেছি, অনেক বদলে গিয়েছি আর সেই অ-আ-ক-খ-তে আবার ফিরে গিয়েছি। সুখী হবার একমাত্র উপায় ভালোবাসা, আত্মত্যাগ করে ভালোবাসা, সবাই এবং সবকিছুকে ভালোবাসা, চারিদিকে প্রেমের ফাঁদ ছড়ানো, তাতে যারা আসে প্রত্যেককে গ্রহণ করা। এই ভাবে আমি ধরেছি ভানুস্যাকে, ধরেছি এরশ্‌কা খুড়ো, লুকাশ্‌কা আর মারিয়ান্‌কাকে।'

লেখাটা শেষ করছে এমন সময় ঘরে এল এরশ্‌কা খুড়ো।

এরশ্‌কা তখন দারুণ খোশমেজাজে। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে ওলেনিন গিয়েছিল, তখন আঙিনায় গর্বিত

ও প্রফুল্ল মুখে ছোট ছুরি দিয়ে নিপুণভাবে একটা শূয়োরের চামড়া ছাড়াতে সে ব্যস্ত। তার প্রিয় কুকুর লিয়াম্ আর অন্য কুকুরগুলো কাছে শুয়ে সে কী করছে দেখছে, আর আস্তে আস্তে লেজ নাড়ছে। বেড়ার মধ্য দিয়ে সসম্ভ্রমে বাচ্ছারাও তাকে দেখছে, অভ্যাস মত তাকে জ্বালাতন পর্যন্ত করছে না। প্রতিবেশিনীরা সাধারণত এরশ্‌কার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করত না, কিন্তু সেদিন সবাই তাকে অভ্যর্থনা করেছে, একজন এক জগ্ চিখির নিয়ে এল, দ্বিতীয় একজন আনল ছানা, কিছু ময়দা দিল তৃতীয় একটি স্ত্রীলোক। পরের দিন ভাঁড়ারে বসে, গায়ে রক্ত মাখা এরশ্‌কা শূয়োরের মাংস বিতরণ করল, তার বদলে কারো কাছ্ থেকে নিল টাকা, কেউ বা দিল মদ। তার মুখের ভাবটা স্পষ্টত এই রকম: 'ভগবানের কৃপায় একটা শূয়োর মেরেছি, সেইজন্য এখন সবাই আমাকে চায়।' ফলে যা হয় তাই হল, এরশ্‌কা মদ্যপান শুরু করল, চারদিন পর্যন্ত সেটা চলল, একবারও গ্রামের বাইরে গেল না। তা ছাড়া, বাগ্‌দানের সময়েও কিছু পান সে করেছে।

যখন ওলেনিনের কাছে এল তখন বেশ মাতাল, মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি এলোমেলো, কিন্তু পরনে সোনালী কাজ করা লাল বেস্‌মেত, হাতে নদীর ওপারে বাগানো একটা লাউ থেকে তৈরী বালালাইকা। ওলেনিনকে এভাবে আপ্যায়ন করবে অনেক দিন কথা দিয়েছিল, আজ মেজাজও অনুকূল, তাই ওলেনিনকে লিখতে দেখে খারাপ লাগল।

'লিখে যাও, লিখে যাও, বন্ধু', চুপিচুপি সে বলল, ভাবটা যেন তার আর লেখার কাগজের মধ্যে অশরীরী কেউ বসে আছে, তাকে ভয় দেখিয়ে ভাগানো উচিত নয়, কোন শব্দ না করে আস্তে আস্তে মেঝেতে বসল। নেশা হলে এরশ্‌কা খুড়ো মেঝেতে বসাই পছন্দ করত। ফিরে তাকিয়ে ওলেনিন মদ আনতে বলল, তারপর

লিখে চলল। একা একা মদ্যপান করা এরশ্‌কার বিরক্তিকর লাগল, তার ইচ্ছে কথাবার্তা বলা।

'করনেটের ওখানে বাগ্‌দানে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সব শূয়োর। চাই না ওদের। তাই এখানে চলে এলাম।'

লিখতে লিখতে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল, 'বালালাইকাটা কোথায় পেলে?'

'নদীর ওপারে গিয়েছিলাম, দোস্ত, ওখানে পেয়েছি ত,' শান্তভাবে এরশ্‌কা বলল। 'বালালাইকা বাজাতে আমি ওস্তাদ। যে কোন গান হোক, তাতার বা কসাক, ভদ্রলোকের বা চাষীর কিম্বা সৈনিকের গান হোক, যা চাই তোমার বাজাতে পারি।'

আবার তার দিকে তাকিয়ে হেসে ওলেনিন লিখে চলল।

তাকে হাসতে দেখে বুড়োর ভরসা বেড়ে গেল।

হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'লেখাটা বন্ধ কর এবার দোস্ত। কেউ নিশ্চয়ই তোমার কোন ক্ষতি করেছে, কিন্তু যেতে দাও তাদের, মুখে থুথু দাও তাদের! খালি লিখে কী লাভ হয়?'

ওলেনিনকে ব্যঙ্গ করে এরশ্‌কা মেঝেতে মোটা আঙুল দিয়ে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ করল, বৃহদাকার মুখ বেঁকিয়ে অবজ্ঞার ভাব আনল।

'লিখে লোকের কেচ্ছা করে কী হবে? তার চেয়ে বরং আমোদ-আহ্লাদ করা যাক্, দেখা যাক্ তুমি কেমন মরদ!'

লেখা বলতে এরশ্‌কা শুধু একটা জিনিষ বুঝত, সেটা হচ্ছে কেচ্ছা।

ওলেনিন হেসে উঠল, এরশ্‌কাও। লাফিয়ে উঠে এরশ্‌কা বালালাইকাতে তার ওস্তাদী দেখাতে শুরু করল, তার সঙ্গে চলল তাতার গান।

'লিখে কী হবে, দোস্ত! তার চেয়ে আমার গান শোনো। মরে গেলে আর গান শুনতে পাবে না। এখন ফুর্তি করে নাও!'

নিজের বানানো একটা গান প্রথমে গাইল, নাচের সঙ্গে:

আ, দি, দি, দি, দি, দি, লি,
কোথায় তাকে দেখলে?
বাজারের দোকানে,
পিন বেচ্ছিল সে।

তারপর গাইল তার পূর্বতন সার্জেণ্ট-মেজর বন্ধুর কাছে শেখা একটা গান:

সোমবারে পড়লাম গভীর প্রেমে,
মঙ্গলবার সারাদিন কাটল হা-হুতাশে,
বুধবারে তাকে জানালাম পীরিতির কথা,
বৃহস্পতি কাটল উত্তরের প্রত্যাশায়,
শুক্রবার এল সেটা, বেশ দেরীতে,
আর কোন আশা রইল না আমার।
নিজের জান নেবো, শনিবার ঠিক করলাম,
কিন্তু মোক্ষের খাতিরে
মত বদলালাম রবিবার সকালে।

আবার সে গাইল:

আ, দি, দি, দি, দি, দি, লি,
কোথায় তাকে দেখলে?

তারপর চোখ ঠেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পায়ের তালে তালে গাইল:

তোমাকে করব চুম্বন আর আলিঙ্গন,
লাল ফিতেয় সাজাবো তোমাকে
ডাকবো তোমাকে মাথার মণি বলে।
এখন বলো ত মণি,
সত্যিই কি আমাকে ভালোবাসো?

এরশ্কা এত উত্তেজিত যে হঠাৎ সারা ঘরে নেচে বেড়াতে লাগল।

'দি, দি, লি'র মত 'ভদ্রলোকদের গান' সে প্রথমে গাইল শুধু ওলেনিনের জন্য, কিন্তু আরো তিন গেলাস চিখির পেটে পড়ার পর পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ল, গাইতে শুরু করল আসল কসাক ও তাতার গান। একটি প্রিয় গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তার গলা কেঁপে গেল, চুপ করে গেল সে, শুধু বালালাইকাতে তার আঙুলের আওয়াজ।

'হায়, প্রিয় বন্ধু!' সে বলল।

তার গলার স্বর এত অস্বাভাবিক যে ওলেনিন তাকাল। বুড়ো কাঁদছে। তার চোখে জল, এক ফোঁটা গাল বেয়ে নামছে।

'আমার যৌবনের সব দিন চলে গিয়েছে, আর কখনো ফিরবে না', ফুঁপিয়ে উঠে তারপর চুপ করল। 'মদ খাও, খাচ্ছ না কেন?' কানে তালা লাগিয়ে দেবার মত হঠাৎ চেঁচিয়ে সে বলল, চোখের জল না মুছে।

একটি তাতার গান বিশেষভাবে তাকে বিচলিত করল। কথা খুব কম, করুণ ধূয়াটিতেই তার মাধুর্য: "আই, দাই, দালালাই।" গানের কথাগুলি এরশ্‌কা অনুবাদ করল: "গ্রাম থেকে পাহাড়ে ভেড়ার পাল চড়াতে গিয়েছে একটি তরুণ, ইতিমধ্যে রুশেরা এসে গ্রামটি পুড়িয়ে দিল, মারল সব পুরুষদের, আর মেয়েদের বাঁদী করে নিয়ে গেল। পাহাড় থেকে ফিরে এল তরুণটি: গ্রাম যেখানে ছিল সেখানটা খা খা করছে, তার মা নেই, ভাই বোন নেই, বাড়ীটাও নেই, শুধু একটা গাছ আছে দাঁড়িয়ে। গাছের তলায় বসে সে কাঁদল। সে একেলা, তোমার মত একেলা। তারপর তরুণটি গাইল: 'আই, দাই, দালালাই।' " হৃদয়বিদারক, করুণ ধূয়াটি বুড়ো কয়েকবার গাইল।

ধূয়াটি গাইতে গাইতে বুড়ো হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো একটি বন্দুক নিয়ে দৌড়িয়ে গেল আঙিনায়, দুটো নলেই গুলি করল শূন্যে। আরো করুণ স্বরে আবার গাইল "আই, দাই, দালালাই।" তারপর চুপ করল।

তার পিছনে পিছনে বারান্দায় এসে ওলেনিন তাকালো তারা ভরা আকাশের দিকে, বুড়োর গুলি যেদিকে ফেটেছিল। করনেটের বাড়ীতে আলো, অনেকের গলার শব্দ। আঙিনায় জানলার কাছে আর বারান্দায় মেয়েরা ভিড় করেছে, বাড়ী আর সদর বাড়ীর মধ্যে ছোটাছুটি চলেছে। বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে কয়েকজন কসাক এরশ্‌কা খুড়োর গানের ধূয়া আর বন্দুকের শব্দ নকল করে হো হো করতে লাগল।

'বাগ্‌দানে থাকলে না কেন?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'যেতে দাও ওদের, যেতে দাও,' বিড়বিড় করে বুড়ো বলল, বোঝা গেল ওখানে কোন কিছুতে সে অপমানিত বোধ করেছে। 'ওদের দেখতে পারি না, একেবারেই না। কী সব লোক ওরা। চলো ঘরে যাই, ওরা নিজেরা ফুর্তি করুক, আমরা নিজেরা ফুর্তি করছি।'

ভিতরে গেল ওলেনিন।

'আর লুকাশ্‌কা, সে কি খুসী? আমার সঙ্গে ও দেখা করবে না?'

'লুকাশ্‌কা? ওরা ওকে মিথ্যে বলেছে যে ওর মারিয়ান্‌কাকে না কি আমি তোমার জন্য জোগাড় করছি,' ফিস্‌ফিস্‌ করে বুড়ো বলল। 'কিন্তু মেয়েটার আছে কি? চাইলেই আমরা ওকে পেতে পারি। টাকা ফেলো, তাহলেই ও আমাদের হয়ে যাবে। আমি ব্যবস্থা করে দেবো, বিশ্বাস করো, নিশ্চয়ই করব।'

'না খুড়ো, আমাকে ও যদি না ভালোবাসে তাহলে টাকায় কিছুই হবে না। এ বিষয়ে কথা আর বলো না।'

'কেউ আমাদের ভালোবাসে না, আমরা অনাথ', এরশ্‌কা খুড়ো হঠাৎ বলে উঠে আবার কাঁদতে শুরু করল।

বুড়োর কথা শুনতে শুনতে ওলেনিন অন্য দিনের চেয়ে বেশী মদ্যপান করল। 'তাহলে আমাদের লুকাশ্‌কা এখন সুখী', সে ভাবল;

কিন্তু তবুও বিষণ্ণ লাগল। বুড়ো সেদিন এত চিখির খেল যে মেঝেতে পড়ে গেল, তাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য ভানু্যশার ডাকতে হল সৈনিকদের। যখন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন ভানু্যশা থুথু ফেলল। বুড়োর অসংযত ব্যবহারে সে এত চটেছিল যে ফরাসীতে কিছু বলতেও ভুলে গেল।

২৯

অগষ্ট মাস। কয়েক দিন ধরে আকাশ মেঘশূন্য; সূর্যের তাপ অসহনীয়, সকাল থেকে রাস্তায় আর বালিয়াড়িতে গরম হাওয়ায় উষ্ণ বালুর ঘূর্ণি উঠে গাছপালা, খাগড়া আর গ্রামগুলির উপরে ভাসে। গাছের পাতায় আর ঘাসে ধূলোর আবরণ, রাস্তা আর শুকিয়ে-যাওয়া নুনের জলা সব একেবারে নগ্ন, পায়ের তলায় যেন বাজে। তেরেকের জল অনেক দিন নেমে গিয়েছে আর নালাও দ্রুতগতিতে শুকিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের কাছের পুকুরটির কর্দমাক্ত তীর গরুবাছুরের পায়ের চাপে ঘাসহীন, সারাদিন সেখানে শোনা যায় জলের ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ আর স্নানরত ছেলেমেয়েদের হৈচৈ। স্তেপের বালিয়াড়ি আর ঘাস ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে, দিনের বেলায় ডেকে ডেকে গরুবাছুর মাঠে দৌড়িয়ে যায়। বন্য জন্তুরা চলে গিয়েছে দূরের খাগড়া ভূমিতে আর তেরেকের ওপারের পাহাড়ে। নিম্নভূমি আর গ্রামে গ্রামে মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে মশা আর ডাঁশ। ধূসর কুয়াশায় তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়াগুলি ঢাকা। বাতাস অনিবিড়, দুর্গন্ধে ভরা। লোকে বলছে আব্রেক্‌রা অগভীর নদী পার হয়ে এপারে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরছে। প্রতি রাত্রে গন্‌গনে লাল আগুনে সূর্য অস্ত যায়। বছরের সবচেয়ে ব্যস্ততার সময় এটা। সমস্ত গ্রামবাসীরা তরমুজ আর আঙুরের ক্ষেতে দলে দলে কাজ করছে। ঠাণ্ডা, গভীর ছায়ায় আঙুরের ক্ষেত সব হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদে ভরা। চওড়া স্বচ্ছ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভারী, পাকা,

কালো আঙুরের গোছা উঁকি মারছে। কালো আঙুর বোঝাই গরুর গাড়ী সব ক্ষেত থেকে ধূলো ভরা রাস্তায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে মন্থর গতিতে চলেছে। চাকার চাপে চেপ্টা আঙুরের গোছা পড়ে আছে ধূলো ভরা রাস্তায়। স্মক পরনে ছেলেমেয়েরা মায়েদের পিছু পিছু ঘুরছে, তাদের জামায় আঙুরের রসের দাগ, হাতে মুখে আঙুর। বলিষ্ঠ কাঁধে আঙুরের ঝুড়ি চাপিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া পোষাকে শ্রমিকেরা বারবার আসছে। আঙুর বোঝাই গাড়ীতে বলদ জুড়ে চালাচ্ছে কসাক মেয়েরা, চোখ পর্যন্ত রুমালে ঢাকা। দেখা হলেই সৈন্যেরা তাদের কাছে আঙুর চাইছে, গাড়ী না থামিয়ে কোনক্রমে বোঝার উপরে উঠে মুঠো মুঠো আঙুর মেয়েরা সৈন্যদের কোটের ভাঁজ করা প্রান্তে ফেলে দিচ্ছে। কয়েকটি আঙিনায় ইতিমধ্যেই আঙুর পেষা শুরু হয়েছে, ছালের গন্ধ হাওয়ায়। আঙিনার পরচালায় দেখা যায় রক্তের মত লাল বারকোস, পাতলুন গুটিয়ে কাজ করছে নোগাই শ্রমিকেরা, তাদের পায়ে আঙুরের রসের দাগ। আঙুরের ছাল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পেটপুরে খাচ্ছে শূয়োরেরা, তাদের মাঝে গড়াগড়ি দিচ্ছে। সদর বাড়ীর চেপ্টা ছাতে ছাতে কালো কালো স্বচ্ছ আঙুরের গুচ্ছ রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ছাতে ছাতে কাক আর হাঁড়িচাঁচার ভিড়, বীজ ঠোকরাচ্ছে, ঝট্‌পট্‌ করে এ জায়গায় ও জায়গায় যাচ্ছে।

বছরের খাটুনির ফল মহানন্দে ঘরে তোলা হচ্ছে, আর এ বছরে ফলন হয়েছে অস্বাভাবিক ভালো আর প্রচুর।

সবুজ ছায়াচ্ছন্ন আঙুরের সব ক্ষেতে আঙুরের সমুদ্রের মধ্যে চারিদিকে শোনা যায় হাসি আর গান আর মেয়েদের কণ্ঠস্বর, দেখা যায় তাদের উজ্জ্বল, রঙীন বেশভূষার আভাস।

ঠিক দুপুরবেলায় পিচ গাছের ছায়ায় নিজেদের আঙুরের ক্ষেতে বসে মারিয়ান্‌কা বাড়ীর লোকজনের জন্য একটা বলদ-না-জোড়া

গাড়ীর নিচে থেকে খাবার বের করছে। উল্টোদিকে ঘোড়া-কাপড়ে বসে করনেট, স্কুল থেকে ফিরেছে সে, ছোট একটা জগ থেকে জল ঢেলে হাত ধুচ্ছে। মারিয়ান্কার ছোট ভাই তক্ষুনি ফিরেছে পুকুর থেকে, হাঁপাচ্ছে আর আস্তিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উৎকণ্ঠায় মা বোনের দিকে তাকিয়ে খাবারের অপেক্ষায় আছে। বলিষ্ঠ, তামাটে হাতে আস্তিন গুটিয়ে তার বুড়ী মা ছোট, নিচু, গোল একটা তাতার টেবিলে আঙুর, শুকনো মাছ, ছানা আর রুটি সাজাচ্ছে। হাত মুছে করনেট টুপিটা খুলে বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে টেবিলের দিকে সরে এল। ছেলেটি তখন জগ ধরে ব্যগ্রভাবে জল খেতে লাগল। পা মুড়ে মা ও মেয়ে টেবিলের পাশে বসল। ছায়াতেও অসহ্য গরম লাগছে। আঙুরের বাগানে অপ্রীতিকর একটা গন্ধ। এদিকে ওদিকে পিয়ার, পিচ আর মালবেরি গাছের মাথা জোরালো গরম হাওয়ায় একঘেয়েভাবে দুলছে, কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা হচ্ছে না। আর একবার বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে করনেট তার পিছন দিকে বসানো আঙুরের পাতায় ঢাকা ছোট একটি চিখিরের জগে মুখ লাগিয়ে পান করে বৃদ্ধার হাতে জগটা দিল। তার গায়ে শুধু সার্ট, গলার কাছে খোলা; লোমশ পেশীবহুল বুক দেখা যাচ্ছে। ধূর্ত মুখে খুসীর ছাপ। কথাবার্তায় কিম্বা ভঙ্গীতে তার স্বভাবসিদ্ধ চাতুরীর আভাস কিছু দেখা গেল না, সে তখন সহজ স্বাভাবিক ও উৎফুল্ল।

'চালার ওদিকের কাজটা কি আজ রাত্রেই শেষ করব?' ভিজে দাড়ি মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল।

'করতে পারবো, যদি আবহাওয়া বাগড়া না দেয়', তার স্ত্রী উত্তর দিল। 'দেমকিন্‌রা ত অর্ধেক কাজও শেষ করেনি, উসতেন্‌কা একলাই খেটে খেটে হয়রান।'

'ওরা এর বেশী আর কী পারবে?' গর্বিতভাবে বৃদ্ধ বলল।

মেয়েকে জগটা দিয়ে বৃদ্ধা বলল, 'মারিয়ান্‌কা, তুই কিছু খা।' তারপর যোগ করল, 'ঈশ্বরের কৃপায় বিয়ের খাওয়ার জন্য অনেক কিছু হাতে থাকবে।'

'এখনো দেরী আছে সেটার', ভুরু অল্প কুঁচ্‌কিয়ে করনেট বলল।

মারিয়ান্‌কা মাথা নিচু করল।

'ও বিষয়ে কেন কথা বলব না', বৃদ্ধা বলল। 'সব কিছু ত পাকা হয়ে গিয়েছে, সময়ও এগিয়ে আসছে।'

'অনেক আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা কোরো না। আমাদের এখন ফসল তুলতে হবে।'

'লুকাশ্‌কার নতুন ঘোড়া দেখেছো?' বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল। 'দ্‌মিত্রি আন্দ্রেইচ যেটা দিয়েছিল সেটা আর নেই, তার বদলে এটা এনেছে।'

'ঘোড়াটা দেখিনি, কিন্তু আর্দালীর সঙ্গে আজ কথা হয়েছে। ও বলল ওর কর্তা আবার হাজার রুবল পেয়েছে।'

'টাকায় হাবুডুবু খাচ্ছে, এ ছাড়া আর কী বলা যায়', বলল বৃদ্ধা।

সমস্ত পরিবারেরই বেশ খুসী আর তৃপ্ত লাগছে।

কাজ জোর চলেছে। আঙুর আশাতীতভাবে বেশী আর ভালো হয়েছে।

খাবার পরে বলদদের কিছু ঘাস দিয়ে, বেস্‌মেত পাকিয়ে বালিশের মত করে মারিয়ান্‌কা গাড়ীর নিচে রসে ভরা পায়ে চাপা ঘাসে শুয়ে পড়ল। মাথায় শুধু লাল সিল্কের রুমাল, পরনে ফিকে নীল ছাপানো স্মক, তবু অসহ্য গরম লাগছে। মুখ জ্বলছে, কোথায় পা দুটো রাখবে ঠিক করতে পারছে না; চোখে ঘুম আর অবসাদের ছাপ, আপনা থেকেই তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, গভীর নিশ্বাসে বুক উঠতে পড়তে লাগল।

দু সপ্তাহ আগে কাজকর্ম শুরু হয়েছে, সারা জীবন ক্রমাগত ভারী কাজ করতে হয়েছে মারিয়ান্‌কার। ভোর হতে না হতে এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠত, ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে শাল জড়িয়ে খালি পায়ে গরুবাছুর দেখতে দৌড়িয়ে যাওয়া। তারপর তাড়াতাড়ি জুতো আর বেস্‌মেত পরে, রুটির ছোট একটা পুঁটলী নিয়ে বলদদের গাড়ীতে জুতে সারা দিনের জন্য আঙুরের বাগানে চলে যেত। আঙুর কাটত সেখানে, ঝোড়া বইত, মাত্র একঘণ্টা জিরোতে পেত, তারপর সন্ধ্যায় বলদদের হয় মুখের দড়ি টেনে কিম্বা লম্বা ছড়ি দিয়ে তাড়িয়ে গ্রামে ফিরত, অক্লান্ত ও খুসী মনে। গরুবাছুরের তদারক সারা হলে স্মকের ঢিলে আস্তিনে সূর্যমুখীর বীজ নিয়ে রাস্তার কোণে গিয়ে ভাঙ্গত, অন্য মেয়েদের সঙ্গে কিছু আমোদ-আহ্লাদ চলত। অন্ধকার হলেই ফিরে আসা, সদর বাড়ীতে বাপ মা ভাই-এর সঙ্গে রাত্রের শেষ খাবার খেয়ে কুটিরে ফিরে যাওয়া। সুস্থ সবল শরীর, মনে কোন ভাবনা চিন্তা নেই, উনুনের তাকে চড়ে ঝিমোতে ঝিমোতে শুনত ওলেনিনের কথাবার্তা। ওলেনিন চলে গেলেই বিছানায় ধপাস্‌ করে শুয়ে পড়ে সকাল পর্যন্ত গভীর ঘুম। দিনের পর দিন চলেছে এমন ভাবে। বাগ্‌দানের পর লুকাশ্‌কাকে আর দেখেনি, শান্তভাবে বিবাহের প্রত্যাশায় আছে। ওলেনিনকে তার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, তার একাগ্র দৃষ্টি ভালোই লাগে।

৩০

গরম থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই, গাড়ীর ঠাণ্ডা ছায়ায় মশারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে, মারিয়ান্‌কার ছোট ভাই ক্রমাগত ঠেলাঠেলি করছে, তবুও মাথায় রুমাল চাপা দিয়ে মারিয়ান্‌কা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় হঠাৎ তাদের প্রতিবেশী উস্‌তেন্‌কা দৌড়িয়ে এল, গাড়ীর নিচে চট্‌পট্‌ ঢুকে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

'ঘুমোও, মেয়েরা ঘুমোও', গাড়ীর নিচে গুছিয়ে শুতে শুতে সে বলল। 'একটু দাঁড়াও, এতে হবে না', বলে উঠে পড়ে কয়েকটা সবুজ ডালপালা ছিঁড়ে গাড়ীর দুটো চাকায় গুঁজে তার উপরে বেস্‌মেতটা টাঙালো।

'ভেতরে ঢুকতে দে', হামাগুঁড়ি দিয়ে গাড়ীর নিচে ঢুকতে ঢুকতে চেঁচিয়ে বাচ্ছাটাকে বলল। 'মেয়েদের সঙ্গে কোন কসাক ছোঁড়া থাকে না, তুই ভেগে পড় তা।'

ও চলে গেলে উস্‌তেন্‌কা হঠাৎ মারিয়ান্‌কাকে দু হাতে জড়িয়ে তার গলায় আর গালে চুমু খেতে লাগল।

মুখর হেসে বারবার বলল, 'ডার্লিং'।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মারিয়ান্‌কা বলল, 'বটে, এটা ত দাদুর কাছে শিখেছিস। ছাড় বলছি।'

তারা দু জনেই এত জোরে হাসতে লাগল যে মারিয়ান্‌কার মা চেঁচিয়ে তাদের ধমকে চুপ করতে বলল।

'হিংসে হচ্ছে বুঝি?' ফিস্‌ফিসিয়ে উস্‌তেন্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'হিংসে না ছাই। ঘুমোতে দে এবার। এখানে কেন এসেছিস?'

উস্‌তেন্‌কা বলে চলল, 'দাঁড়া না একটু, কেন এসেছি বলছি।'

কনুই-এ ভর দিয়ে মারিয়ান্‌কা উঠে রুমালটা ঠিক করল। 'কেন, বল ত?'

'তোর ভাড়াটিয়া সম্বন্ধে কিছু জানি।'

'জানবার কিছুই নেই', মারিয়ান্‌কা উত্তর দিল।

'তাই না কি, দুষ্টু মেয়ে।' কনুই দিয়ে মারিয়ান্‌কাকে খোঁচা দিয়ে হাসতে হাসতে উস্‌তেন্‌কা বলল। 'সব চেপে যাচ্ছিস দেখছি। তোদের ওখানে ও আসে না?'

'আসেই ত। তাতে কী হয়েছে?' হঠাৎ লাল হয়ে উঠে মারিয়ান্‌কা বলল।

'দেখ, আমি সাদাসিধে মেয়ে, সব কথা সবাইকে বলি। কেন লুকোচুরী করতে যাবো?' বলতে বলতে উস্তেন্কার গোলাপী, উজ্জ্বল হাসি মুখে এল চিন্তার ভাব। 'কারোর ক্ষতি করছি না, নয় কি? ওকে আমি ভালোবাসি, আর কিছু বলার নেই।'

'দাদুর কথা বলছিস ত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওটা ত পাপ।'

'শোন্, মারিয়ান্কা, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত যদি আমোদ-আহ্লাদ না করিস তাহলে কখন করবি? বিয়ের পরে বাচ্ছাকাচ্ছা হবে, সংসারের ঝামেলা লেগেই থাকবে। লুকাশ্কাকে বিয়ে করার পর আনন্দের কোন কথা কখনো মনে আসবে না, শুধু বাচ্ছাকাচ্ছা আর কাজ।'

'কেন? অনেকে ত বিয়ের পরেও সুখে থাকে। বিয়ের পর কোন বদল হয় না', শান্তভাবে মারিয়ান্কা বলল।

'আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল। লুকাশ্কা আর তোর মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে?'

'কী আর ঘটবে। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, বাবা একবছর কোন কথা দেননি, এখন পাকা হয়ে গিয়েছে, হেমন্তে আমাদের বিয়ে হবে।'

'ও তোকে কী বলেছিল?'

মারিয়ান্কা হাসল।

'কী আর বলবে? বলেছিল আমাকে ভালোবাসে। বারবার বলত আঙুরের বাগানে ওর সঙ্গে যেতে।'

'কী নাছোড়বান্দা লোক। তুই যাসনি নিশ্চয়? লোকটা কী বেপরোয়া হয়েছে আজকাল। গ্রামের সবাই ওকে নিয়ে গর্ব করে। বাহিনীতেও বেশ মজায় আছে। সেদিন আমাদের কির্কা গ্রামে

এসেছিল, বলল লুকাশ্‌কা বদল করে দারুণ একটা ঘোড়া বাগিয়েছে। যা হোক না কেন, তোর জন্য নিশ্চয় ওর মন কেমন করে। আর কী বলেছিল ও?'

'সবকিছু তোকে বলতে হবে বুঝি', হেসে মারিয়ান্‌কা জিজ্ঞেস করল। 'একদিন রাত্তিরে বেশ নেশা করে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের জানলায় এসেছিল, বলছিল ঘরে ঢুকতে দিতে।'

'ঢুকতে দিসনি ত?'

'ওকে ঢুকতে দেব। আমি একবার যদি কিছু বলি তার নড়চড় হয় না, পাথর যেমন', গম্ভীরভাবে মারিয়ান্‌কা বলল।

'কিন্তু লুকাশ্‌কা খাসা ছেলে। ও চাইলে কোন মেয়েই না বলবে না।'

'অন্য মেয়েদের কাছে যাক না তাহলে', গর্বিতভাবে মারিয়ান্‌কা বলল।

'ওর জন্য তোর দুঃখ হয় না?'

'হয়, কিন্তু ফষ্টিনষ্টি আমি করব না, করাটা অন্যায়।'

হঠাৎ বান্ধবীর বুকে মাথা রেখে তাকে চেপে ধরে চাপা হাসিতে উস্‌তেন্‌কা কেঁপে কেঁপে উঠল। 'কী বোকা তুই।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সুখী হতে চাস না দেখছি।' তারপর মারিয়ান্‌কাকে আবার কাতুকুতু দিতে শুরু করল।

'এই, ছাড় বলছি', চেঁচিয়ে হেসে বলল মারিয়ান্‌কা।

গাড়ী থেকে বৃদ্ধার নিদ্রালস গলা শোনা গেল: 'হতচ্ছাড়ীদের গলা শোনো একবার। ফুর্তিতে ফেটে পড়ছে যেন, ক্লান্তিও আসে না।'

একটু উঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে উস্‌তেন্‌কা আবার বলল, 'সুখ তুই চাস না, কিন্তু তোর কপাল ভালো, তাতে সন্দেহ নেই। সবাই তোকে ভালোবাসে। তোর স্বভাব কেমন রুক্ষ, তবুও সবাই তোকে ভালোবাসে। তোর জায়গায় থাকলে তোর ভাড়াটিয়ার মাথা ঘুরিয়ে দিতাম। সেদিন আমাদের বাড়ীতে যখন তুই এসেছিলি

তখন ওকে লক্ষ্য করেছিলাম। যেন চোখ দিয়ে তোকে গিলে ফেলতে চাইছিল। দাদু ত আমাকে অনেক জিনিষ দিয়েছে, কিন্তু লোকে বলে তোদের ভাড়াটিয়ার মত অবস্থা আর কোন রুশের নেই। ওর আর্দালী ত বলে ওদের নিজেদের ভূমিদাস আছে।'

একটু উঠে, এক মুহূর্ত ভেবে মারিয়ান্‌কা হাসল।

এক ফালি ঘাস কামড়ে বলল, 'জানিস, ও একদিন আমাকে কী বলেছিল? ভাড়াটিয়ার কথা বলছি। বলেছিল: "কসাক, লুকাশ্‌কা কিম্বা তোমার ভাই লাজুত্‌কার মত হতে আমার ইচ্ছে করে।" কী বলতে চেয়েছিল তোর মনে হয়?'

'মাথায় প্রথমে যা এসেছে তাই বলেছে, আর কিছু না। দাদু কত কী না বলে, যেন মাথায় ছিট আছে।'

ভাঁজ করা বেস্‌মেতে মাথা এলিয়ে উস্‌তেন্‌কার কাঁধে হাত রেখে, মারিয়ান্‌কা চোখ বুজল।

'আজ আমাদের আঙুর ক্ষেতে ও কাজ করতে চেয়েছিল, বাবা ওকে আসতে বলেছিলেন', কিছুক্ষণ চুপ থেকে মারিয়ান্‌কা বলল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

৩১

যে পিয়ার গাছের ছায়ায় গাড়ীটা তার পিছনে সূর্য দেখা যাচ্ছে, উস্‌তেন্‌কার লাগানো ডালপালা ভেদ করে কড়া রোদ আড়াআড়িভাবে পড়েছে ঘুমন্ত মেয়েদের মুখে। ঘুম থেকে উঠে পড়ে মারিয়ান্‌কা রুমালটা মাথায় ঠিক করে লাগাতে লাগাতে চারিদিকে তাকাল, পিয়ার গাছের পিছনে দেখতে পেল ওলেনিনকে। কাঁধে বন্দুক, মারিয়ান্‌কার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। উস্‌তেন্‌কাকে খোঁচা দিয়ে হেসে কিছু না বলে ওলেনিনকে দেখাল।

'কাল গিয়েছিলাম, কিন্তু একটাও কিছু পাইনি', ওলেনিন বলল। অস্বস্তির সঙ্গে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, ডালপালার পিছনে মারিয়ান্‌কাকে দেখতে পায়নি।

'আপনার যাওয়া উচিত ওদিকে, অর্ধচক্রাকারে ঘুরে। অব্যবহৃত একটা বাগান ওখানে আছে, লোকে ওটার নামকরণ করেছে পোড়োজমি, খরগোস সর্বদাই ওখানে পাওয়া যায়', কথা বলার ঢং তৎক্ষণাৎ বদলে করনেট বলল।

বৃদ্ধা প্রফুল্লভাবে বলল, 'কাজের হিড়িকের সময় খরগোসের পিছু ধাওয়া করা চমৎকার ব্যাপার বটে। বরঞ্চ এখানে এসে আমাদের কাজে হাত লাগান, মেয়েদের সঙ্গে অল্পবিস্তর খাটেন না কেন। মেয়েরা এবার উঠে পড়!'

গাড়ীর নিচে মারিয়ান্‌কা আর উস্‌তেন্‌কা তখনো ফিস্‌ফিস্‌ করছে, অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে।

ওলেনিন পঞ্চাশ রুবলের একটা ঘোড়া লুকাশ্‌কাকে দিয়েছে জানাজানি হয়ে যাবার পর ওর গৃহকর্তা আর কর্ত্রী তার সঙ্গে আরো অমায়িক ব্যবহার করছিল। ওলেনিনের সঙ্গে মারিয়ান্‌কার অন্তরঙ্গতা যে বেড়ে চলেছে তাতে করনেট বিশেষ করে খুসী।

'কিন্তু কী করে কাজ করতে হয় সেটা ত জানি না,' বলল ওলেনিন। গাড়ীর নিচে সবুজ ডালপালার ফাঁকে মারিয়ান্‌কার নীল স্মক আর লাল রুমাল দেখা যাচ্ছে, সেদিকে না তাকাবার চেষ্টা সে করছিল।

'তোমাকে কিছু পিচ্‌ দিচ্ছি, এসো', বৃদ্ধা বলল।

যেন স্ত্রীর ভুল সংশোধন করছে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে করনেট বলল: 'প্রাচীন কসাক আতিথেয়তা, বুড়ীর বোকামী আর কি। রাশিয়াতে, আমার মনে হয়, আনারস জাম আর মোরব্বা খাওয়া আপনার অভ্যাস, শুধু পিচ্‌ নয়।'

'তাহলে আপনি বলছেন ওই পোড়ো বাগানে খরগোস পাওয়া যায়?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল। 'তাহলে ওখানেই যাই', একবার সবুজ ডালপালার ফাঁকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টুপি তুলে সবুজ আঙুরের সারি হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওলেনিন যখন করনেটদের আঙুরের ক্ষেতে আবার ফিরে এল তখন ক্ষেতগুলির বেড়ার পিছনে সূর্য হেলে পড়েছে, টুকরো টুকরো রশ্মি উজ্জ্বল পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। হাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাগান ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কেমন করে যেন অনেক দূর থেকেই ওলেনিন চিনতে পারল আঙুর গাছের সারির মধ্যে মারিয়ান্‌কার নীল স্মক, আঙুর তুলতে তুলতে মারিয়ান্‌কার কাছে সে এল। তার ক্লান্ত কুকুর এগিয়ে গেল, ভিজে মুখে নিচু হয়ে ঝুলে পড়া আঙুরের গোছা সেও ধরছে। দ্রুতভাবে আঙুরের ভারী গোছা কেটে ঝুড়িতে রাখছে মারিয়ান্‌কা, মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে, হাতের আস্তিন গুটোনো, চিবুকের নিচে রুমাল নামানো। হাতে ধরা আঙুরের লতা ছেড়ে না দিয়ে ওলেনিনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে সে আবার কাজ শুরু করল। আরো কাছে এল ওলেনিন, হাত খালি করার জন্য বন্দুকটা ঝুলিয়ে নিল পিঠে। বলতে চেয়েছিল, 'অন্যেরা সব কোথায় গেল? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি কি একেলা?' কিন্তু কিছু না বলে শুধু টুপিটা তুলল। আর কেউ না থাকলে মারিয়ান্‌কার সামনে তার অস্বস্তি লাগে, তবু যেন নিজেকে যন্ত্রণা দেবার জন্যই তার কাছে এল সে।

'তোমার বন্দুকটা দিয়ে মেয়েদের গুলি করবে মনে হচ্ছে,' মারিয়ান্‌কা বলল।

'না, সেটা করব না।'

দু জনেই চুপ হয়ে গেল, একটু পরে মারিয়ান্‌কা বলল: 'আমাকে সাহায্য করলে ভাল হত।'

ছুরি বের করে ওলেনিন নিঃশব্দে গোছাগুলি কাটতে শুরু

করল। পাতার নিচে হাত বাড়িয়ে কাটল একটা ভারী গোছা, ওজনে প্রায় তিন পাউণ্ড হবে, আঙুরগুলো এত ঘেঁষাঘেঁষি যে জায়গার অভাবে এটা ওটাকে চেপ্টা করে দিয়েছে। গোছাটি মারিয়ান্‌কাকে দেখাল।

'সবকটা কাটতে হবে? এটা কি বড্ডো কাঁচা নয়?'

'ওটা আমাকে দাও।'

হাতে হাত লাগল। ওলেনিন ওর হাত ধরল, হেসে মারিয়ান্‌কা ওর দিকে তাকাল।

'শীগ্‌গিরই কি তোমার বিয়ে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ওলেনিন।

উত্তর না দিয়ে কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে মারিয়ান্‌কা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'লুকাশ্‌কাকে তুমি ভালোবাসো?'

'তাতে তোমার কী এসে যায়?'

'ওকে হিংসে করি।'

'তাই না কি?'

'সত্যি বলছি। তোমাকে দেখতে এত সুন্দর।'

কথাগুলো এত খেলো মনে হল যে বলার পরে হঠাৎ তার ভীষণ লজ্জিত লাগল। লাল হয়ে উঠে, আত্মসংযম হারিয়ে সে মারিয়ান্‌কার দুটি হাতই চেপে ধরল।

'আমি যাই হই না কেন, তোমার নই। আমাকে নিয়ে কেন ঠাট্টা কর?' বলল মারিয়ান্‌কা, কিন্তু তার দৃষ্টিতে বোঝা গেল সে নিশ্চয়ই জানে যে ওলেনিন ঠাট্টা করছে না।

'ঠাট্টা করছি? যদি তুমি জানতে আমি কেমন করে…'

কথাগুলো আরো খেলো মনে হল, যা অনুভব করছে তার সঙ্গে মিলছে না; তবুও সে বলে চলল: 'তোমার জন্য কী না করতে পারি আমি নিজেই জানি না।'

'ছাড়ো এবার।'

কিন্তু তার মুখ, উজ্জ্বল চোখ, উঁচু বুক, সুঠাম দুটি পা বলল অন্য কিছু। ওলেনিনের মনে হল তার বলা সব কথার তুচ্ছতা মারিয়ান্‌কা বুঝেছে, কিন্তু ও এ সবের উপরে। মনে হল ও জানে এতদিন ধরে কী বলতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি, কী করে বলবে সেটা জানতে চেয়েছিল। 'আর ও না জেনে পারবে কেন,' ওলেনিন ভাবল, 'ও যা তাই ত আমি বলতে চেয়েছি। কিন্তু ও বুঝতে চায় না, চায় না আমার কথার উত্তর দিতে।'

'এই।' আঙুর গাছের পিছন থেকে শোনা গেল উস্‌তেন্‌কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর হালকা হাসি। 'দ্‌মিত্রি আন্দ্রেইচ, এদিকে এসে আমাকে সাহায্য কর, আমি একেবারে একেলা', গোল, ছেলেমানুষের মত মুখ বাড়িয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকল।

উত্তর দিল না ওলেনিন, নড়লও না সেখান থেকে।

আঙুরের গোছা কেটে চলল মারিয়ান্‌কা, কিন্তু বারবার ওলেনিনের দিকে তাকাল। ওলেনিন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বন্দুকের বেল্ট সজোরে টেনে ঠিক করে দ্রুত পদক্ষেপে আঙুরের ক্ষেত থেকে বেরিয়ে গেল।

৩২

দু একবার থামল সে, মারিয়ান্‌কা আর উস্‌তেন্‌কা কী যেন চেঁচিয়ে বলছে, তাদের মুখর হাসি কানে এল। সারা সন্ধ্যা বনে শিকার করে ওলেনিন কাটাল। অন্ধকার হলে বাড়ী ফিরে এল, শূন্য হাতে। আঙিনা পার হতে হতে সদর বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল নীল স্মক। বেশ জোরে চেঁচিয়ে ভানুশাকে ডাকল, যাতে মারিয়ান্‌কা জানতে পারে সে ফিরেছে, তারপর বারান্দায় তার বরাবরকার জায়গায় বসল। আঙুরের ক্ষেত থেকে ইতিমধ্যে মারিয়ান্‌কার

বাবা মা ফিরে এসেছে, সদর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে অন্দরে গেল তারা, কিন্তু তাকে ডাকল না। গেটের বাইরে মারিয়ান্‌কা গেল দুবার, একবার গোধূলির আলোয় ওলেনিনের মনে হল সে তার দিকে ফিরে দেখল। ব্যগ্র চোখে তার প্রত্যেকটি ভঙ্গী ওলেনিন দেখল, কিন্তু কাছে যাবে কি না যাবে মনস্থির করতে পারল না। অন্দরে মারিয়ান্‌কা চলে গেলে বারান্দা থেকে নেমে আঙিনায় পায়চারী শুরু করল ওলেনিন। কিন্তু মারিয়ান্‌কা বাইরে আর এল না। খুঁটিনাটি সব শব্দে কান পেতে, সারা রাত জেগে ওলেনিন আঙিনায় কাটাল। সন্ধ্যায় তারা কথাবার্তা বলছে শুনল, তারপর রাত্রির শেষ খাবার খেল, বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। কী যেন নিয়ে মারিয়ান্‌কা হাসছে, তারপর ক্রমশ সমস্ত চুপচাপ। ফিস্‌ফিস্‌ করে করনেট আর তার স্ত্রী কিছুক্ষণ কথা বলল, কার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিজের ঘরে ফিরে গেল ওলেনিন। জামাকাপড় না ছেড়েই ভানুশা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে দেখে ওলেনিন ঈর্ষা বোধ করল, আবার আঙিনায় গিয়ে পায়চারী শুরু করল, প্রতি মুহূর্তে কীসের প্রত্যাশায় সে আছে, কিন্তু কেউ এল না, নড়াচড়া করল না কেউ; শুধু শুনতে পেল তিনজন লোকের নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। মারিয়ান্‌কা কী করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে সে জানত, শুনতে লাগল তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আর নিজের বক্ষস্পন্দনের শব্দ। গ্রামে কোন সাড়াশব্দ নেই। চাঁদ উঠল দেরীতে, আঙিনায় গরুবাছুরের গভীর নিশ্বাসের শব্দ, মন্থরভাবে উঠছে কিম্বা বসছে তারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'কী চাই আমি?' ক্রুদ্ধভাবে ওলেনিন নিজেকে প্রশ্ন করল, কিন্তু রাত্রির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। হঠাৎ মনে হল ওদের বাড়ীর মেঝেতে কার পায়ের সুস্পষ্ট আওয়াজ আর মেঝের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেয়েছে, দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল সে, কিন্তু আবার সব চুপচাপ, শুধু শোনা যাচ্ছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত

শব্দ, আর আঙিনায় মোষটা গভীর নিশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে প্রথমে সামনের পা দুটোয় তারপর চার পায়ে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল, লেজ নাড়াতে শুকনো মাটিতে ভিজে কী পড়ার শব্দ কিছুক্ষণ ধরে হল, তারপর আবছা চাঁদের আলোয় আবার নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল… 'কী করি এখন?' নিজেকে প্রশ্ন করে ওলেনিন মনস্থির করল শুয়ে পড়বে, কিন্তু আবার কানে এল টুকরো টুকরো শব্দ, মানসপটে দেখল মারিয়ান্‌কা বেরিয়ে আসছে চাঁদের আলোর কুয়াশায়, আবার ছুটে গেল তার জানলায়, আবার কানে এল কার পায়ের শব্দ। ঠিক ভোর হবার আগে সে গেল মারিয়ান্‌কার জানলায়, খড়খড়িতে দিল ঠেলা, তারপর দৌড়ে গেল দরজার দিকে, এবার সত্যি সত্যি মারিয়ান্‌কার দীর্ঘ-নিশ্বাস আর তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ছিটকিনি ধরে দরজায় টোকা দিল ওলেনিন। খালি পায়ে সাবধানে দরজার দিকে আসছে মারিয়ান্‌কা, প্রায় কোন আওয়াজ না করে। আওয়াজ হল ছিটকিনি তোলার আর তারপর দরজা খোলার, মশলা আর লাউ-কুমড়োর স্বল্প গন্ধ নাকে এল, দোরগোড়ায় দেখা গেল মারিয়ান্‌কাকে। চাঁদের আলোয় মুহূর্তের জন্য ওলেনিন দেখল মারিয়ান্‌কাকে। দড়াম করে দরজা ভেজিয়ে, অনুচ্চ কণ্ঠে কী বলে সে লঘু পায়ে মিলিয়ে গেল। আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিতে লাগল ওলেনিন, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। জানলায় দৌড়িয়ে গিয়ে কান পেতে রইল। হঠাৎ কার তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বরে ওলেনিন চমকে উঠল।

'বেশ, বেশ!' আঙিনা পেরিয়ে ওলেনিনের কাছে আসতে আসতে শাদা টুপি পরা ছোটখাটো একটি কসাক যুবা বলল, 'সব দেখতে পেয়েছি, খাসা ব্যাপার বটে!'

নাজার্‌কাকে ওলেনিন চিনতে পেরে চুপ করে গেল, কী বলবে ভেবে পেল না।

'চমৎকার ব্যাপার বটে! আফিসের সবাইকে বলে দেব, ওর বাবাকেও বলব। করনেটের মেয়েরই উপযুক্ত কাণ্ড বটে! একজন লোকে ওর শানায় না।'

'আমার কাছে কী চাও তুমি, তোমার মতলবটা কী?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না, শুধু আফিসে খবরটা দেব।'

খুব জোরে নাজার্কা কথা বলছে, ইচ্ছে করেই।

'বেশ চালাক-চতুর ক্যাডেট্ বটে।'

ওলেনিন থরথর করে কেঁপে উঠে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'এদিকে এসো,' সে বলল। নাজার্কাকে শক্ত মুঠোয় ধরে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

'কিছুই ঘটেনি, আমাকে ভেতরে যেতে ও দেয়নি, তা ছাড়া আমারো কোন খারাপ মতলব ছিল না··· মারিয়ান্‌কা ভব্য মেয়ে···'

'ও বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না···' নাজার্কা বলল।

'যাই হোক, তোমাকে কিছু একটা দিচ্ছি··· একটু দাঁড়াও।···'

চুপ করল নাজার্কা। ওলেনিন ছুটে ভিতরে গিয়ে দশ রুবল এনে কসাকটিকে দিল।

'দেখ, কিছুই ঘটেনি, যা হোক দোষটা আমার, সেজন্য এটা দিচ্ছি! ভগবানের দোহাই, কাউকে এটা বোলো না। সত্যি সত্যিই কিছু ঘটেনি···'

'তুমি সুখে থাকো,' হেসে বলে নাজার্কা চলে গেল।

নাজার্কা সে রাত্রে লুকাশ্‌কার কথায় গ্রামে এসেছিল, উদ্দেশ্য—একটা চোরাই ঘোড়া রাখবার জায়গা ঠিক করা। বাড়ী যেতে যেতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। পরদিন সকালে দলে ফিরে গিয়ে লুকাশ্‌কাকে বড়াই করে জানাল কী করে দশ রুবল বাগিয়েছে। পরদিন গৃহকর্তা আর কর্ত্রীর সঙ্গে ওলেনিনের দেখা হল, গত রাত্রের ব্যাপার তারা

কিছুই জানতে পারেনি। মারিয়ান্‌কার সঙ্গে কথা বলল না সে, মারিয়ান্‌কা শুধু তার দিকে চেয়ে অল্প হাসল। পরের রাত্রিও তার কাটল অনিদ্রায়, আঙিনায় বিফলে পায়চারী করে। তার পরের দিনটা ইচ্ছে করেই শিকারে কাটাল, সন্ধ্যায় ভাবনা চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য গেল বেলেৎস্কির কাছে। নিজের সব অনুভূতি তার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কখনো মারিয়ান্‌কাদের ওখানে যাবে না। পরের রাত্রে সার্জেণ্ট-মেজর তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে জানালো হামলা করতে তাদের দলকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তক্ষুনি যেতে হবে। ওলেনিন খুসী হল, ভাবল গ্রামে আর ফিরে আসবে না।

হামলা চলল চার দিন। ওদের কমাণ্ডার ওলেনিনের আত্মীয়, ওলেনিনকে ডেকে বলল সে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু ওলেনিন রাজী হল না। গ্রাম ছেড়ে থাকতে পারবে না বুঝে অনুরোধ করল তাকে যেন ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। হামলায় যোগ দেবার জন্য ওলেনিনকে দেওয়া হল সৈনিকের ক্রস, এটা আগে সে খুব চেয়েছিল, কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ উদাসীন, আরো উদাসীন নিজের পদোন্নতিতে, যার নির্দেশ এখনো আসেনি। ভান্যুশার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেষ্টনীতে ফিরে এল সে বিনা দুর্বিপাকে, দল পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা আগেই। সারা সন্ধ্যা বারান্দায় বসে মারিয়ান্‌কার গতিবিধি দেখল। আবার সারা রাত্রি আঙিনায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল।

৩৩

পরের দিন যখন ওলেনিনের ঘুম ভাঙল তখন বেলা হয়ে গিয়েছে। গৃহকর্তা আর কর্ত্রী ঘরে নেই। ওলেনিন শিকারে গেল না, একবার একটা বই নিল, আবার বাইরে গেল, আবার ঘরে

ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। ভানুশার মনে হল সে অসুস্থ। সন্ধ্যার দিকে ওলেনিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে উঠে পড়ে লিখতে শুরু করল, অনেক রাত পর্যন্ত লিখে চলল। একটি চিঠি লিখল, কিন্তু ডাকে দিল না। তার মনে হল যা বলতে চেয়েছে কেউ বুঝবে না। তা ছাড়া আর কারুর বোঝার প্রয়োজনও নেই। লিখেছিল:

'আমাকে সমবেদনা জানিয়ে রাশিয়া থেকে অনেক চিঠি আসে। ওদের আশঙ্কা যে এই জংলী জায়গায় আমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। ওরা বলে: "বুনো হয়ে যাবে ও, সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়বে, মদ খাওয়া ধরবে, আর বলা যায় না হয়ত কোন কসাক মেয়েকে বিয়ে করে বসবে।" ওরা বলে জেনারেল এর্‌মলভ নিশ্চয়ই বিনা কারণে এটা বলেননি যে, "ককেশাসে দশ বছর যে কেউ চাকরী করলে হয় মদ খেয়ে খেয়ে মারা যায় নয় কোন দুশ্চরিত্রাকে বিয়ে করে।" কী ভয়ানক ব্যাপার। আর সত্যি ত, নিজের সর্বনাশ করা আমার উচিত নয়, বিশেষ করে যখন কাউণ্টেস ব.'র স্বামী হবার অসীম সৌভাগ্য আমার হতে পারে, কিম্বা রাজদরবারে চাকরী পেতে পারি, কিম্বা আমার প্রদেশে অভিজাত মণ্ডলীর সভাপতি হতে পারি। তোমাদের সবাইকে আমার এত ঘৃণ্য আর করুণার পাত্র মনে হয় যে বলতে পারি না। তোমরা সুখ কাকে বলে জানো না, জানো না জীবন কাকে বলে। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে পূর্ণ জীবনের আস্বাদ একবার আমি চাই। রোজ আমি যা কিছু দেখি তা দেখা আর বোঝা চাই—চির দুর্গম তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়া, আর মহিমান্বিত একটি মেয়ে, আদিম সৌন্দর্যে ভরা, ঈশ্বর যে সৌন্দর্যে প্রথম নারীকে গড়েছিলেন। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারবে সত্যি কে নিজের সর্বনাশ করছে, কেই বা আসল বা কৃত্রিমভাবে বাঁচছে, তোমরা না আমি। যদি জানতে প্রলুব্ধ তোমাদের কত অবজ্ঞা আর করুণার পাত্র মনে করি। এখানকার ঘর, বন আর আমার অনুরাগের জায়গায় যখন নিজের কথা

কল্পনা করি, তখন তোমাদের বসবার ঘর, সুগন্ধি মলম লাগানো কৃত্রিম কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে শোভিত তোমাদের মেয়েরা অস্বাভাবিকভাবে ঠোঁট বেঁকাচ্ছে সেখানে, কুৎসিত ক্ষীণ দেহ সাজসজ্জায় ঢেকে রেখেছে, আর ড্রয়িং-রুমসুলভ সব বুকনী, কথোপকথন যাকে বলা যায় না,—তখন আমার অসহ্য লাগে। মনে পড়ে সেই সব ভোঁতা মুখ বিবাহযোগ্যা ধনী মেয়েদের, তাদের চাউনী যেন বলছে: "ঠিক আছে, যদিও আমি বড়োলোক তবু কাছে আসতে পারো"; আর সেই চেয়ার অদলবদল করা, সেই নির্লজ্জ ঘটকালী, আর শেষহীন গালগল্প আর ভান; সেই সব প্রথা—কার করমর্দন করবে, শুধু মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাবে কাকে, কার সঙ্গে আলাপ করবে (সবকিছু ভেবেচিন্তে করা হচ্ছে, যেন প্রথাগুলি অলঙ্ঘনীয় এই বিশ্বাসে), এবং সর্বশেষে পুরুষ পরম্পরায় চলে আসছে বিরামহীন অবসাদ-বিরক্তি। একটা জিনিস শুধু বুঝতে বা বিশ্বাস করতে চেষ্টা কর: একবার যদি সত্য আর সৌন্দর্য কাকে বলে দেখতে পারো, হৃদয়ঙ্গম করতে পারো তাহলে এখন যা ভাবো আর কামনা কর, তোমার-আমার সম্বন্ধে যা কিছু সুখের বাসনা, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সুখের মানে প্রকৃতির সঙ্গে থাকা, তাকে দেখা, তার সঙ্গে আলাপ করা। কল্পনা করতে পারি ওরা আন্তরিক করুণার সঙ্গে বলছে: "ঈশ্বর না করুন, ও এমন কি কোন সাধারণ কসাক মেয়েকে বিয়ে করতে পারে আর তাহলে সমাজে কোন স্থান ওর থাকবে না।" তবু আমার একমাত্র বাসনা সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া, তোমাদের অর্থে। সাধারণ কসাক মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু সাহস হয় না, তার কারণ অত সৌভাগ্যের যোগ্য আমি নই।

'কসাক মেয়ে মারিয়ান্‌কাকে প্রথম দেখার পর তিন মাস হয়ে গিয়েছে। তখনো আমার মনে ছেড়ে-আসা সমাজের সব ধারণা আর সংস্কার তাজা ছিল। বিশ্বাস হয়নি যে এই কসাক মেয়েটিকে

আমি ভালোবাসতে পারি। ওর সৌন্দর্য দেখে আমার আনন্দ হত, যেমন আনন্দ হয় পাহাড় আর আকাশের সৌন্দর্য দেখে, কারণ ও পাহাড় আর আকাশের মত সুন্দর, ওকে দেখে আনন্দিত না হয়ে পারতাম না। তারপর বুঝতে পারলাম ওর সৌন্দর্যদর্শন আমার কাছে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়, নিজেকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম ওকে ভালোবেসেছি কি না? কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল সে রকম কিছুই দেখতে পাইনি নিজের মধ্যে। অস্থির, নিঃসঙ্গ ভাব হয়নি, হয়নি বিয়ে করার স্পৃহা, নিষ্কাম প্রেম না হলেও শরীরসর্বস্ব কামনা হয়নি, আমার আগের অভিজ্ঞতার মত। ওকে দেখছি, ওর গলার আওয়াজ পাচ্ছি, ও কাছে আছে জানছি, তাহলেই আমার চলত। সুখে থাকি না থাকি অন্তত শান্তিতে ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় একটা পার্টিতে ওর সঙ্গে আলাপ হল, ওকে স্পর্শ করলাম, তারপর থেকে অনুভব করলাম ওর আর আমার মধ্যে আছে অচ্ছেদ্য একটি যোগসূত্র যেটা তখনো দু জনে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিনি, যেটা কাটাবার চেষ্টা করা যায় না। কিন্তু চেষ্টা আমি করেছিলাম। নিজেকে শুধালাম: "আমার জীবনের গভীরতম আকাংক্ষা বুঝতে পারবে না এমন কোন মেয়েকে কি ভালোবাসা সম্ভব? শুধু সৌন্দর্যের জন্য কি কোন মেয়েকে ভালোবাসা যায়, ভালোবাসা যায় কি কোন মূর্তিকে?" কিন্তু ওকে ইতিমধ্যেই আমি ভালোবেসেছিলাম, যদিও নিজের আসক্তিতে আমার ঠিক আস্থা ছিল না।

'যেদিন প্রথমে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম সেই সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের সম্বন্ধ বদলে গেল। তার আগে ও আমার কাছে ছিল বহিঃপ্রকৃতির মত সুদূর অথচ মহান, কিন্তু সেই সন্ধ্যার পরে মানুষ হিসেবে ওকে দেখলাম। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে লাগল, কথাবার্তা বলতাম, মাঝে মাঝে ওর বাবার সঙ্গে কাজ করতাম আর সারা সন্ধ্যা ওদের সঙ্গে কাটাতাম। ঘনিষ্ঠ

আলাপের পরেও আমার চোখে ও রইল ঠিক আগেকার মত পবিত্র, মহান, ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমার সঙ্গে ও সর্বদাই কথাবার্তা বলত শান্তভাবে, গর্বে আর প্রফুল্ল নিরাসক্তিতে। মাঝে মাঝে বন্ধুভাব দেখাত বটে, কিন্তু সাধারণত ওর চোখে, কথায়, চালচলনে প্রকাশ পেত নিরাসক্তি। অবজ্ঞাসূচক নয় অবশ্য; সে নিরাসক্তি আমাকে অভিভূত ও মুগ্ধ করত। প্রত্যেক দিন হাসির ভান করে যেন কোন ভূমিকায় অভিনয় করার চেষ্টা করতাম, আমার অন্তরে বাসনা আর কামনার জ্বালা, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতাম পরিহাস করে। আমি যে ভান করছি সেটা ও বুঝত, কিন্তু সোজাসুজি সহজ ও প্রফুল্লভাবে আমার দিকে তাকাত। অবস্থাটা অসহ্য ঠেকল। মনে হল আর ভান না করে যা কিছু ভাবি, অনুভব করি ওকে খুলে বলি। ভয়ানক অস্থির লাগছিল। আঙুরের ক্ষেতে একদিন ওকে আমার ভালোবাসার কথা বলতে শুরু করলাম, যে সব কথা ব্যবহার করেছিলাম ভাবলে লজ্জা হয়। লজ্জা হয় কারণ ওকে সাহস করে এটা বলা আমার উচিত হয়নি, ও সব কথা আর সেটা দিয়ে মনের যে ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম সে সবের অনেক উপরে ও। থেমে গেলাম আমি, কিন্তু সেদিন থেকে আমার অবস্থা অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার বাচাল সম্বন্ধ বজায় রেখে নিজেকে নিচু করতে আমি চাইনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম যে ওর সঙ্গে সহজ, সরল ব্যবহারের স্তরে তখনো আমি পৌঁছইনি। হতাশায় নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী করি এখন?" কখনো কখনো নির্বোধের মত স্বপ্ন দেখতাম যে ও আমার প্রণয়িনী কিম্বা স্ত্রী, কিন্তু তখনিই ঘৃণার সঙ্গে সে কল্পনা বরবাদ করতাম। ওকে সস্তা মেয়েমানুষে পরিণত করাটা ভয়াবহ ব্যাপার। তাহলে সর্বনাশ হত। আরো খারাপ হবে দ্‌মিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ ওলেনিনের স্ত্রী করে মহিলায় পরিণত করা, আমাদের একজন অফিসারকে বিয়ে যে করেছে সেই কসাক মেয়েটির

মত। যদি কসাক বনে যাই লুকাশ্‌কার মত, ঘোড়া চুরি করি, চিখির খেয়ে মাতাল হই, হুল্লোড়ের গান গাই, লোক মারি আর নেশার অবস্থায় ওর জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে সারা রাত কাটাই, নিজে কে এবং কী কিছুমাত্র না ভেবে, তাহলে ব্যাপারটা অন্য দাঁড়াত। তাহলে হয়ত পরস্পরকে বুঝে খুসী হতে পারতাম। চেষ্টা করলাম ও রকমভাবে থাকতে, কিন্তু তাতে আমার নিজের দুর্বলতা আর কৃত্রিমতার বিষয়ে আরো সচেতন হলাম। পারলাম না নিজেকে তুলতে, আমার জটিল, বিকৃত, কুৎসিত অতীতকে ভুলতে, আর ভবিষ্যৎ আমার কাছে আরো আশাহীন মনে হচ্ছে। প্রত্যেক দিন দেখি দূরের বরফঢাকা পাহাড় আর এই সুখী, মহান মেয়েটিকে। কিন্তু জীবনের একমাত্র সম্ভাব্য সুখ আমার কপালে লেখা নেই, ওকে আমি পেতে পারি না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অথচ সবচেয়ে মধুর ব্যাপার হল যে আমি ওকে বুঝি সেটা অনুভব করি, কিন্তু ও কখনো আমাকে বুঝবে না। তার কারণ এই নয় যে ও হীনতর; বরঞ্চ আমাকে বোঝা ওর উচিত নয়। ও সুখী, প্রকৃতির মত ও—স্থির, প্রশান্ত আর আত্মনির্ভর; আর আমি দুর্বল, বিকলাঙ্গ জীব, সখ হয়েছে আমার যন্ত্রণার আর বিকলাঙ্গতার কথা ও বুঝুক। অনেক রাত ঘুমোইনি আমি, উদ্দেশ্যহীনভাবে ওর জানলার নিচে রাত কাটিয়েছি, আমার কী ঘটছে তার কোন হিসেব না রেখে। ১৮ই তারিখে আমাদের দল হামলায় রওনা হল, গ্রামের বাইরে তিন দিন ছিলাম আমি। বিষণ্ন, নিস্পৃহ লাগছিল। সেই গান, তাসখেলা, পানোৎসব আর রেজিমেণ্টে কে কী পুরস্কার পাবে তার গল্প, আগের চেয়ে ঢের বেশী ঘৃণ্য লাগছিল। আজ ফিরেছি গ্রামে, দেখেছি ওকে আর আমার ঘর, এরশ্‌কা খুড়ো আর বরফে ঢাকা পাহাড় আবার দেখলাম বারান্দা থেকে, এমন অভিনব, উদ্দাম আনন্দের অনুভূতি আমার হল যে সবকিছু বুঝতে পারলাম। ওকে আমি

ভালোবাসি, জীবনে এই প্রথম ও একমাত্র সত্যিকার ভালোবাসার অনুভূতি আমার হয়েছে। আমার কী হয়েছে জানি। এই অনুভূতি আমাকে হেয় করবে ভয় পাই না, ভালোবাসছি বলে কোন লজ্জা আমার নেই, গর্বের জিনিষ সেটা আমার কাছে। ভালোবেসেছি যে সেটা আমার দোষ নয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেম এসেছে। আত্মত্যাগ করে প্রেমের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছি, কসাক লুকাশ্‌কা আর মারিয়ান্‌কার ভালোবাসার কথা ভেবে আনন্দ পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে আমার নিজের ভালোবাসা আর ঈর্ষা জাগ্রত হয়েছে। আগে আদর্শ, তথা-কথিত মহান প্রেম বলে যা জানতাম এটা তা নয়; সে রকম আসক্তি নয় যাতে নিজের ভালোবাসার তারিফ লোকে করে, মনে করে ভাবাবেগের উৎস হল সে নিজে আর নিজেই সবকিছু করে। ও রকম ভাবাবেগ আমারো হয়েছিল। উপভোগের স্পৃহাও এটাকে বলা যায় না। আলাদা ব্যাপার এটা। হয়ত মারিয়ান্‌কার মাধ্যমে প্রকৃতিকে আমি ভালোবাসি, প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর তার প্রতিমূর্তি ও; তবুও নিজের ইচ্ছায় আমি চলছি না, কোন প্রাকৃতিক শক্তি আমার মাধ্যমে তাকে ভালোবাসছে; ঈশ্বরের এই পৃথিবী, সমস্ত প্রকৃতি আমার অন্তরে এই প্রেম জাগিয়ে দিয়ে বলছে 'ওকে ভালোবাসো'। বুদ্ধি বা কল্পনা দিয়ে ওকে ভালোবাসি না, সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবাসি। ওকে ভালোবেসে নিজেকে ঈশ্বরের সৃষ্ট আনন্দময় পৃথিবীর অখণ্ড অংশ বলে বোধ হয়। নিঃসঙ্গ জীবন যে সব প্রত্যয় এনেছে তার কথা আগেই লিখেছি; কিন্তু কেউ জানে না কী অসীম পরিশ্রমে এই সব প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল, কী আনন্দে আমি তাদের উপলব্ধি করেছিলাম, দেখেছিলাম সামনে জীবনযাত্রার খোলা নূতন পথ। ওদের চেয়ে প্রিয় আর কিছু আমার ছিল না··· আর এখন··· ভালোবেসেছি, আর সে সব প্রত্যয় কিছু নেই, তাদের জন্য অনুশোচনাও নেই! এমন কি ভাবতেও কঠিন লাগছে যে একটা একপেশে, নিরাসক্ত, অমূর্ত

মনোভাব আমি এককালে সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। সৌন্দর্যের আবির্ভাব হল, তিলে তিলে, কষ্টে গড়া সব প্রত্যয় দিল উড়িয়ে, আর তার জন্য কোন আফশোস নেই! আত্মত্যাগ অযৌক্তিক, বাজে কথা! ওটা শুধু গর্ব সমুচিত দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার আশ্রয়, পরশ্রীকাতরতা থেকে রেহাই পাবার পন্থামাত্র। অপরের জন্য বাঁচা, আর লোকের উপকার করে যাওয়া! কেন সেটা করব, যখন অন্তরে আছে শুধু আত্মপ্রেম, আছে ওকে ভালোবাসার আর ওর সঙ্গে ওর মত করে থাকার বাসনা? অপরের জন্য, লুকাশ্‌কার জন্য সুখের প্রার্থনা আমি করি না। ওদের আর আমি ভালোবাসি না। আগেই নিজেকে বলা উচিত ছিল যে ও সব খারাপ। অন্য কথা হয়ত ভাবতাম আর যন্ত্রণা পেতাম: ওর, আমার আর লুকাশ্‌কার কী হবে? এখন আমি মাথা ঘামাই না। নিজের ইচ্ছার বশীভূত আমি আর নই, আমার চেয়ে শক্তিমান কিছু একটা আমাকে চালাচ্ছে এখন। কষ্ট আমি পাচ্ছি, কিন্তু আগে ছিলাম মৃত, এখনি শুধু আমি বাঁচছি। আজ ওদের বাড়ীতে গিয়ে ওকে সবকিছু বলব।'

৩৪

চিঠিটা লিখে সেদিন সন্ধ্যায় দেরীতে ওলেনিন মারিয়ান্‌কাদের ওখানে গেল। উনুনের পিছনে বেঞ্চে বসে মারিয়ান্‌কার মা রেশমের গুটি ছাড়াচ্ছে। খালি মাথায় মারিয়ান্‌কা মোমবাতির আলোয় সেলাই করছে। ওলেনিনকে দেখে চট করে দাঁড়িয়ে উঠল সে, রুমালটা নিয়ে উনুনের কাছে গেল।

'মারিয়ান্‌কা,' ওর মা বলল, 'কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে বসবি না?'

'না, আমার মাথা ঢাকা নেই', বলে মারিয়ান্‌কা উনুনের উপরে ত্বরিতে উঠল।

ওলেনিন শুধু দেখতে পাচ্ছে আলসেতে মারিয়ান্‌কার একটি হাঁটু আর ঝোলানো সুঠাম একটি পা। বৃদ্ধাকে চা খাওয়াল সে, বৃদ্ধা অতিথিকে

ছানা দিল, ছানাটা আনল মারিয়ান্‌কা। প্লেটভর্তি ছানা টেবিলে রেখেই আবার চট করে উনুনে ফিরে গেল, তার দিকে যে তাকিয়ে আছে ওলেনিন অনুভব করল। ঘরোয়া কথাবার্তা চলল। উলিত্‌কার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল, আতিথেয়তার উচ্ছ্বাস দেখাতে লাগল সে। নুন দেওয়া আঙুর আর আঙুরের সঙ্গে পাউরুটি এল, এল বাড়ীর সেরা মদ, গ্রামের লোকে রুক্ষ অথচ গর্বিতভাবে যেমন আতিথেয়তা করে সে ভাবে পেড়াপীড়ি করল ওলেনিনকে খেতে; যারা নিজের হাতে রুটি বানায় শুধু তাদের মধ্যেই দেখা যায় এ ধরণের আতিথেয়তা। প্রথম সাক্ষাতে বৃদ্ধার কর্কশ ব্যবহারে ওলেনিন অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু এখন মেয়ের প্রতি মায়ের সহজ কোমল ভাব তাকে প্রায়ই নাড়া দেয়।

'সত্যি, গজ্‌গজ্‌ করে ভগবানকে অপমান করার প্রয়োজন নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ, সবকিছুই আমাদের প্রচুর আছে। যথেষ্ট চিখির তৈরী করা হয়েছে, নুন দিয়ে আঙুর তুলে রাখা হয়েছে, তিন চার পিপে আঙুর বেচে দিলেও যথেষ্ট থাকবে। তোমার যাবার কোন তাড়া নেই। বিয়ের সময় একত্রে আমোদ-আহ্লাদ করা যাবে।'

'বিয়েটা কবে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ওলেনিন, অনুভব করল সে হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে, তার বুক উত্তেজনায়, ব্যথায় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে।

শুনতে পেল উনুনের পিছনে কে নড়েচড়ে বসল, বীজ ভাঙ্গার শব্দ এল।

'আসছে হপ্তায় হওয়া উচিত। আমরা ত তৈরী,' বৃদ্ধা এত শান্ত আর সহজভাবে বলল যেন পৃথিবীতে ওলেনিন নেই। 'মারিয়ান্‌কার জন্য সবকিছু তৈরী রেখেছি, সুষ্ঠুভাবে ওকে সম্প্রদান করব। একটা জিনিষ শুধু গোলমেলে লাগছে। আমাদের লুকাশ্‌কা শুনছি হালে খুব আমোদ-আহ্লাদ করছে, খুব দুষ্টুমী চালিয়েছে! সেদিন ওর

দল থেকে একটি কসাক এসে বলল যে ও নোগাই-তে গিয়েছিল।'

'ওর সাবধান হওয়া উচিত যাতে ধরা না পড়ে', ওলেনিন বলল।

'আমিও ত ওকে বলি: "দেখ বাছা, গোলমালে জড়িয়ে পোড়ো না।" যুবা বয়সে সবাই বাহাদুরী দেখাতে চায় সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু সব জিনিষেরই উচিত সময় আছে। ধরো যেমন, একটা কিছু ছিনিয়ে বা চুরি করে আনলে বা মারলে একটা আব্রেক্, সেটা ভালো কথা, বাহাদুর ছেলে তুমি। কিন্তু এখন তোমার শান্ত হয়ে বসা উচিত, নইলে গণ্ডগোল হবে।'

'বাহিনীতে থাকার সময় ওকে দু একবার দেখেছিলাম, সব সময়ই মজা লুঠছে। ও ত আর একটা ঘোড়া বেচেছে,' উনুনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল ওলেনিন।

একজোড়া বড়ো, কালো চোখ কঠোর, প্রায় ক্রুদ্ধভাবে ওর দিকে যেন অগ্নিবর্ষণ করল। কথাটা বলার জন্য ওলেনিনের লজ্জা হল।

মারিয়ান্কা হঠাৎ মন্তব্য করল, 'তাতে কী এসে যায়, কারোর লোকসান ত ও করছে না, নিজের পয়সায় ফুর্তি করে।' পা নামিয়ে উনুন থেকে এক ঝটকায় নেমে সশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেল মারিয়ান্কা।

যতক্ষণ পারে ওলেনিনের দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল, তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইল সে, উলিত্কা যা বলছে তার কানে গেল না। কয়েক মিনিট পরে কয়েকজন অতিথি এল, উলিত্কার বুড়ো ভাই আর এরশ্কা খুড়ো, তাদের পিছু পিছু মারিয়ান্কা আর উস্তেন্কা।

'শুভ সন্ধ্যা', তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল উস্তেন্কা। ওলেনিনের দিকে ফিরে যোগ করল, 'এখনো মজাসে আছো?'

'হ্যাঁ, এখনো মজায় আছি,' জবাব দিল সে, নিজেই জানে না কেন তার লজ্জা ও অস্বস্তি লাগছে।

ভাবল চলে যাবে, কিন্তু পারল না। চুপ করে বসে থাকাও অসম্ভব বোধ করল। বৃদ্ধ লোকটি মদ চাওয়াতে আড় ভাঙ্গল, ওরা মদ্যপান করল। ওলেনিন তারপর এরশ্‌কার সঙ্গে পান করল। পরে বৃদ্ধটির সঙ্গে। তারপর আবার এরশ্‌কার সঙ্গে। যতই খাচ্ছে ততই বিষণ্ণ লাগছে। কিন্তু বুড়ো দুটির বেশ রঙ ধরেছে। মারিয়ান্‌কা আর উস্‌তেন্‌কা উনুনের উপরে বসে ফিস্‌ফিস্‌ করছে আর ওদের দিকে তাকাচ্ছে; ওরা অনেক রাত পর্যন্ত পান করে চলল। কথা বলেনি ওলেনিন কিন্তু সবচেয়ে বেশী মদ খেল সে। কসাকেরা চেঁচামেচি শুরু করল। বৃদ্ধা তাদের আর চিখির দেবে না, ওদের ভাগিয়ে দিতে চায়। মেয়েরা এরশ্‌কা খুড়োকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। যখন সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এল তখন দশটা বেজে গিয়েছে। বুড়োরা বললো ওলেনিনের ওখানে যাবে ফুর্তির জের টানতে, উস্‌তেন্‌কা তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গেল। এরশ্‌কা অন্য বুড়োটিকে নিয়ে গেল ভান্যুশার কাছে। বৃদ্ধা গেল সদর বাড়ী ঠিক করতে। বাড়ীতে রইল শুধু মারিয়ান্‌কা। ওলেনিনের খুব তাজা আর ঝরঝরে লাগল, যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে। সবকিছু লক্ষ্য করেছে সে, বুড়োদের এগিয়ে যেতে দিয়ে সে ফিরে গেল, মারিয়ান্‌কা তখন বিছানা পাতছে। ওর কাছে গিয়ে কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু গলা ভেঙ্গে গেল। বিছানায় বসে পড়ল মারিয়ান্‌কা। ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে পা গুটিয়ে বিছানার কোণে সরে গেল, বন্য, ভীত চোখে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। স্পষ্টই ওলেনিনকে তার ভয় করছে। সেটা বুঝতে পেরে ওলেনিন লজ্জিত বোধ করল, দুঃখিতও হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তত মারিয়ান্‌কার ভীতি উদ্রেক করতে পেরেছে বলে ও গর্বের তৃপ্তি অনুভব করল।

'মারিয়ান্‌কা, আমার উপরে তোমার কখনো কি দয়া হবে না?' ওলেনিন বলল। 'তোমাকে কত ভালোবাসি তা কেমন করে বলি।'

আরো সরে গিয়ে মারিয়ান্‌কা বলল, 'নেশার ঘোরে কথা বলছ দেখি। আমার কাছে তুমি কিছুই পাবে না।'

'নেশার ঘোরে বকছি না। লুকাশ্‌কাকে বিয়ে কোরো না, আমি তোমাকে বিয়ে করব।' কথাগুলি বলেই ভাবল, "কী বলছি? কালকে এই কথা কি আর বলতে পারব? নিশ্চয়ই পারব, আবার বলি এখন," তার অন্তর থেকে কে যেন বলল।

'আমাকে বিয়ে করবে?'

গম্ভীরভাবে মারিয়ান্‌কা তাকাল তার দিকে; তার ভয় কেটে গেছে মনে হল।

'মারিয়ান্‌কা, আমি পাগল হয়ে যাবো। আমি আর আমি নেই, তুমি যা বলবে তাই করব', আর আপনা থেকেই তার মুখে এল উদ্দাম, কোমল নানা কথা।

'কী বক্‌বক্‌ করছ তুমি,' বাধা দিল মারিয়ান্‌কা, তার দিকে প্রসারিত ওলেনিনের হাতটা হঠাৎ ধরে। কিন্তু হাতটি সরিয়ে দিল না, বলিষ্ঠ, কঠিন আঙুলে জোর করে চেপে রইল মারিয়ান্‌কা। 'ভদ্রলোকেরা কসাক মেয়ে বিয়ে করে কখনো? চলে যাও তুমি।'

'কিন্তু তুমি বিয়ে করবে কি না বল। সবকিছু…'

'আর লুকাশ্‌কাকে নিয়ে আমরা কী করব?' হেসে জিজ্ঞেস করল মারিয়ান্‌কা।

যে হাতটি মারিয়ান্‌কা ধরেছিল সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ওলেনিন ঘনিষ্ঠভাবে তার নবীন দেহ আলিঙ্গন করল, কিন্তু হরিণীর মত ক্ষিপ্রভাবে সরে গিয়ে খালি পায়ে মারিয়ান্‌কা দৌড়িয়ে গেল বারান্দায়। ওলেনিনের জ্ঞান ফিরে এল, নিজের সম্বন্ধে সে আতঙ্কিত। আবার মনে হল মারিয়ান্‌কার তুলনায় সে নিজে অকথ্যভাবে জঘন্য,

তবু যা বলেছে তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ হল না, বাড়ী ফিরে গিয়ে তার ঘরে পানরত বৃদ্ধদের দিকে একবারও না তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক দিন তার এমন গভীর ঘুম আসেনি।

৩৫

পরের দিন উৎসব। সন্ধ্যায় গ্রামের সবাই এসেছে বাইরে, সূর্যাস্তের আলোয় তাদের উৎসবের পোষাক ঝক্‌ঝক্‌ করছে। এবারে অন্যান্য বারের তুলনায় মদ বেশী হয়েছে, কাজকর্মও শেষ। মাসখানেকের মধ্যে কসাকেরা যাবে অভিযানে; অনেক বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তুতি চলছে।

অধিকাংশ লোক স্কোয়ারে জমায়েৎ হয়েছে, কসাক গ্রামের আফিসের সামনে, দুটো দোকানের কাছাকাছি, একটা মিঠাই আর বীজ বেচে, অন্যটা বেচে রুমাল আর ছাপা কাপড়। আফিস বাড়ীর মাটির চাতালে বসে কিম্বা দাঁড়িয়ে বুড়োরা, তাদের পরনে বয়সোচিত ধূসর অথবা কালো কোট, তাতে সোনালী কাজ কিম্বা অন্য কোন আড়ম্বর নেই। আস্তে আস্তে, সংযতভাবে কথা চলেছে অনেক বিষয়ে, এবারের ফসল, একালের ছোঁড়ারা, গ্রামের নানা ব্যাপার, পুরোনো দিনের কথা; গম্ভীর উদাসীনভাবে দেখছে ছোঁড়াদের। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে প্রবীণারা আর নবীনারা থেমে, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। তরুণ কসাকেরা সসম্মানে চলার বেগ কমিয়ে টুপি তুলে কিছুক্ষণ রাখছে মাথার সামনে। বুড়োরা তখন কথা বন্ধ করছে। কেউ কেউ চলতি লোকদের দেখছে কঠোর দৃষ্টিতে, কেউ কেউ বা সস্নেহে, আস্তে আস্তে টুপি খুলে আবার পরছে।

কসাক মেয়েরা তখনো হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচগান শুরু করেনি। উজ্জ্বল-রঙীন বেস্‌মেত গায়ে, মাথার শাদা রুমাল

চোখ পর্যন্ত টেনে, দল বেঁধে তারা হয় মাটিতে নয় বাড়ীর মাটির চাতালে বসে আছে, সেখানে পড়ছে না তেরছা রোদ, মুখর গলায় মেয়েরা হাসছে আর বক্‌বক্‌ করছে। বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা স্কোয়ারে ক্রীড়ারত, পরিষ্কার আকাশে বল ছুঁড়ে দিয়ে চিলের মত চেঁচিয়ে ছুটোছুটি করছে। বয়স যাদের আর একটু বেশী তারা হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচগান শুরু করল, তীক্ষ্ণ সরু গলায় ভীরুভাবে গান গাইছে তারা। কেরানীরা, আর যে সব কসাক বাহিনীতে নেই অথবা উৎসবের জন্য গ্রামে ফিরেছে, তারা সোনালী কাজ করা শাদা কিম্বা লাল ফিট্‌ফাট্‌ চেরকেশ্যান কোট গায়ে দু জনে, তিন জনে হাত ধরাধরি করে প্রবীণা আর নবীনাদের এক দল থেকে অন্য দলে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে হাসিতামাসা আর ফষ্টিনষ্টি চলেছে। মিহি নীল কাপড়ে সোনালী কাজ করা চেরকেশ্যান কোট গায়ে আর্মেনিয়ান দোকানদার দোকানের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে, ভিতরে দেখা যাচ্ছে ভাঁজ করা রঙীন রুমালের স্তূপ। প্রাচ্য ব্যবসায়ীসুলভ সচেতন জাঁক তার ভাবভঙ্গীতে, ক্রেতার প্রতীক্ষায় সে। লাল দাড়িওয়ালা, খালি পা দুটো চেচেন্‌ বন্ধুর বাড়ীর সামনে উবু হয়ে বসে নির্লিপ্তভাবে ছোট ছোট পাইপ টানছে, মাঝে মাঝে গ্রামের লোকদের দেখে তাদের দ্রুত, কর্কশ জবানে মন্তব্যের বিনিময় করছে আর থুথু ফেলছে। তেরেকের ওপার থেকে তারা এসেছে উৎসব দেখতে। কখনো সখনো ব্যস্তবাগীশ ভঙ্গীতে পুরোনো ওভারকোট গায়ে দু একটি সৈনিক রঙীন বেশভূষায় সজ্জিত দলগুলোর মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। এখানে সেখানে শোনা যাচ্ছে আমোদ-করা কসাকদের মাতাল গান। সমস্ত বাড়ীতে তালা দেওয়া, আগের দিন সন্ধ্যায় বারান্দাগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে। এমন কি বুড়ীরা পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, সেখানে যত্রতত্র ছড়ানো কুমড়ো আর তরমুজের বীজের খোসা। বাতাস উষ্ণ আর স্থির, আকাশ নীল,

পরিষ্কার। ছাতের ওপারে ঘোলাটে-শাদা পাহাড়ের সারি খুব কাছে মনে হচ্ছে, চূড়াগুলো সূর্যাস্তের আলোয় লালচে। নদীর ওপার থেকে কখনো কখনো আসছে কামানের দূর আওয়াজ। কিন্তু গ্রামে ভাসছে শুধু উৎসবের নানা উৎফুল্ল শব্দ।

সেদিন সারা সকাল ওলেনিন আঙিনায় পায়চারী করেছে, মারিয়ান্‌কার প্রতীক্ষায়। কিন্তু তার সবচেয়ে ভালো কাপড়জামা পরে মারিয়ান্‌কা গেল ছোট্ট গির্জায় প্রার্থনার জন্য, তারপর মাটির চাতালে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বসেছে সে, বীজ ভাঙছে, কখনো বা আবার অন্য মেয়েদের সঙ্গে দৌড়িয়ে বাড়ী আসছে, প্রত্যেকবারই ওলেনিনের দিকে ফুর্তিতে কোমলভাবে তাকাচ্ছে। পরিহাস করে অন্যদের সামনেও তার সঙ্গে কথা বলতে ওলেনিনের ভয়। কাল রাত্রে যা বলতে শুরু করেছিল সেটা শেষ করতে চায় ওলেনিন, ওর কাছ থেকে পাকা জবাব নিতে চায়। গত সন্ধ্যার সেই মুহূর্তটির মত আর একটি মুহূর্তের অপেক্ষা সে করল, কিন্তু এল না সেটা, ওর মনে হল এ রকম অনিশ্চয়তায় আর থাকতে পারবে না। আবার মারিয়ান্‌কা বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ওলেনিনও বাইরে গেল, কোথায় যাচ্ছে না জেনেই মারিয়ান্‌কার অনুসরণ করল। যে কোণে ঝক্‌ঝকে নীল সাটিনের বেস্‌মেত পরনে মারিয়ান্‌কা বসে সেখানটা পেরিয়ে গেল, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে শুনল তার পিছনে মেয়েরা হাসছে।

স্কোয়ারের উপরে বেলেৎস্কির বাড়ী। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওলেনিন শুনল বেলেৎস্কি তাকে ডাকছে, ভিতরে গেল সে।

দু একটি কথা বলে দু জনেই জানলার ধারে বসল। কিছুক্ষণ পরেই এল এরশ্‌কা। গায়ে তার নূতন বেস্‌মেত, মেঝেতে তাদের পাশে বসে পড়ল।

মোড়ে রঙীন জামাকাপড় পরা একটি দলকে সিগারেট দিয়ে দেখিয়ে বেলেৎস্কি বলল, 'দেখুন, জমকালো পার্টি বটে ওটা। আমার

প্রেমিকাও ওখানে দেখছি। দেখতে পারছেন, লাল জামা গায়ে? ওর বেস্‌মেতটা নতুন। তোমরা নাচছ না কেন?' জানলায় ঝুঁকে চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞেস করল। 'একটু দাঁড়ান, অন্ধকার হলে আমরাও বেরোবো। ওদের উস্‌তেন্‌কার ওখানে আসতে বলব। ওদের জন্য বল-নাচের বন্দোবস্ত করতেই হবে।'

দৃঢ়ভাবে ওলেনিন বলল, 'আমিও উস্‌তেন্‌কার ওখানে যাবো। মারিয়ান্‌কা আসবে না কি?'

'হ্যাঁ, আসবে। আসবেন কিন্তু', কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে বেলেৎস্কি বলল। বিবিধ বর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত দলগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'ছবির মত সুন্দর, নয় কি?'

'হ্যাঁ', ঔদাসীন্যের ভান করে ওলেনিন প্রতিধ্বনি করল। 'এ ধরণের উৎসব দেখলেই আমার অবাক্ লাগে, সমস্ত লোকে হঠাৎ কেন খুসীতে ভরে যায়। ধরুন যেমন আজ, মাসের পোনেরো তারিখ বলে সবকিছুতে উৎসবের ভাব। চোখ, মুখ, গলা, হাঁটা-চলা, পোশাক-আশাক, হাওয়া আর সূর্য—সবকিছুতেই উৎসবের ভাব। কিন্তু রাশিয়াতে এ ধরণের উৎসব আর নেই।'

'সত্যি বটে', উত্তর দিল বেলেৎস্কি, এ ধরণের অনুধ্যান তার পছন্দ নয়। এরশ্‌কার দিকে ঘুরে বলল, 'আর তুমি মদ খাচ্ছো না কেন, বুড়ো?'

চোখ ঠেরে ওলেনিনকে দেখিয়ে এরশ্‌কা বলল, 'গর্বিত লোক বটে, তোমার কুনাকটি।'

বেলেৎস্কি তার গেলাস তুলে সেটা শেষ করার আগে বলল, "আল্লা বির্‌দি" (একসঙ্গে পান করার সময় ককেশানরা সাধারণত "আল্লা বির্‌দি" বলে স্বাস্থ্যকামনা করে, তার মানে "ঈশ্বর দিয়েছেন")।

"সাউ বুল" ("তোমার স্বাস্থ্যকামনা করি") হেসে বলে এরশ্‌কা গেলাসটা শেষ করল।

দাঁড়িয়ে উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে এরশ্‌কা ওলেনিনকে বলল, 'এটাকে উৎসব বল। উৎসবের কী ছিরি। আগেকার দিনে কী ফুর্তি হত যদি দেখতে। সোনালী কাজ করা সারাফান* পরে মেয়েরা বেরিয়ে আসত। গলায় ঝুলত সোনার টাকার দুটো করে মালা, মাথায় সোনার কাজ করা টুপি, পাশ দিয়ে গেলে ওদের জামাকাপড় কী শাঁই শাঁই শব্দটাই না করত। প্রত্যেকটি মেয়ে যেন রাজকন্যে। সাধারণত সবাই বেরিয়ে আসত দঙ্গল বেঁধে, গলা ছেড়ে গান গাইত, তাদের গানে সমস্ত কিছু মুখর হয়ে উঠত; সারা রাত চলত ফুর্তি আর কসাকেরা মদের পিপে গড়িয়ে আনত আঙিনায়, সকাল না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে মদ টানত। মাঝে মাঝে আবার হাতে হাত জড়িয়ে গ্রামে ঘুরত। যার সঙ্গে দেখা হত তাকেই সঙ্গে নিয়ে নিত। বাড়ী বাড়ী যেত। মাঝে মাঝে ফুর্তি চলত তিন দিন ধরে। বাবা ফিরে আসত—আমার এখনো মনে আছে—সর্বাঙ্গ ফুলে লাল, মাথায় টুপি নেই, সবকিছু হারিয়ে গেছে। ফিরে এসেই সটান বিছানায়। কী করতে হয় মার জানা ছিল, কিছু টাট্‌কা ক্যাভিয়ার আর অল্প চিখির এনে দিত যাতে বাবার নেশা কাটে, তারপর টুপিটা কোথায় সারা গ্রাম খুঁজে বেড়াত। বাবা টানা দু দিন ঘুমোত। মরদ ছিল বটে তারা। আজকালকার লোকেরা কিস্‌সু নয়!'

'আচ্ছা সারাফান পরা মেয়েরা কি একলাই ফুর্তি করত?' জিজ্ঞেস করল বেলেৎস্কি।

'তা কখনো পারত! মাঝে মাঝে হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে কসাকেরা এসে বলত, "এদের ঘুরে ঘুরে নাচ এবারে ভেঙে দেওয়া যাক", কিন্তু মেয়েরা লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াত। শ্রোভ্‌টাইডের সময়, কোন ছোকরা হয়ত ঘোড়া ছুটিয়ে এল, আর মেয়েরা তার ঘোড়াকে

---

* রুশ মেয়েদের জামা, হাতা নেই, বেল্ট দিয়ে বাঁধা।

আর তাকেও লাঠি পেটা করত। তবুও দল ভেঙ্গে সে ঢুকত, যাকে ভালোবাসে তাকে নিয়ে কেটে পড়ত। আর, কী ভাবেই না ভালোবাসত। সত্যি, সেদিনের মেয়েরা একেবারে রাণীর মত ছিল।'

৩৬

ঠিক সে সময় গলি দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে স্কোয়ারে এল দু জন, নাজার্কা আর লুকাশ্কা। লুকাশ্কা তার হৃষ্টপুষ্ট কাবার্দা ঘোড়ার পিঠে একটু হেলে বসে আছে, ঘোড়াটি কঠিন রাস্তায় লঘু পদক্ষেপে আসছে, সুন্দর মাথা আর চক্চকে পাতলা কেশর ঝাঁকিয়ে। বন্দুকটা ঠিক ভাবে খাপে বসানো, পিঠে পিস্তল, আর জিনের পিছনে ক্লোকটা গোটানো, সবকিছু দেখে বোঝা যায় লুকাশ্কা কোন কাছাকাছি কিম্বা শান্তিপূর্ণ জায়গা থেকে আসছে না। একটু হেলে যে ভাবে লুকাশ্কা বসেছে, ঘোড়ার পেটে অলসভাবে চাবুক দিয়ে ঠেকাচ্ছে, বিশেষ করে আধো-কোঁচকানো চকচকে কালো উজ্জ্বল চোখে যে রকম সগর্বে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে যৌবনের সচেতন শক্তি আর আত্ম-প্রত্যয়। তার চাউনী ঘুরে ফিরে যেন বলছে, 'এ রকম খাসা ছোকরা দেখেছো কখনো?' সুঠাম ঘোড়াটি, তার রৌপ্য অলঙ্কারের জাঁকালো সাজ, অস্ত্রশস্ত্র আর সুপুরুষ লুকাশ্কা নিজে স্কোয়ারে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রোগা, খর্ব নাজার্কা কিন্তু লুকাশ্কার মত মোটেই সুসজ্জিত নয়। বুড়োদের পাশ দিয়ে যাবার সময় লুকাশ্কা তার ছোট করে ছাঁটা কালো মাথা থেকে লোমশ, সাদা ভেড়ার লোমের টুপিটি তুলল।

তাদের দিকে ভুরু কুঁচকিয়ে চেয়ে একটি শীর্ণদেহ বৃদ্ধ বলল, 'কি বাছা, অনেক নোগাই ঘোড়া সরিয়েছো কি?'

অন্যদিকে ফিরে লুকাশ্কা বলল, 'দাদু তুমি কি তাদের গুনেছো? তাহলে জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'ছোঁড়াটাকে সঙ্গে না নিলেই পারতে কিন্তু', আরো ভ্রূকুটি করে বুড়ো অনুচ্চ কণ্ঠে বলল।

'সব জানে দেখছি বুড়ো শয়তানটা,' লুকাশ্‌কা স্বগত বলল, তার মুখে এল দুশ্চিন্তার ভাব, কিন্তু ও কোণে কসাক মেয়ের দল দেখে সেদিকে ঘোড়াটা ফেরাল।

হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে, জোরালো, মুখর গলায় বলল: 'শুভ সন্ধ্যা। মেয়েরা! আমি ছিলাম না বলে তোমরা ডাইনীরা বুড়ী হয়ে গিয়েছ দেখছি।' হেসে উঠল সে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে মেয়েরা জবাব দিল, 'শুভ সন্ধ্যা, লুকাশ্‌কা, শুভ সন্ধ্যা লুকাশ্‌কা ভাই! সঙ্গে অনেক টাকা এনেছো না কি? মেয়েদের কিছু মিঠাই খাওয়াও না! অনেক দিন থাকবে না কি? সত্যি, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি।'

'নাজার্‌কা আর আমি উড়ে এসেছি আজ রাত্তিরে জমাবো বলে', বলল লুকাশ্‌কা, চাবুক তুলে ঘোড়া চালিয়ে সোজা গেল মেয়েদের দিকে।

'দেখছ, মারিয়ান্‌কা তোমাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে', মারিয়ান্‌কাকে কনুই-এর খোঁচা দিয়ে উস্‌তেন্‌কা বলল আর উচ্চকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়ার কাছ থেকে সরে গেল মারিয়ান্‌কা, মাথা পিছনে হেলিয়ে বড়ো উজ্জ্বল চোখে স্থিরভাবে লুকাশ্‌কার দিকে তাকিয়ে রইল।

'সত্যি, অনেক দিন তোমার কোন পাত্তা নেই। ঘোড়া দিয়ে আমাদের চাপা দিচ্ছ কেন?' নীরসভাবে বলে মারিয়ান্‌কা ঘুরে দাঁড়ালো।

লুকাশ্‌কাকে তার আগে বিশেষ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল, খুসীতে আর ধৃষ্টতায় তার মুখ জ্বলজ্বলে, কিন্তু মারিয়ান্‌কার নির্লিপ্ত জবাবে হতবুদ্ধি হয়ে হঠাৎ সে ভুরু কোঁচকালো।

'রেকাবে একবার পা দাও না, সটান পাহাড়ে নিয়ে যাবো তোমাকে', সে চেঁচাল হঠাৎ, যেন দুশ্চিন্তা কাটাবার চেষ্টা করছে, মেয়েদের মধ্যে ঘোড়াটাকে চট করে ঘুরিয়ে ঝুঁকে পড়ে মারিয়ান্কাকে বলল, 'তোমাকে চুমু খাবো, দারুণ একটা চুমু খাবো।'

তার চোখে চোখ পড়াতে লাল হয়ে মারিয়ান্কা পিছিয়ে গেল।

'সাবধান, আমার পা থেঁতলে দেবে দেখছি', বলে মাথা নিচু করে তাকালো আঁটো, হালকা নীল নক্সা-কাটা মোজা পরা নিজের সুগঠিত পায়ের দিকে, দেখল পাতলা রূপোর কাজ করা নূতন চপ্পল জোড়া।

উস্তেন্কার দিকে ফিরল লুকাশ্কা, আর বাচ্ছা কোলে একটি বয়স্কার পাশে বসে পড়ল মারিয়ান্কা। বাচ্ছাটা গোলগাল হাত বাড়িয়ে তার নীল বেস্মেতের উপরে ঝোলানো মুদ্রার কণ্ঠহার ধরাতে মারিয়ান্কা তাকে আদর করতে ঝুঁকল, অপাঙ্গে তাকালো লুকাশ্কার দিকে। লুকাশ্কা সেই সময়ে কোটের নিচে কালো বেস্মেতের পকেট থেকে মিঠাই আর বীজের একটা বাণ্ডিল বের করছে।

বাণ্ডিলটা উস্তেন্কাকে দিয়ে মারিয়ান্কার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'এই নাও, তোমাদের সবাইকে দিচ্ছি।'

মারিয়ান্কার মুখে আবার এল একটি হতচকিত ভাব। মনে হল তার সুন্দর চোখ ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছে। মুখ থেকে রুমাল নামিয়ে মাথা নিচু করে বাচ্ছাটির শাদা মুখে লোভীর মত হঠাৎ সে চুমু খেতে লাগল, বাচ্ছার হাতে তখনো তার মুদ্রার কণ্ঠহার ধরা। ছোট হাতে মারিয়ান্কার সুউচ্চ বুক ঠেলে, ফোকলা মুখ খুলে বাচ্ছাটি জোরে ককিয়ে উঠল।

'ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে যে', বলে বাচ্ছার মা তাকে নিয়ে দুধ খাওয়াবার জন্য বেস্মেত খুলল, 'তুমি বরঞ্চ গিয়ে ছোকরার সঙ্গে আলাপ করো।'

'ঘোড়াটা রেখে আসি, তারপর নাজার্‌কা আর আমি ফিরে আসবো, সারা রাত ফুর্তি করব', চাবুক দিয়ে ঘোড়াটিকে স্পর্শ করে মেয়েদের কাছ থেকে চলে যেতে যেতে লুকাশ্‌কা বলল।

গলিতে ঢুকে পাশাপাশি দুটো বাড়ীতে তারা পৌঁছুল।

একটির সামনে নামতে নামতে লুকাশ্‌কা ডেকে বন্ধুকে বলল: 'এসে পড়েছি, দোস্ত। দেরী কোরো না কিন্তু, শীগ্‌গির চলে এসো।' তারপর সযত্নে ঘোড়াটিকে নিজের বাড়ীর গেট দিয়ে ঢোকাল। অন্যদের মত ফিট্‌ফাট পোশাকে ওর বোবা বোন রাস্তা থেকে এল ঘোড়াটিকে নেবার জন্য। 'এই যে, স্তেপ্‌কা', লুকাশ্‌কা বলল, ইসারা করে বুঝিয়ে দিল ঘোড়াটাকে খড় দিতে কিন্তু যেন জিন না খোলে।

বোবা মেয়েটি স্বভাবসিদ্ধ গুনগুন আওয়াজ করে ঘোড়াটিকে দেখিয়ে ঠোঁট দিয়ে জোরে শব্দ করল, জন্তুটির নাকে চুমু খেলো। তার মানেটা এই ঘোড়াটি খাসা, ওকে ও ভালোবাসে।

বন্দুক ঠিক জায়গায় ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লুকাশ্‌কা হেঁকে বলল: 'মা কেমন আছো? এখনো বাইরে যাওনি কেন?'

বৃদ্ধা মা দরজা খুলল।

'তুই যে! মোটেই আশা করিনি তুই আসবি, ভাবতেও পারিনি', বৃদ্ধা বলল। 'কির্‌কা যে বলেছিল তুই আসবি না।'

'কিছু চিখির আনো মা। নাজার্‌কা আসছে, আজ উৎসবের দিনটায় আমরা পান করব।'

'এক্ষুনি আনছি, লুকাশ্‌কা, এক্ষুনি। আমাদের মেয়েরা আমোদ-আহ্লাদ করছে। আমাদের বোবা মেয়েও চলে গিয়েছে বোধ হয়।' উত্তর দিল বৃদ্ধা।

চাবি নিয়ে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা সদর বাড়ীতে গেল।

ঘোড়া রেখে, কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে নাজার্‌কা লুকাশ্‌কার বাড়ীতে এল।

৩৭

মায়ের হাত থেকে কানায় কানায় চিখির ভরা একটি পাত্র নিয়ে, সাবধানে ঝুঁকে পড়ে খাবার আগে লুকাশ্‌কা বলল: 'তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি।'

'ব্যাপারটা খারাপ মনে হচ্ছে', নাজার্‌কা বলল। 'শুনলে না, বুর্‌লাক্‌ দাদু কি বলল, "অনেক ঘোড়া চুরি করেছো ত?" সব জানে মনে হচ্ছে।'

'ঘাগী লোকটা।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল লুকাশ্‌কা। 'আর জানলেই বা কি', মাথা ঝাঁকিয়ে যোগ করল, 'ওরা এখন নদীর ওপারে। গিয়ে খোঁজ করুক।'

'তবুও গতিক সুবিধের নয় মনে হচ্ছে।'

'খারাপ কেন? কাল কিছু চিখির ওকে দিয়ে এস, তাহলে আর কিছু হবে না। এখন ফুর্তি করা যাক, মদ খাও।' এরশ্‌কা যে ভাবে 'মদ খাও' বলে ঠিক সেভাবে হেঁকে লুকাশ্‌কা বলল, 'বাইরে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করি চলো। কিছু মধু জোগাড় কর, না থাক, বোবা বোনটিকে পাঠাচ্ছি। সকাল পর্যন্ত ফুর্তি করব।'

নাজার্‌কা হাসছিল।

'অনেকক্ষণ এখানে থাকব নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু ফুর্তি না করে যাব না। চট্‌ করে কিছু ভদ্‌কা নিয়ে এসো। এই নাও টাকা।'

নাজার্‌কা বাধ্যের মত তার কথা শুনে ইয়াম্‌কার ওখানে দৌড়ল ভদ্‌কা আনতে।

কোথায় ফুর্তি চলছে শকুনের মত তার গন্ধে গন্ধে এসে টলমল করে একে একে বাড়ীতে ঢুকল এরশ্‌কা খুড়ো আর এর্‌গুশভ, দুজনেই মাতাল।

তাদের শুভেচ্ছার জবাবে লুকাশ্‌কা চেঁচিয়ে মাকে বলল: 'আরো আধ-বালতি চিখির দাও।'

এরশ্‌কা উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'বলো ত বাবা, ঘোড়াগুলো কোথায় চুরি করেছো? খাসা ছোকরা তুমি, তোমাকে আমার বেড়ে লাগে।'

হেসে লুকাশ্‌কা বলল, 'বেড়ে লাগে, সত্যি না কি। ক্যাডেটের কাছ থেকে মিঠাই চালান করা হয় মেয়েদের কাছে। বুড়ো...'

সশব্দে হেসে বুড়ো বলল, 'ওটা সত্যি কথা নয়, একেবারেই সত্যি নয়। আর বেটা শয়তান আমাকে কী না অনুনয়বিনয় করেছিল। "দোহাই তোমার, একটা ব্যবস্থা করে দাও", আমাকে বলেছিল, দিতে চেয়েছিল একটা বন্দুক। কিন্তু করিনি সেটা, করতাম হয়ত, কিন্তু তোমার জন্য মাথা ঘামাই ত। এখন বলো ত কোথায় গিয়েছিলে?' বুড়ো তাতার ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

লুকাশ্‌কা চট্‌পট্‌ জবাব দিল।

এর্‌গুশভ তাতার ভাষা বিশেষ জানত না, মাঝে মাঝে দু'একটা রুশ শব্দ সে ছাড়ছে:

'আমি বলি যে ঘোড়াগুলো ও তাড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চিত জানি সেটা', সে বলে উঠল।

'গিরেই আর আমি একসঙ্গে গিয়েছিলাম।' (গিরেই খাঁকে যে "গিরেই" বলে ডাকছে সেটা কসাক মনের কাছে সাহসের লক্ষণ।) 'নদীর ঠিক ওপারে খুব বড়াই করছিল যে স্তেপের আঁটঘাট সব সে জানে, সোজা আমাকে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমরা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছি ত যাচ্ছি, অন্ধকার রাত, আমার গিরেই রাস্তা হারিয়ে ফেলে যেন গোলকধাঁধায় ঘুরতে লাগল, গ্রামটা খুঁজে পেল না, ব্যস্‌ ওখানেই সব ইতি। আমরা ডাইনে বড্ড বেশী

গিয়েছিলাম নিশ্চয়। প্রায় মাঝ রাত্তির পর্যন্ত আমরা এদিকে ওদিকে ঘুরেছিলাম। তারপর, কপাল ভালো, শুনলাম কুকুরের ডাক।

'গাধা সব', এরশ্‌কা খুড়ো বলল। 'রাত্তিরে স্তেপে ত আমরাও পথ হারিয়ে ফেলতাম, কে না ফেলে? কিন্তু কোন ছোট পাহাড়ে চড়ে নেকড়ের মত চেঁচাতাম, এই রকম করে।' (মুখে হাত রেখে এক পাল নেকড়ের মত চেঁচাল এরশ্‌কা, শব্দগুলো সব এক তারে বাঁধা।) 'তক্ষুনি কুকুরে জবাব দিত··· আচ্ছা, তাহলে তোমরা ঘোড়াগুলো পেলে?'

'চটপট ওদের নিয়ে এলাম। কয়েকটা নোগাই মেয়েমানুষের কাছে নাজার্‌কা আর একটু হলে ধরা পড়েছিল আর কি।'

'তাই না কি?' নাজার্‌কা আহত স্বরে বলল, সবেমাত্র সে ফিরেছে।

'আমরা আবার ঘোড়ার পিঠে চললাম, আবার গিরেই পথ হারিয়ে ফেলল, প্রায় বালিয়াড়ির মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল আর একটু হলে। আমরা ভাবছি তেরেকের কাছাকাছি এসেছি, কিন্তু আসলে তেরেক ছেড়ে অন্য দিক বরাবর যাচ্ছিলাম।'

'তারা দেখে চলা উচিত ছিল তোমাদের', এরশ্‌কা খুড়ো বলল।

'আমিও তাই বলছি', মাঝখান থেকে বলে উঠল এর্‌গুশভ।

'ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারা দেখে কী করে চলা যায়। কত চেষ্টা করলাম, শেষে একটি ঘুড়ীর মুখে লাগাম দিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে যে দিকে চায় যেতে দিলাম, ভাবলাম ওই ঠিক পথে আমাদের নিয়ে যাবে। আর কী হল জানো? ওটা মাটিতে নাক দিয়ে দু একবার আওয়াজ করল··· তারপর দৌড়িয়ে সটান নিয়ে এলো গ্রামে। ভাগ্যিস নিয়ে এসেছিল, তখন আলো হয়ে আসছিল। কোনক্রমে ঘোড়াগুলোকে বনে লুকিয়ে রাখতে পারলাম। নদীর ওপার থেকে নাগিম এসে ওদের নিয়ে গেল।'

এর্‌গুশভ মাথা নেড়ে বলল, 'যা বলেছিলাম, খুব সেয়ানা আর কাজের ছোঁড়া। ঘোড়াগুলোর জন্য অনেক টাকা পেলে?'

পকেট চাপড়ে লুকাশ্‌কা বলল, 'যা পেয়েছি সব এখানে।'

ঠিক সে সময় ওর মা ঘরে এসে পড়াতে লুকাশ্‌কা কথা শেষ করতে পারল না।

'মদ খাও', হেঁকে সে বলল।

'গিরচিক আর আমি একবার বেশ রাত্রে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছিলাম…' এরশ্‌কা শুরু করল।

'থামো খুড়ো, তোমার গল্প কখনো শেষ হবে না', বলল লুকাশ্‌কা।

'আমি চললাম।' পাত্রের মদ শেষ করে বেল্ট এঁটে সে বেরিয়ে গেল।

৩৮

লুকাশ্‌কা যখন বেরোল তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হেমন্তের রাত্রি বায়ুহীন আর ঝরঝরে। পূর্ণিমার সোনালী চাঁদ স্কোয়ারের ওপাশে কালো, দীর্ঘ পপলার সারির পিছনে উঠছে। সদর বাড়ীর ঘরে ঘরে চিমনীর ধোঁয়া গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে মিশছে কুয়াশার সঙ্গে। এ জানলা ও জানলায় আলো। হাওয়ায় ঘুঁটে আর আঙুরের রস, কুয়াশার গন্ধ। কথাবার্তা, হাসি, গান আর বীজ ভাঙ্গার শব্দ সকালের মতই একসঙ্গে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এখন আওয়াজটা আরো স্পষ্ট। বাড়ীর বাইরের অন্ধকারে শাদা রুমাল আর টুপির গোছা জায়গায় জায়গায় চোখে পড়ে।

স্কোয়ারের দোকানের দরজায় আলো জ্বলছে, দোকানটা তখনো খোলা, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে কসাক ছেলেমেয়েদের শাদা আর কালো সব মূর্তি, দূর থেকে কানে আসে তাদের উচ্চকণ্ঠের গান

আর হাসি আর কথাবার্তা। ধূলোটে স্কোয়ারে মেয়েরা হাতে হাত রেখে বৃত্তাকারে ঘুরছে, লঘু পদক্ষেপে। একটি রোগা মেয়ে, সব চেয়ে খারাপ চেহারা তার, গান ধরল:

বনের ওপার থেকে, অন্ধকার অরণ্য থেকে,
সবুজ আর ছায়াচ্ছন্ন বাগান থেকে এল,
এল দুটি ফুর্তিবাজ ছোকরা,
নির্ভীক, চট্‌পটে দুটো ছোকরা,
বিয়ে করেনি কেউই তারা।
তারা হাঁটছে ত হাঁটছে, তারপর থামল দুজনেই।
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঝগড়া হল শুরু।
তখন এল একটি কুমারী, এসে বলল,
'শীগ্‌গিরই তোমাদের একজন পাবে আমাকে',
ফর্সা-মুখ যে ছোকরার, মেয়েটি তারি হল,
সোনালী চুলওয়ালা ফর্সা-মুখ ছোকরার হল সে।
মেয়েটির ডান হাত নিল সে নিজের হাতে,
চারিদিকে ঘোরাল তাকে, যাতে দোস্তরা দেখতে পায়,
আর বলল, 'তোমরা কেউ কখনো দেখেছ
আমার ছোট্ট কনের মত টুকটুকে মেয়ে?'

বুড়ীরা পাশে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্ধকারে পরস্পরকে তাড়া করছে। পুরুষেরা নাচের বৃত্তের কাছে থেকে মেয়েরা ঘোরবার সময় মাঝে মাঝে তাদের ধরছে আর বৃত্ত ভেঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে। দোরগোড়ার অন্ধকার দিকটায় চেরকেশ্যান কোট গায়ে আর ভেড়ার লোমের টুপি মাথায় বেলেৎস্কি আর ওলেনিন দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে আলাপ করছে, তাদের কথা বলার ঢং কসাকদের মত নয় বলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ যে করছে সে বিষয়ে তারা সচেতন। হাতে হাত ধরে নাচছে লাল বেস্‌মেত গায়ে

মোটাসোটা, ছোটোখাটো উস্‌তেন্‌কা আর বেস্‌মেত্‌ আর নূতন স্মক পরে সুঠাম মারিয়ান্‌কা। ওলেনিন আর বেলেৎস্কি পরামর্শ করছিল কী করে ওদের দুজনকে বৃত্ত থেকে ছিনিয়ে আনা যায়। বেলেৎস্কির ধারণা ওলেনিন শুধু মজা করতে চায়, কিন্তু ওলেনিনের আশা যা অদৃষ্টে তার আছে তা যেন ঘটে যায়। যে কোন উপায়ে মারিয়ান্‌কাকে একলা পেতে সে সেদিনই চায়, সবকিছু তাকে বলবে, তাকে বিয়ে করতে পারে কি না, বিয়ে করতে চায় কি না জিজ্ঞেস করবে। যদিও অনেক দিনই জানত জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। তবু ওলেনিনের আশা নিজের মনোভাবের কথা খুলে বললে মারিয়ান্‌কা ওকে বুঝতে পারবে।

'আগে আমাকে বললেন না কেন?' বলল বেলেৎস্কি। 'উস্‌তেন্‌কাকে দিয়ে ব্যবস্থা করতাম। অদ্ভুত লোক আপনি।'

'কী আর করি। শীগ্‌গিরই একদিন আপনাকে সব খুলে বলব। কিন্তু এখন, ভগবানের দোহাই, ও যাতে উস্‌তেন্‌কার ওখানে আসে তার ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে, ওটা সহজেই করা যাবে। আচ্ছা মারিয়ান্‌কা, কার তুমি হবে, "ফর্সা-মুখ ছোকরার" না লুকাশ্‌কার?' ভব্যতার খাতিরে বেলেৎস্কি প্রথমে মারিয়ান্‌কাকে সম্বোধন করল, কিন্তু জবাব না পেয়ে উস্‌তেন্‌কার কাছে গিয়ে মারিয়ান্‌কাকে নিয়ে বাড়ী চলে আসতে অনুরোধ করল। কথা শেষ করার আগেই গানের নেতা শুরু করল আবার গাইতে, আর মেয়েরা আবার পরস্পরের হাত টেনে বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। তারা গাইল:

> বাগান পেরিয়ে, বাগান পেরিয়ে
> হাঁটতে হাঁটতে এল এক ছোকরা,
> এল রাস্তা ধরে, সহরের মধ্য দিয়ে;

প্রথমে যাবার সময় ডান হাত নাড়ালো সে,
আবার যখন গেল,
নাড়ালো সিল্কের ফিতে-বাঁধা টুপিটা।
কিন্তু তৃতীয় বার সেই যে এল আর যাবার নাম নেই,
রইল দাঁড়িয়ে।
গেল না সে, নিজেকে আরো ছিম্‌ছাম করল।
'তোমায় নিন্দে করার জন্য
এখানে আসতে চেয়েছি:
কেন তুমি, মনি বেড়াতে
গেলে না বাগানে?
এবার আমাকে বল ত মণি,
তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?
পরে যখন এই কথাটি মনে পড়বে
আফশোসের সীমা আর থাকবে না তখন।
আমি পাঠাবো ঘটক তোমার বাড়ীতে,
বিয়ে যখন হবে আমাদের,
আমার জন্য কাঁদতে হবে তোমাকে তখন।'
কী বলব জানলেও
সাহস হল না ওকে না বলতে,
না, প্রত্যাখ্যান করার সাহস হল না।
বাগানে গেলাম বেড়াতে,
গেলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে,
সেখানে মিললাম ওর সঙ্গে।
নত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছি,
রুমালটা পড়ল মাটিতে।
ও তুলল সেটা,

'তোমার ফরসা হাতে নাও এটা,
আমার হাত থেকে নাও এটা মণি,
বলো ভালোবাসো আমাকে,
তোমাকে কী দেব মনি মোটেই জানি না,
সেই ভয় আমার।
মনে হয় তোমাকে দেব একটা শাল,
তার বদলে নেবো পাঁচটা চুমু।'

বৃত্ত ভেঙ্গে ঢুকে লুকাশ্‌কা আর নাজার্‌কা মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। গানে যোগ দিল লুকাশ্‌কা, হাত দুলিয়ে বৃত্তের মাঝখানে হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ্ণ, উচ্চকণ্ঠে সুর ধরল। 'তোমাদের মধ্যে একজন এসো এবার', বলল সে। অন্য মেয়েরা মারিয়ান্‌কাকে ঠেলে দিল, কিন্তু সে বৃত্তে ঢুকতে চায় না। গানের আওয়াজের সঙ্গে মিলল উচ্চকণ্ঠে হাসি, চড়চাপড়, চুম্বন আর ফিস্‌ফিসানির শব্দ।

ওলেনিনকে ছাড়িয়ে যেতে যেতে লুকাশ্‌কা বন্ধুভাবে মাথা নাড়ল।

'দ্‌মিত্রি আন্দ্রেইচ্‌, তুমিও উৎসব দেখতে এসেছো?' জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', নীরস কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে ওলেনিন জবাব দিল।

বেলেৎস্কি ঝুঁকে পড়ে উস্‌তেন্‌কার কানে কানে কী বলল, বৃত্তে ঘুরে এসে তার জবাব দেবার সময় হল, বলল, 'আচ্ছা, আমরা আসব।'

'মারিয়ান্‌কাও ত আসবে?'

ওলেনিন ঝুঁকে মারিয়ান্‌কাকে বলল, 'আসবে ত? দোহাই তোমার, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'আসব, যদি অন্য মেয়েরা আসে।'

'আমার কথার জবাব দেবে?' তার দিকে ঝুঁকে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল। 'এখন ত তোমার মেজাজ বেশ ভালো।'

মারিয়ান্‌কা সরে গেল, ওর অনুসরণ করে ওলেনিন বলল, 'জবাব দেবে?'

'কীসের জবাব?'

'সেদিন তোমাকে যা বলেছিলাম,' তার কানে কানে ওলেনিন বলল। 'আমাকে বিয়ে করবে?'

এক মুহূর্ত ভেবে মারিয়ান্‌কা বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে বলব, আজই বলব।'

অন্ধকারে ওলেনিনের দিকে উজ্জ্বল কোমল চোখে সে তাকাল।

ওলেনিন তখনো ওকে অনুসরণ করছে, ওর সান্নিধ্যে ওলেনিনের আনন্দ।

গান না থামিয়ে লুকাশ্‌কা হঠাৎ শক্ত করে মারিয়ান্‌কার হাত ধরে টেনে মেয়েদের সারি থেকে মাঝখানে নিয়ে গেল। 'উস্‌তেন্‌কার ওখানে এসো', মাত্র এটুকু বলতে পেরে ওলেনিন তার সঙ্গীর কাছে ফিরল। গান শেষ হল। ঠোঁট মুছল লুকাশ্‌কা, মারিয়ান্‌কাও, তারপর পরস্পরকে চুম্বন করল তারা। 'না, না, অন্তত পাঁচটা চুমু', বলল লুকাশ্‌কা। গান আর নাচের ছন্দের বদলে শুরু হল অনর্গল কথা, হাসি আর দৌড়োদৌড়ি। লুকাশ্‌কাকে দেখে মনে হয় প্রচুর মদ্যপান করেছে, মেয়েদের মিঠাই বিলোতে লাগল সে।

'সবায়ের জন্য', বলল সে, তার গর্বিত আত্ম-প্রসাদ হাস্যকরভাবে করুণ। 'কিন্তু কেউ যদি সৈনিকদের পেছনে ঘোরে তাহলে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাক।' হঠাৎ ওলেনিনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লুকাশ্‌কা বলল।

মিঠাইগুলো তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে লাগল। বেলেৎস্কি আর ওলেনিন সরে দাঁড়াল।

যেন নিজের বদান্যতায় লজ্জিত এমনভাবে লুকাশ্‌কা টুপি খুলে, জামার আস্তিনে কপাল মুছে মারিয়ান্‌কা আর উস্‌তেন্‌কার কাছে এল।

'এবার আমাকে বল ত মনি, তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?' গানের কথাগুলি পুনরুক্তি করল, মারিয়ান্‌কার দিকে রাগতভাবে ফিরে আবার বলল, 'তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর? বিয়ে যখন হবে আমাদের, আমার জন্য কাঁদতে হবে তোমাকে তখন', তারপর উস্‌তেন্‌কা আর মারিয়ান্‌কা দুজনকেই একসঙ্গে আলিঙ্গন করল।

উস্‌তেন্‌কা নিজেকে ছিনিয়ে নিল, হাত ঘুরিয়ে তার পিঠে এমন জোরে আঘাত করল যে নিজের হাতেই লাগল।

'আর একবার নাচবে না কি?' লুকাশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'অন্য মেয়েরা নাচতে পারে যদি শখ হয়', উস্‌তেন্‌কা বলল, 'আমি কিন্তু বাড়ী যাচ্ছি, মারিয়ান্‌কাও আমার সঙ্গে আসতে চায়।'

মারিয়ান্‌কাকে তখনো জড়িয়ে আছে লুকাশ্‌কা, দল থেকে একটি বাড়ীর ছায়ায় তাকে নিয়ে গেল, বলল, 'তুমি যেও না মারিয়ান্‌কা, শেষবারের জন্য কিছু মজা করা যাক। বাড়ী ফিরে চলো, আমিও ওখানে যাবো।'

'বাড়ী ফিরে কী হবে? উৎসবের মানে ফুর্তি করা, আমি উস্‌তেন্‌কার ওখানে যাচ্ছি', বলল মারিয়ান্‌কা।

'যাই হোক, তোমাকে বিয়ে করব আমি, জানো ত।'

'আচ্ছা বেশ, সময় হলে সেটা দেখা যাবে', বলল মারিয়ান্‌কা।

'তাহলে তুমি যাবেই', কঠোর সুরে বলল লুকাশ্‌কা, ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করে তার গালে চুম্বন করল।

'ছাড়ো বলছি, আর জ্বালাতন কোরো না', নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মারিয়ান্‌কা সরে গেল।

'শোনো, বেটি, ব্যাপারটা ভালো হবে না,' লুকাশ্‌কার গলায় ভর্ৎসনার স্বর, মাথা নাড়াতে নাড়াতে সে দাঁড়িয়ে রইল। 'আমার জন্য কাঁদতে হবে তোমাকে তখন', ওর দিক থেকে ফিরে অন্য মেয়েদের হেঁকে বলল, 'আর একটা গান হোক এবারে।'

লুকাশ্‌কার কথায় মারিয়ান্‌কা যেন ভয় পেল আর চটে উঠল। থেমে জিজ্ঞেস করল, 'কী খারাপ হবে?'

'ওটা।'

'কোনটা।'

'তুমি তোমার সিপাই-ভাড়াটিয়ার সঙ্গে ঘুরছ আর আমাকে পছন্দ কর না, সেটা।'

'আমার যতদিন ইচ্ছে ততদিন পছন্দ করব। তুমি আমার বাবা-মা নও। কী চাও তুমি। আমার যাকে খুসী তাকে পছন্দ করব।'

'বেশ, বেশ, কিন্তু কথাটা মনে রেখো,' বলে লুকাশ্‌কা দোকানের দিকে এগোল। 'ছুঁড়িরা গান বন্ধ করেছো কেন? নাচ শুরু কর আবার। নাজার্‌কা, আরো কিছু চিখির আনো ত।'

বেলেৎস্কিকে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল, 'কী, ওরা আসবে ত?'

'এক্ষুনি আসবে। চলুন আমরা বল-নাচের বন্দোবস্ত করি', জবাব দিল বেলেৎস্কি।

৩৯

মারিয়ান্‌কা আর উস্‌তেন্‌কার পিছনে পিছনে ওলেনিন যখন বেলেৎস্কির বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। মারিয়ান্‌কার শাদা রুমালের আভা রাস্তার অন্ধকারে সামনে দেখতে

পেল। স্তেপের দিকে সোনালী চাঁদ হেলে পড়েছে। গ্রামের উপরে রূপালী কুয়াশা। সব চুপ্‌চাপ, আলো নিভে গিয়েছে, শুধু দুটি বাড়ী-ফিরতি মেয়ের পায়ের শব্দ। ওলেনিনের বুক টিপ্ টিপ্ করছে। তার মুখ যেন জ্বলছিল, রাত্রির জোলো হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা লাগছে। আকাশের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর যে বাড়ী থেকে আসছে তার দিকে, সেখানে মোমবাতির আলো ইতিমধ্যেই নিভে গিয়েছে, তারপর অন্ধকারে আবার দেখল মেয়ে দুটির ছায়া ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। শাদা রুমালটি কুয়াশায় আর দেখা গেল না। তার মনে এত আনন্দ যে একলা থাকতে ভয় করছে। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে মেয়ে দুটির দিকে দৌড়ল।

'সাবধান, কেউ হয়ত দেখে ফেলবে।' উস্‌তেন্‌কা বলল।

'কিছু এসে যায় না।'

মারিয়ান্‌কার কাছে গিয়ে ওলেনিন তাকে আলিঙ্গন করল।

বাধা দিল না মারিয়ান্‌কা।

'তোমরা কি প্রাণ ভরে চুমো খাওনি?' উস্‌তেন্‌কা বলল। 'বিয়ে করে তারপর চুমো খেও, এখন ধৈর্য্য ধরে থাকো।'

'শুভ রাত্রি, মারিয়ান্‌কা, কাল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে বলব। তুমি কিছু বোলো না কিন্তু।'

'বলব কেন,' জবাব দিল মারিয়ান্‌কা।

দুটি মেয়েই এবার দৌড়তে শুরু করল। ওলেনিন একলা চলল, যা ঘটেছে ভাবতে ভাবতে। উনুনের পাশের একটি কোণে সারা সন্ধ্যা মারিয়ান্‌কার সঙ্গে কাটিয়েছে সে। উস্‌তেন্‌কা একবারও বাড়ীর বাইরে যায়নি, বেলেৎস্কি আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করেছে। ওলেনিন ফিস্‌ফিস্ করে মারিয়ান্‌কার সঙ্গে কথা বলেছে।

'আমাকে বিয়ে করবে?' জিজ্ঞেস করেছে সে।

'তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করবে না,' শান্ত আর প্রফুল্লভাবে ও জবাব দিয়েছে।

'কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? ভগবানের দোহাই, বলো সেটা।'

'কেন বাসব না? তুমি ত কানা নও,' বলেছে মারিয়ান্‌কা, হেসে, কঠিন হাতে ওলেনিনের হাতে চাপ দিয়ে। 'কী সুন্দর, ফরসা, নরম তোমার হাত—মাখনের মত,' সে বলেছে।

'আমি ঠাট্টা করছি না। বলো, আমাকে বিয়ে করবে?'

'করব না কেন, বাবা যদি মত দেন?'

'আচ্ছা, তাহলে মনে রেখো, তুমি আমাকে ঠকালে কিন্তু পাগল হয়ে যাবো। কাল সকালে তোমার বাবা আর মাকে বলব তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

হঠাৎ মারিয়ান্‌কা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

'কী হল?'

'এমনি, এত মজা লাগছে!'

'কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। আমি একটা আঙুরের বাগান আর বাড়ী কিনব, কসাক বলে নিজের নাম লেখাবো।'

'অন্য মেয়ের পিছনে ঘুরো না কিন্তু। ও বিষয়ে আমি খুব কড়া জেনো।'

কথাবার্তা যা হয়েছে প্রফুল্লচিত্তে মনে মনে ওলেনিন তার পুনরুক্তি করল। তার স্মৃতি মাঝে মাঝে যন্ত্রণাকর, আর কখনো বা এত আনন্দের যে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। যন্ত্রণার কারণ, তার সঙ্গে কথা বলার সময় মারিয়ান্‌কা আগেকার মতই শান্ত, নতুন পরিস্থিতিতে যেন কোন উত্তেজনা হয়নি, যেন ওলেনিনকে বিশ্বাস করে না, ভবিষ্যতের কথা মোটেই ভাবেনি। ওলেনিনের মনে হল মারিয়ান্‌কা তাকে ভালোবাসে শুধু উপস্থিত মুহূর্তের জন্য,

তার সঙ্গে যে থাকবে সে ভবিষ্যৎ চিন্তা তার মনে নেই। ওর আনন্দের কারণ, মারিয়ান্‌কা তাকে যা বলেছে সে সব কথা তার সত্যি বলে মনে হল, বিয়ে করতে রাজী হয়েছে সে। 'সম্পূর্ণভাবে আমার হলে পরস্পরকে আমরা বুঝবো,' মনে মনে ওলেনিন ভাবল। 'ভাষায় এ ধরণের ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় না, তার জন্য লাগে জীবন, সারা জীবন। কাল সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ ভাবে আমি আর থাকতে পারি না, কাল ওর বাবাকে, বেলেৎস্কিকে, সারা গ্রামকে সব কথা খুলে বলব ...'

দু রাত্রি ঘুমোয়নি লুকাশ্‌কা, তার উপরে উৎসবে এত মদ্যপান করেছিল যে জীবনে এই প্রথম সে দাঁড়াতে পারল না, রাত কাটাল ইয়াম্‌কার বাড়ীতে।

৪০

পরের দিন অন্য দিনের চেয়ে বেশ ভোর ভোর ঘুম ভাঙল ওলেনিনের, তক্ষুনি মনে পড়ল কী করতে হবে, সানন্দে মনে পড়ল মারিয়ান্‌কার চুম্বনের কথা, তার কর্কশ হাতের চাপ, তার কথা 'তোমার হাতগুলো কী ফরসা।' লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল সে, ভাবল তৎক্ষণাৎ গৃহকর্তার কাছে গিয়ে মারিয়ান্‌কাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইবে। সূর্য তখনো ওঠেনি, কিন্তু রাস্তায় অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা চলেছে মনে হল: হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে লোকেরা ঘুরছে, কথাবার্তা বলছে। তাড়াতাড়ি চেরকেশ্যান কোটটা চড়িয়ে ওলেনিন বেরিয়ে এল বারান্দায়। গৃহকর্তা আর কর্ত্রী তখনো ওঠেনি। উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে বলতে ঘোড়ায় চড়ে পাঁচজন কসাক গেল, কাবার্‌দা ঘোড়ার চওড়া পিঠে আসীন লুকাশ্‌কা সবার আগে। ওরা সবাই একসঙ্গে কথা বলছে আর চেঁচাচ্ছে, সেজন্য ঠিক কী বলছে বোঝা অসম্ভব।

একজন চেঁচিয়ে বলল, 'উপরের ঘাঁটিতে ঘোড়া চালাও!'

আর একজন বলল: 'জিন লাগিয়ে আমাদের কাছে এস, জলদি।'

'অন্য গেট দিয়ে গেলে আরো কাছে হবে।'

'কী বলছ তোমরা।' লুকাশ্‌কা হাঁকল। 'মাঝের গেট দিয়েই আমাদের যেতে হবে…'

'হ্যাঁ, ওদিক দিয়ে গেলেই কাছে হবে,' বলল আর একজন কসাক, ধূলিধূসর সে, তার ঘোড়াটি ঘামছে। গত রাত্রির মদ্যপানের ফলে লুকাশ্‌কার মুখ লাল আর ফুলোফুলো, টুপিটা মাথার পিছনে হেলানো। এমনভাবে কথা বলছে যেন অফিসার।

বহুকষ্টে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? তোমরা যাচ্ছো কোথায়?'

'আব্রেক্ ধরতে যাচ্ছি, বালিয়াড়িতে ওরা লুকিয়ে আছে, আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি, কিন্তু বেশী লোক আমাদের নেই।'

কসাকেরা চেঁচিয়ে চলল, যেতে যেতে রাস্তায় আরো সব কসাক ওদের দলে যোগ দিল। ওলেনিনের মনে হল না গেলে খারাপ দেখাবে, তা ছাড়া ভাবল ফিরতে দেরী হবে না। জামাকাপড় পরে বন্দুকে টোটা ভরে ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠল সে, ঘোড়াটিকে ভান্যুশা যেমন-তেমন করে সাজিয়েছিল; গ্রামের গেটের কাছে কসাকদের ধরে ফেলল ওলেনিন। কসাকেরা তখন ঘোড়া থেকে নেমেছে, সঙ্গে আনা ছোট একটি পিপে থেকে কাঠের পাত্রে চিখির ঢেলে পাত্রটি হাতে হাতে এগিয়ে দিয়ে অভিযানের সাফল্য কামনা করে পান করল। তাদের মধ্যে বাবু গোছের একটি তরুণ করনেট, গ্রামে সে সময় সে ছিল, ন জন কসাকের দলের ভার গ্রহণ করল। কসাকদের সবাই প্রাইভেট, করনেটটি উপরওয়ালা অফিসারের মত ভাব করলেও তারা শুধু লুকাশ্‌কাকে মেনে চলছে। ওলেনিনকে তারা পাত্তাই দিল না।

সবাই যখন ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়েছে তখন করনেটের কাছে গিয়ে ওলেনিন জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কী, করনেটটি সাধারণত বন্ধুভাব দেখালেও এখন তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল, যেন অনুগ্রহ করছে। বহুকষ্টে ওলেনিন তার কাছে জানতে পারল ব্যাপারটা কী। আব্রেক্‌দের সন্ধানে যে সব টহলদারেরা গিয়েছিল তারা গ্রাম থেকে প্রায় আট ভারস্ত দূরে বালিয়াড়িতে কয়েকটি পাহাড়িয়াকে দেখেছে। একটি গর্তে আশ্রয় নিয়ে আব্রেক্‌রা কসাকদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে, ঘোষণা করেছে যে তারা আত্মসমর্পণ করবে না। দু জন কসাকের সঙ্গে করপোরাল ঘুরছিল, আব্রেক্‌দের নজরে রাখবার জন্য সে সেখানে থেকে গিয়েছে, একজন কসাককে গ্রামে পাঠিয়েছে সাহায্য করার লোক জোগাড় করতে।

সূর্য তখন উঠছে। গ্রামের তিন ভারস্ত পরেই চারিদিকে শুধু স্তেপ, শুধু চোখে পড়ে একঘেয়ে, নিরানন্দ, শুকনো সমতল ভূমি, গরুবাছুরের পায়ের চিহ্নে ভরা, এদিকে ওদিকে শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের গোছা, নিচু জায়গায় খাগড়া, ক্বচিৎ কখনো পায়ে চলার পথ, দিগন্তে যাযাবর নোগাই উপজাতির তাঁবুর অস্পষ্ট রেখা। কোন ছায়া নেই, জায়গাটির কঠোর চেহারা মনে গভীর দাগ কাটে। স্তেপে সর্বদাই লোহিত আভায় সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়। হাওয়া থাকলে বালুর পাহাড় এ জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ওড়ে। আর যখন হাওয়া থাকে না, যেমন আজকের সকালে, তখন কোন আওয়াজ কিম্বা গতি স্তব্ধতা ভাঙ্গে না, সে স্তব্ধতা বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়। আজ সকালে স্তেপ স্তব্ধ, বিরস, যদিও সূর্য উঠেছে। শূন্যতা আর কোমলতার বিশেষ একটি ভাব জায়গাটিতে। হাওয়া চলছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর নাক দিয়ে ডাকার শব্দ, কিন্তু সে শব্দও চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়সোয়ারেরা প্রায় নীরবে যাচ্ছে। কসাকেরা সব সময় এমনভাবে অস্ত্রশস্ত্র বহন করে যাতে কোন ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ না হয়, ও রকম শব্দ হওয়াটা কসাকদের কাছে ভয়াবহ লজ্জার ব্যাপার। গ্রাম থেকে আরো দু জন কসাক এসে পড়ল ওদের দলে, দু একটি কথার বিনিময় হল। লুকাশ্‌কার ঘোড়াটি হয় হোঁচট খেয়ে নয় ঘাসে পা আটকে যাওয়াতে অস্থির হয়ে পড়ল — সেটা কসাকদের কাছে অশুভ চিহ্ন, বিশেষ করে এ সময়ে লক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যেরা ঘুরে একবার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল, যা ঘটেছে দেখতে চায় না ওরা। লাগাম টেনে লুকাশ্‌কা কঠোর ভ্রূকুটি করল, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে, মাথার উপরে সপাং করে চাবুক চালাল। কাবার্‌দা ঘোড়াটি এক পা থেকে অন্য পায়ে লাফাচ্ছে, কোন পায়ে ভর দেবে বুঝতে পারছে না, মনে হচ্ছে এক্ষুনি হাওয়ার মত উড়ে যাবে। লুকাশ্‌কা তার হৃষ্টপুষ্ট গায়ে একবার, দু বার, তিন বার চাবুক মারল, ঘোড়াটি দাঁত বের করে, লেজ তুলে, নাক দিয়ে শব্দ করে অন্যদের থেকে কয়েক পা দূরে পিছনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

'খাসা ঘোটক', বলল করনেট।

'ঘোড়া' না বলে যে 'ঘোটক' বলেছে সেটা বিশেষ প্রশংসাসূচক।

একটি বৃদ্ধ কসাক ওকে সমর্থন করে বলল: 'সিংহের মত ঘোড়া।'

নিঃশব্দে চলল কসাকেরা, কখনো অত্যন্ত মন্থর গতিতে, কখনো বা কদমে, শুধু উপরোক্ত ঘটনাটিই তাদের যাত্রার স্তব্ধ গাম্ভীর্যের ব্যাঘাত করেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

স্তেপে প্রায় আট ভারস্ত চলে একটি নোগাই তাঁবু ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না, তাঁবুটি গাড়ীর উপরে বসানো, ওদের থেকে প্রায় এক ভারস্ত দূরে গাড়ীটা আস্তে আস্তে চলেছে। স্তেপের এক প্রান্ত

থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে কোন নোগাই পরিবার। পরে তারা দেখল দুটি জীর্ণশীর্ণ নোগাই স্ত্রীলোককে, গালের হাড় উঁচু, পিঠের ঝোড়ায় ঘুঁটের জন্য গরুবাছুরের গোবর কুড়িয়ে রাখছে তারা। ওদের ভাষা করনেট ভালো জানত না, ওদের প্রশ্ন করার চেষ্টা করল, কিছু বুঝল না তারা, ভয় পেয়ে পরস্পরের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে তাকাল।

লুকাশ্‌কা তাদের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামিয়ে চট্‌পট্‌ প্রথাসুলভ সম্বোধন জানাল। নোগাই স্ত্রীলোক দুটি আশ্বস্ত বোধ করে সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, যেন ভাই-এর সঙ্গে কথা বলছে।

'আই, আই, কপ্‌ আব্রেক্‌,' কসাকেরা যে দিকে যাচ্ছে সে দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করে করুণভাবে তারা বলল। ওলেনিন বুঝল ওরা বলছে 'অনেক আব্রেক্‌।'

এ ধরণের ব্যাপার ওলেনিন আগে কখনো দেখেনি, শুধু এরশ্‌কা খুড়োর গল্প শুনে কিছুটা ধারণা তার হয়েছিল, তাই ওলেনিন সবকিছু দেখতে ইচ্ছুক, কসাকেরা যে তাকে ছেড়ে যাবে সেটা চায় না। বেশ তারিফ করে সে কসাকদের দেখছে, সজাগ হয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে আর দেখছে, যাতে নিজের মতামত গড়তে পারে। সঙ্গে গুলি-ভরা বন্দুক আর তলোয়ার সে এনেছে বটে, কিন্তু যখন দেখল কসাকেরা তাকে এড়িয়ে চলছে তখন লড়াই-এ যোগ দেবে না ঠিক করল দুটো কারণে: তার মতে, বাহিনীতে থাকার সময় তার সাহস যথেষ্ট প্রমাণ হয়েছে, তা ছাড়া প্রধানত তার বেজায় খুসী লাগছিল।

হঠাৎ দূরে শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ।

খুব উত্তেজিত হয়ে করনেট কসাকেরা কী ভাবে ভাগ হয়ে কোন দিক দিয়ে এগোবে, হুকুম দিতে শুরু করল। কসাকেরা তাতে কর্ণপাত না করে লুকাশ্‌কা যা বলছে শুধু তাই শুনছে, শুধু লুকাশ্‌কার দিকেই তাকিয়ে আছে। লুকাশ্‌কার চেহারা

শান্ত, গম্ভীর। ঘোড়া এমন কদমে চালাল যে অন্যেরা সে তালে চলতে পারল না, চোখ কুঁচকে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

লাগাম টেনে অন্যদের সঙ্গে এক সারিতে থেকে লুকাশ্‌কা বলল, 'ওই একটা লোক ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে।'

একাগ্রভাবে তাকিয়েও ওলেনিন কিছু দেখতে পেল না। কিছুক্ষণের মধ্যে দু জন অশ্বারোহীকে দেখে কসাকেরা সোজা শান্ত গতিতে তাদের দিকে গেল।

'ওরাই আব্রেক্ না কি?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

কসাকেরা উত্তর দিল না, প্রশ্নটা তাদের কাছে অর্থহীন মনে হল। ঘোড়ায় চেপে নদী পার হবে, আব্রেক্‌রা এত বোকা নয়।

'আমাদের বন্ধু রোদকা নিশ্চয়ই হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে', অশ্বারোহী দুটিকে দেখিয়ে লুকাশ্‌কা বলল। দু জনকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'আমাদের এদিকে আসছে, দেখ।'

কয়েক মিনিট পরেই স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা দু জন কসাকদের টহলদার। করপোরাল লুকাশ্‌কার কাছে গেল।

৪১

'ওরা কি অনেক দূরে?' শুধু বলল লুকাশ্‌কা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তারা শুনল প্রায় ত্রিশ গজ দূরে বন্দুকের তীক্ষ্ণ খরখরে শব্দ। করপোরাল একটু হাসল।

'ওটা আমাদের গুরকা, ওদের গুলি করার চেষ্টা করছে', যে দিক থেকে বন্দুকের শব্দ এসেছিল সে দিকে মাথা নেড়ে সে বলল।

আর কয়েক পা গিয়ে তারা দেখল বালির ঢিপির পিছনে গুরকা বসে বন্দুকে গুলি ভরছে। সময় কাটাবার জন্য সে আব্রেক্‌দের সঙ্গে গুলির বিনিময় করছে, আব্রেক্‌রা আর একটি বালির ঢিপির পিছনে। সে দিক থেকে একটি গুলি সোঁ সোঁ করে এল।

করনেট ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে কী করবে ভেবে পেল না। ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটি একটি কসাককে ছুঁড়ে দিয়ে লুকাশ্‌কা গুরকার কাছে গেল। ওলেনিনও নেমে হেঁট হয়ে লুকাশ্‌কার অনুসরণ করল। গুরকার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আরো দুটি গুলি ওদের মাথার উপর দিয়ে গেল। হেসে লুকাশ্‌কা ওলেনিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু নুয়ে বলল, 'দ্‌মিত্রি আন্দ্রেইচ, সাবধানে থেকো, নইলে মারা পড়বে। তুমি বরঞ্চ চলে যাও—এটা তোমার থাকবার জায়গা নয়।'

কিন্তু ওলেনিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আব্রেক্‌দের দেখবেই।

টিপির পিছন থেকে প্রায় দু শ গজ দূরে টুপি আর বন্দুক তার চোখে পড়ল। হঠাৎ আবার ধোঁয়া, আর একটি গুলি মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। ছোট পাহাড়ের নিচে একটি জলায় আব্রেক্‌রা লুকিয়ে ছিল। তারা যেখানে ঠাঁই নিয়েছে সেখানে ওলেনিনের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। জায়গাটা স্তেপের অন্যান্য জায়গার মতই, কিন্তু যেহেতু আব্রেক্‌রা ওখানে সেহেতু মনে হচ্ছিল স্থানটি বিচ্ছিন্ন, তার নিজস্ব চরিত্র আছে। বাস্তবিকই ওলেনিনের মনে হল আব্রেক্‌দের আস্তানা গেড়ে বসবার জায়গাই বটে ওটা। লুকাশ্‌কা তার ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওলেনিনও।

'আমাদের একটা খড় ভরা গাড়ী ভয়ানক দরকার, নইলে সবাই ওদের হাতে মারা পড়ব', লুকাশ্‌কা বলল। 'ওই দিকে, টিপির পিছনে খড় ভরা একটা নোগাই গাড়ী আছে।'

করনেট তার কথা শুনল, করপোরালও রাজী হল। খড় ভরা গাড়ীটা আনা হল, তার পিছনে আশ্রয় নিয়ে কসাকেরা সেটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল। ওলেনিন একটি টিলায় উঠল, সেখান থেকে সবকিছু নজরে পড়ে। গাড়ীটা চলল এগিয়ে, তার পিছনে ঘেঁষাঘেঁষি করে কসাকেরা। কসাকেরা এগোল বটে, কিন্তু

ন জন চেচেন্ একে অন্যের হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল, গুলি চালাল না।

সব চুপ্‌চাপ্। হঠাৎ চেচেন্‌রা একটি করুণ গান গাইতে শুরু করল, অনেকটা এরশ্‌কা খুড়োর 'আই-দা-লা-লাই' গোছের গান্। চেচেন্‌রা জানত চলে যাবার কোন উপায় নেই, যাতে পালাবার প্রলোভন না হয় তার জন্য পরস্পরের হাঁটু চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা, বন্দুক তৈরী রেখে মৃত্যু-সঙ্গীত গাইছে তারা।

খড়ের গাড়ীর পিছনে কসাকেরা আরো ঘেঁষে সরে এল, গুলি ছুটবে এবার প্রতি মুহূর্তে ওলেনিন আশা করছে, কিন্তু স্তব্ধতা ভাঙছে শুধু আব্রেক্‌দের করুণ গান। হঠাৎ গান বন্ধ হল, তীক্ষ্ণ আওয়াজ একটা, গাড়ীর সামনে লাগল বন্দুকের গুলি আর চেচেন্‌দের চীৎকার আর অভিশাপ স্তব্ধতা টুকরো টুকরো করে দিল। গুলি ছোঁড়ার শব্দ পর পর শোনা গেল আর গাড়ীতে লাগতে লাগল একটার পর একটা গুলি। কসাকেরা গুলি ছুঁড়ল না, চেচেন্‌দের থেকে তারা মাত্র পাঁচ গজ দূরে।

কাটল আর একটি মুহূর্ত, তারপর হুঙ্কার দিয়ে গাড়ীর দু পাশ থেকেই কসাকেরা ছুটে বেরিয়ে এল—লুকাশ্‌কা সবার আগে। ওলেনিন শুধু কয়েকটি গুলির শব্দ শুনল, তারপর চেঁচানি আর কাতরানি। মনে হল ধোঁয়া আর রক্ত দেখছে। ঘোড়া ছেড়ে, কী করছে না ভেবেই ওলেনিন কসাকদের দিকে দৌড়ল। বিভীষিকায় যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু বুঝল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। কাগজের মত শাদা মুখে লুকাশ্‌কা একটি আহত চেচেনের হাত ধরে চেঁচাচ্ছে, 'ওকে মেরো না, ওকে জ্যান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবো।' চেচেন্‌টি হল সেই লাল-চুল লোকটি, লুকাশকা তার ভাইকে মারার পর যে শবদেহ নিতে এসেছিল। লুকাশ্‌কা তার হাত মুচড়ে দিয়েছিল। হঠাৎ এক ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে

রিভলভার ছুঁড়ল। লুকাশ্‌কা পড়ে গেল, তার পেট থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল। লাফিয়ে উঠল একবার, রুশ আর তাতার ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে আবার পড়ে গেল। তার কাপড়চোপড় আর মাটি রক্তে ভেসে গেল। কয়েক জন কসাক দৌড়িয়ে এসে তার বেল্ট ঢিলে করতে লাগল। তাদের একজন, নাজার্‌কা, সাহায্য করার আগে কিছুক্ষণ হাতড়াল, উল্টো দিক দিয়ে তলোয়ার খাপে ভরতে পারছে না সে। তলোয়ারটা রক্তমাখা।

লাল-চুল, ছোট করে গোঁফ-ছাঁটা চেচেন্‌দের গুলি করা, তলোয়ারে টুকরো টুকরো করা হয়ে গিয়েছে। শুধু লুকাশ্‌কাকে যে গুলি করেছে সে তখনো বেঁচে, যদিও অনেক জায়গায় আহত। আহত রক্তাক্ত বাজপাখীর মত (তার ডান চোখের নিচে একটা জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে), বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখে, বন্য চোখে সে চারিদিক দেখছে, হাতে ছোরা, তখনো নিজেকে রক্ষা করার জন্য তৈরী হয়ে উবু হয়ে বসে আছে, দাঁতে দাঁত চেপে। করনেট এমন ভাবে তার দিকে গেল যেন ওকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ রিভলভার দিয়ে তার কানে গুলি করল। চেচেন্‌ চমকে দাঁড়াল, কিন্তু তখন দেরী হয়ে গিয়েছে, মাটিতে পড়ে গেল সে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কসাকেরা শবদেহগুলি টেনে অস্ত্রশস্ত্র বের করে নিল। প্রত্যেকটি চেচেন্‌ মরদ ছিল, প্রত্যেকের মুখে নিজস্ব ভাব। লুকাশ্‌কাকে নিয়ে যাওয়া হল গাড়ীতে। সে তখনো রুশ আর তাতার ভাষায় গালিগালাজ করছে।

'তোকে গলা টিপে মারব, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবি? আনা সেনি', চেঁচিয়ে সে বলছে আর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই চেঁচাবার মত শক্তি আর রইল না।

ঘোড়ার পিঠে ওলেনিন বাড়ী ফিরল। সন্ধ্যায় শুনল যে লুকাশ্‌কা মৃতপ্রায়, কিন্তু নদীর ওপারের একটি তাতার গাছ্‌-গাছড়ার ওষুধ দিয়ে তাকে সারিয়ে দেবে বলেছে।

লাশগুলোকে গ্রামের আফিসে নিয়ে আসা হল, মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা ভিড় করে তাদের দেখছে।

ওলেনিন যখন ফিরে এল তখন অন্ধকার হয়ে আসছে, যা দেখেছে তারপর আর প্রকৃতিস্থ হতে পারছিল না। কিন্তু রাত্রি হলে গত সন্ধ্যার সমস্ত স্মৃতি ভিড় করে তার মনে ফিরে এল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। মারিয়ান্‌কা বাড়ী আর গোয়ালে যাতায়াত করছে, ঠিক করছে সব। ওর মা গিয়েছে আঙুরের ক্ষেতে, ওর বাবা আফিসে। ওর কাজ শেষ করা পর্যন্ত ওলেনিন অপেক্ষা করতে পারল না, দেখা করতে বেরিয়ে এল। ও ছিল বাড়ীতে, তার দিকে পিছন করে। ওলেনিনের মনে হল মারিয়ান্‌কা লজ্জা পাচ্ছে।

'মারিয়ান্‌কা', ওলেনিন বলল, 'মারিয়ান্‌কা, আসতে পারি?'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল মারিয়ান্‌কা। তার চোখে অশ্রুর অস্পষ্ট আভাস, তার বিষণ্ণ মুখ সুন্দর দেখাচ্ছে; বাক্যহীন মর্যাদায় ওলেনিনের দিকে তাকাল।

ওলেনিন আবার বলল, 'মারিয়ান্‌কা, আমি এসেছি…'

'চলে যাও তুমি', বলল সে। মুখের ভাব তার বদলাল না, কিন্তু কপোল বেয়ে চোখের জল নামল।

'কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' ক্রুদ্ধ কর্কশভাবে মারিয়ান্‌কা বলল। 'আমাদের কসাকেরা মারা গিয়েছে, আর কী।'

'লুকাশ্‌কা?' ওলেনিন বলল।

'চলে যাও তুমি। কী চাও তুমি?'

'মারিয়ান্‌কা।' কাছে যেতে যেতে ওলেনিন বলল।

'আমার কাছ থেকে তুমি কখনো কিছুই পাবে না।'

'মারিয়ান্‌কা, ও রকমভাবে কথা বোলো না,' ওলেনিন অনুনয় করল।

'চলে যাও বলছি। তোমাকে দেখলে আমার ঘেন্না করে,' মাটিতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে ক্রুদ্ধভাবে মারিয়ান্‌কা এগিয়ে এল তার দিকে। তার মুখে এত ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর ক্রোধ যে ওলেনিন হঠাৎ বুঝতে পারল তার আর কোন আশা নেই, বুঝতে পারল মেয়েটিকে প্রথমে যে অনধিগম্য মনে হয়েছিল সেটাই ঠিক।

কিছু না বলে ওলেনিন দৌড়িয়ে চলে গেল বাড়ীর বাইরে।

৪২

বাড়ী ফিরে আসার পর দু ঘণ্টা ওলেনিন নিথরভাবে শুয়ে রইল। তারপর তার বাহিনীর কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে হেডকোয়ার্টারে যোগদানের অনুমতি নিল। কাউকে বিদায় না জানিয়ে, ভানুাশাকে হিসেব নিকেশের জন্য গৃহকর্তার কাছে পাঠিয়ে, যে দুর্গে রেজিমেণ্ট ঘাঁটি বেঁধেছে সেখানে যাবার জন্য তৈরী হল। শুধু এরশ্‌কা খুড়ো এল তাকে বিদায় জানাতে। দু জনে একবার, দু বার, তিন বার মদ্যপান করল। মস্কো ছাড়ার রাত্রের মত আবার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিন ঘোড়ার একটি যাত্রীবাহী ডাক গাড়ী। কিন্তু সেবারের মত ওলেনিন এবার আর নিজের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করল না, নিজেকে বলল না যে এখানে যা ভেবেছে আর করেছে, 'আসল জিনিষ নয় সেটা'। এটাও আর নিজেকে বলল না যে নূতন জীবন শুরু হবে। মারিয়ান্‌কাকে আগে সে কখনো এত ভালোবাসেনি, আর জানত যে মারিয়ান্‌কা তাকে কখনো ভালোবাসবে না।

'বিদায় তাহলে, দোস্ত!' এরশ্‌কা খুড়ো বলল। 'অভিযানে গেলে সাবধানে থেকো, আমার কথা শোনো, বুড়োর কথা কাজে লাগবে। হামলায়-টামলায় গেলে (জানো ত আমি বুড়ো নেকড়ের মত, অনেক কিছু দেখেছি), যখন গুলি ছুটবে তখন ভিড়ের মধ্যে যেও না। তোমরা বাপু ভয় পেলে সব সময়

একগাদা লোকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াতে চাও। যত বেশী লোক তত ভালো তোমরা ভাবো, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ওটা। ওরা সব সময়ে দল দেখে গুলি ছোঁড়ে। আর আমি সব সময় অন্যদের থেকে দূরে থাকতাম, একলা চলতাম, কখনো জখম হইনি। তবু বয়সকালে কী না দেখেছি?'

'কিন্তু তোমার পিঠে ত গুলি আছে', ঘর পরিষ্কার করতে করতে ভান্যুশা বলল।

'ওটা কসাকেরা দুষ্টুমি করেছিল,' উত্তর দিল এরশ্‌কা।

'কসাকেরা? সে আবার কী?' জিজ্ঞেস করল ওলেনিন।

'ও, এমনিই। মদ খাচ্ছিলাম আমরা। ভান্‌কা সিৎকিন, কসাকদের একজন, তার বেশ রঙ ধরেছিল, আর দুরুম! পিস্তল চালাল আমার দিকে, ঠিক এখানে।'

'খুব লাগেনি?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল। 'ভান্যুশা, আর কত দেরী তোমার?'

' এত তাড়া কিসের। শোনো, গল্পটা তোমাকে বলি··· যখন গুলি করল হাড়টা ভাঙ্গেনি তখন, গুলিটা আটকে রইল। তাই বললাম, "আমাকে একেবারে সাবাড় করেছো, ভাই, কী হাল করেছ আমার! তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না মোটেই, এক বালতি মদ খাওয়াতেই হবে!"'

'লাগেনি খুব বুঝি', আবার ওলেনিন জিজ্ঞেস করল, বুড়োর গল্প প্রায় শোনেইনি সে।

'শেষ করতে দাও গল্পটা। এক বালতি চিখির খাওয়ালো সে। মদ খেলো সবাই। কিন্তু রক্ত ঝরেই চলল। সমস্ত ঘর রক্তে ভেসে গেল। তখন বুরলাক্‌ দাদু বলল, "বেটা মারা যাবে দেখছি। এক বোতল মিষ্টি মদ আমাদের দাও, নইলে তোমাকে হাজতে পাঠাবো।" আরো মদ আনল ওরা, আমরা টেনেই চললাম···'

'বেশ, কিন্তু খুব লেগেছিল?' আর একবার ওলেনিন প্রশ্ন করল।

'লাগেনি, বটে? বাধা দিও না, বাধা দিলে বিচ্ছিরি লাগে। গল্পটা শেষ করতে দাও। সকাল পর্যন্ত আমরা টানলাম, উনুনের ওপরে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, মাতাল হয়ে। সকালে ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারিনি…'

'খুব লেগেছিল কি?' ওলেনিন পুনরুক্তি করল, ভাবল অবশেষে তার প্রশ্নের জবাব পাবে।

'তোমাকে বলেছি খুব লেগেছিল? তা ত বলিনি মোটেই, বলেছি যে সোজা হতে কষ্ট হচ্ছিল, হাঁটতে পারছিলাম না একেবারে।'

'আর তারপর ঘা'টা শুকিয়ে গেল?' ওলেনিন বলল, এত বিষণ্ন সে যে হাসি এল না।

'সেরে গেল, কিন্তু গুলিটা এখনো লেগে আছে, হাত দিয়ে দেখ।' সার্ট তুলে বলিষ্ঠ চওড়া পিঠ দেখাল, হাড়ের কাছে গুলিটা অনুভব করা যায়।

গুলিটা যেন খেলনার জিনিষ এমনভাবে বুড়ো বলল, 'দেখ, কেমন গড়িয়ে যায়। দেখ, ঠিক পেছনে আছে ওটা এখন।'

'আর লুকাশ্‌কা, ও কি বেঁচে থাকবে?' ওলেনিন জিজ্ঞেস করল।

'শুধু ভগবান বলতে পারেন। কোন ডাক্তার ত নেই। ডাক্তার খুঁজতে ওরা গিয়েছে।'

'কোথায় ডাক্তার পাবে? গ্রজ্‌নায়াতে?'

'না, দোস্ত, যদি জার হতাম তাহলে তোমাদের রুশ ডাক্তারদের সবকটাকে অনেক দিন আগেই লট্‌কে দিতাম। শুধু কাটতে জানে ওরা, আর কিছু জানে না। আমাদের কসাক বাক্‌লাশেভকে দেখ না, ওর পা কেটে দিয়েছে, ও আর মানুষ নয় এখন। এতেই

বোঝা যায় ডাক্তারেরা সব বোকার বেহদ্দ। বাক্‌লাশেভ কিছুই করতে পারে না এখন। না, দোস্ত, পাহাড়ে সত্যিকারের ডাক্তার পাওয়া যায়। আমার দোস্ত গির্‌চিক্‌ একবার অভিযানে গিয়ে বুকে চোট খায়, ঠিক এইখানে। তোমাদের ডাক্তারেরা সব আশা ছেড়ে দিল, কিন্তু পাহাড় থেকে একজন এসে ওকে বাঁচিয়ে দিল। গাছ্‌-গাছ্‌ড়া ওরা চেনে, বুঝেছ?'

'বাজে কথা ছাড়,' ওলেনিন বলল, 'বরঞ্চ আমি হেডকোয়ার্টার থেকে ডাক্তার পাঠাই।'

'বাজে কথা!' ভেঙ্গিয়ে বুড়ো বলল। 'বোকা! বোকা! বাজে কথা! ডাক্তার পাঠাবে বই কি। তোমাদের ডাক্তারেরা যদি সারাতে পারত তাহলে কসাক আর চেচেন্‌রা তাদের কাছেই যেত চিকিৎসার জন্য, কিন্তু অবস্থা যে রকম, তোমাদের অফিসার আর কর্ণেলরাই পাহাড় থেকে ডাক্তার ডাকিয়ে আনে। তোমাদের সব ঝুট, সব ঝুট।'

উত্তর দিল না ওলেনিন। মনে মনে সম্পূর্ণভাবে মানল, যে জগতে এতদিন সে বেঁচেছে সেখানে সবই ঝুট, আর এখন যে জগতে ফিরছে সেখানেও তাই।

'লুকাশ্‌কা কেমন আছে? তাকে দেখতে গিয়েছিলে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'মড়ার মত শুয়ে আছে। জল কিম্বা খাবার, কিছুই ছুঁচ্ছে না। শুধু ভদ্‌কা খাবে, আর যতক্ষণ ভদ্‌কা খাবে ততক্ষণ সব ঠিক থাকবে। ও মারা গেলে আমার কষ্ট হবে। খাসা ছোকরা, খুব সাহস, আমার মত। একবার ওর মত দশা হয়েছিল আমার, মরে যাচ্ছিলাম। বুড়ীরা ত কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মাথায় আগুন জ্বলছে। ওরা এমন কি সুপবিত্র আইকনের নিচে আমাকে শুইয়ে দিয়েছিল। শুয়ে রইলাম আমি আর ঠিক উঁচুতে, উনুনের ওপরে, ক্ষুদে ক্ষুদে ঢাকীরা, এর চেয়ে বড়ো নয়, বাজাচ্ছে। যতই

ওদের দিকে চেঁচাই ততই জোরে বাজিয়ে চলেছে।' (বুড়ো হাসল।) 'পুরুত ডেকে আনল মেয়েরা। আমাকে কবর দেবার আয়োজন চলল, ওরা বলল, "সাংসারিক নাস্তিকদের সাথে ঘুরে ওর পাপ হয়েছে, মেয়েদের সঙ্গে ও মজা লুঠেছে, লোক খুন করেছে, কখনো উপবাস করেনি, তার ওপর বালালাইকা বাজিয়েছে।" "তোমার সব পাপ স্বীকার কর", বলল পুরুত। তাই আমি পাপ স্বীকার করতে শুরু করলাম। "পাপ করেছি আমি।" পুরুত যা বলে তার উত্তরে বলছি, "পাপ করেছি আমি।" বালালাইকার কথাটা পুরুতটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। "এই পাপও করেছি আমি," বললাম। "জিনিষটা কোথায়? আমাকে দেখাও ত, ওটাকে টুকরো টুকরো করি।" "ওটা আমার কাছে আর নেই," বললাম আমি। কিন্তু সদর বাড়ীতে একটা জালে ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। জানতাম ওরা কখনো খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই ওরা চলে গেল, কিন্তু সেরে উঠলাম আমি। তারপর আবার বালালাইকায় হাত লাগালাম··· কি বলছিলাম যেন?' বলে চলল সে। 'আমার কথা শোনো, ভিড় থেকে দূরে থেকো, নইলে মিছিমিছি মারা পড়বে। সত্যি বলতে, তোমার জন্য আমি ভাবি। তুমি নেশাখোর—তাই তোমাকে ভালোবাসি। আর তোমাদের মত ছোকরারা ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের টিপিতে যেতে ভালোবাসে। একজন এখানে ছিল, রাশিয়া থেকে এসেছিল সে, হামেশাই ঘোড়ার পিঠে চেপে পাহাড়ের টিপিতে যেত—"ক্ষুদে পাহাড়" বা ওই ধরণের অদ্ভুত কিছু একটা বলত। টিপি দেখলেই হল, ওপরে ঠিক যাবে। একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে টিপির ওপরে উঠল, উঠে বেজায় খুসী, কিন্তু একটা চেচেন্ গুলি ছুঁড়ে ওকে মেরে ফেলল। চেচেন্গুলো চমৎকার গুলি ছোঁড়ে কিন্তু। ওদের কয়েকজন আমার চেয়েও ভালো বন্দুক চালায়। মিছিমিছি ও রকমভাবে কেউ মারা পড়লে আমার বিচ্ছিরি লাগে। মাঝে মাঝে তোমাদের সৈনিকদের দেখে ভাবতাম

রোকার বেহদ্দ। এক জোটে বেচারারা যায়, এমন কি কোটে লাল কলার পর্যন্ত লাগায়। ওদের গুলি লাগবে না ত কার লাগবে। একজন মরলে তাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে আর একজন তার জায়গায় আসে। কী বোকা সব।' পুনরুক্তি করে বুড়ো মাথা নাড়ল। 'দল ছাড়া হয়ে একে একে যাও না কেন? আলাদা আলাদা গেলে গুলি লাগে না। ওই ভাবেই যেও কিন্তু অবিশ্যি।'

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। তাহলে আসি খুড়ো। ঈশ্বরের ইচ্ছে হলে আবার দেখা হবে', উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে ওলেনিন বলল।

বুড়ো মেঝেতে বসে ছিল, উঠে দাঁড়ালো না।

'এই ভাবে বুঝি বিদায় নিতে হয়, বোকা আর বলে কাকে। এখনকার লোকেরা কেমন ধরণের। আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি, প্রায় এক বছরের সঙ্গী আমরা, আর এখন 'আসি' বলেই চলে যাওয়া হচ্ছে। তোমাকে ভালোবাসি, আর কী দয়াটাই না করি। তুমি হামেশাই একলা, একেবারে একলা। মনে হয় কেউ তোমাকে ভালোবাসে না। মাঝে মাঝে তোমার কথা ভেবে আমার ঘুম আসে না। দুঃখ হয় রীতিমত। গানে যেমন বলেছে:

"বিদেশে থাকা ভাই
বড়ো কঠিন ব্যাপার।"

তোমার ঠিক তাই।'

'আচ্ছা, বিদায়', আবার বলল ওলেনিন।

বুড়ো উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা চেপে ওলেনিন প্রস্থানোদ্যত হল।

'তোমার মুখটা একবার দাও।' বুড়ো মোটা দু হাতে তার মাথা ধরে ভিজে দাড়িগোঁফ দিয়ে তিন বার তাকে চুম্বন করে কাঁদতে লাগল।

'তোমায় পেয়ার করি, বিদায়!'

ওলেনিন যাত্রীবাহী ডাক-গাড়ীতে উঠল।

'বেশ, এই ভাবেই বুঝি চলে যাবে? স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু একটা দাও। বন্দুক একটা দাও না। দুটো বন্দুক তোমার কী কাজে লাগবে', সত্যি সত্যি আন্তরিকভাবে ফুঁপিয়ে উঠে বুড়ো বলল।

একটি বন্দুক বের করে ওলেনিন তাকে দিল।

'বুড়োকে কত কিছুই ত দিয়েছেন, তবু ওর সাধ আর মেটে না।' অনুচ্চকণ্ঠে ভানুশা বলল। 'ঘাগী ভিখিরী বেটা, এরা সবাই কেমনধারা লোক', ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গাড়ীতে সামনের জায়গায় বসতে বসতে ও মন্তব্য করল।

বুড়ো হেসে বলল, 'মুখ বন্ধ কর্, শূয়োর কোথাকার। কী কিপ্‌টে লোক রে বাবা!'

গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে মারিয়ান্‌কা উদাসীনভাবে গাড়ীর দিকে চাইল, একটু নুয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল ঘরের দিকে।

'লা ফিল!'* চোখ ঠেরে বলে ভানুশা বোকার মত হেসে উঠল।

'চালাও এবার,' সক্রোধে বলল ওলেনিন।

'বিদায়, দোস্ত, বিদায়, তোমাকে কখনো ভুলব না', চেঁচিয়ে বলল এরশ্‌কা।

পিছনে ফিরে তাকাল ওলেনিন। এরশ্‌কা খুড়ো কথা বলছে মারিয়ান্‌কার সঙ্গে, স্পষ্টতই নিজের ব্যাপার নিয়ে। বুড়ো কিম্বা মারিয়ান্‌কা কেউ ওলেনিনের দিকে তাকাল না।

১৮৫২ – ১৮৬২

---

* মেয়েটি।

তলস্তয়ের প্রারম্ভিক পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে 'কসাক'-এর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ফরাসী ঔপন্যাসিক রমাঁ রলাঁ লিখেছেন: 'পর্বতমালার তুঙ্গশীর্ষের মতোই এই রচনাগুলির মধ্যে সবার ওপরে মাথা তুলে আছে তলস্তয়ের যৌবনসঙ্গীত, তথা তাঁর সৃষ্ট লিরিকধর্মী উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা — ককেশীয় কাব্য 'কসাক'। সমগ্র গ্রন্থটি জুড়ে চোখ ধাঁধানো আকাশের পটভূমিকায় দৃপ্ত সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতের শ্রেণী। রচনাটি অতুলনীয়, কেননা এর মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরণ ঘটেছে তলস্তয়ের মহাপ্রতিভার।'

1 р. 95 к.

‘সৎভাবে বাঁচতে গেলে চাই প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ত্রুটিবিচ্যুতি, বুঝতে পারার ক্ষমতা, ভুলভ্রান্তি; চাই শুরু করা, শুরু করে ছেড়ে দিতে পারা, ছেড়ে দিয়ে আবার শুরু করা, এবং আবার ছেড়ে দেওয়া, চিরকাল সংগ্রাম করা, রুখতে পারা। আর স্থৈর্য?—তাতে আত্মার হীনতাই প্রকাশ পায়।’ এই কথাগুলি বলেছিলেন মহৎ রুশ লেখক লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)। এর মধ্যে তাঁর জীবন ও রচনারও অনেকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

‘কসাক’ (১৮৫৩-১৮৬৩) উপাখ্যানে তলস্তয়ের ককেশাস-আগমন এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপে তাঁর যোগদানের ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে, সাধারণ জনজীবনের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে এবং উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র, নায়ক ওলেনিন সমাজের ওপরমহলের যে মিথ্যাচার ও কাপট্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই বিষয়ে উপাখ্যানটিতে লেখক তাঁর নিজের অন্তরতম ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত করেছেন।